তিন গোয়েন্দা

# গ্রেট মুসাইয়োসো

রকিব হাসান

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

অনেকেই ভয় পায় সৈকতটাকে, এড়িয়ে চলে। কানাঘুষা করে, জায়গাটা ভূতুড়ে। হেসে উড়িয়ে দিল রক্ত-গরম কিশোর-কিশোরীর দল।
শুরু হলো একের পর এক রহস্যময় খুন।
রক্ষা করার দায়িত্বে নিয়োজিত লাইফগার্ড, তারাই মরতে লাগল, অন্যকে বাঁচাবে কি!
ভয়ঙ্কর অতীত পেছনে ফেলে এল মুসা আমান।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

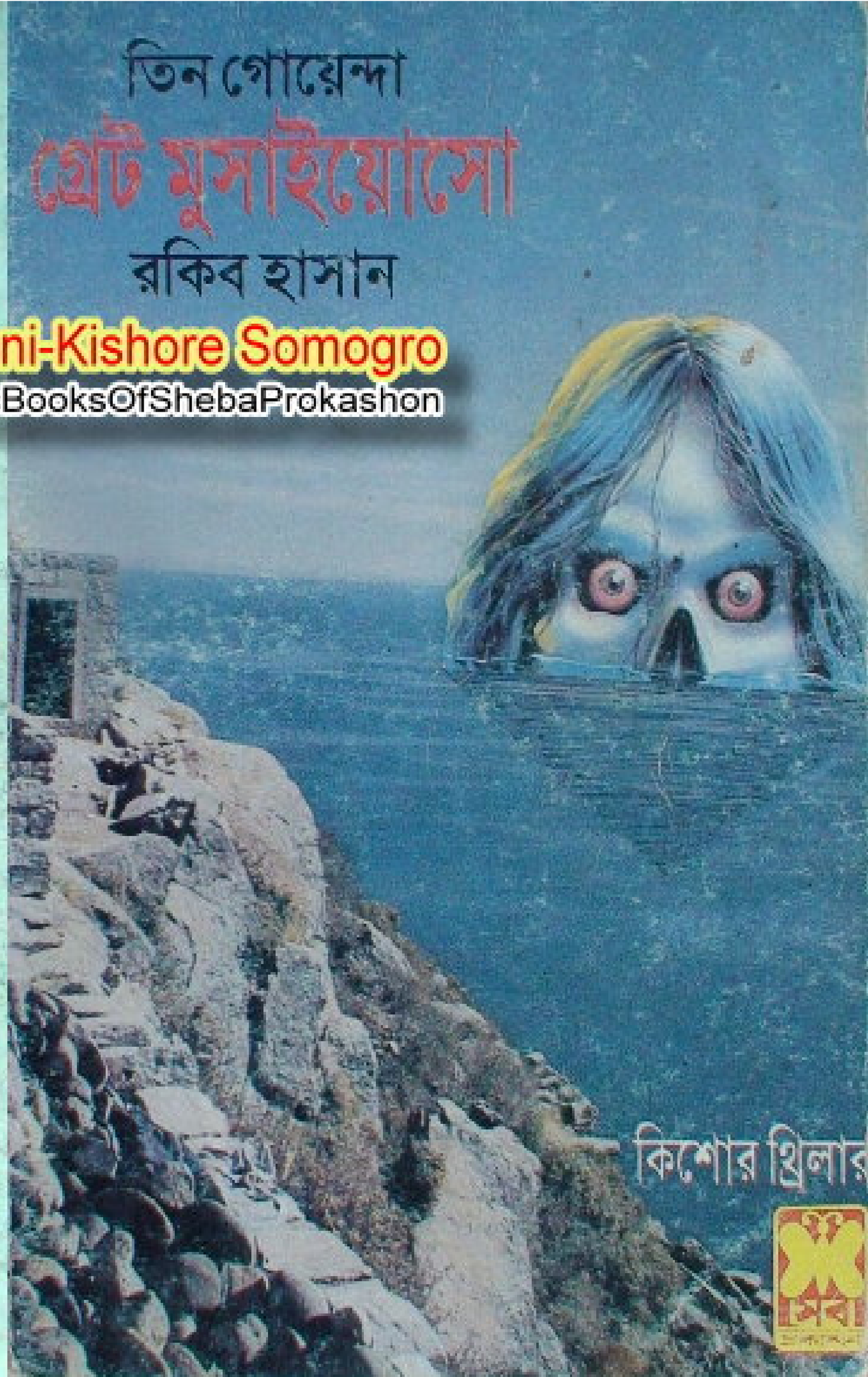

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
Book Series
Liked
Following
Message
Timeline
About
Photos
Likes
More

## সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি কিশোর-কাহিনী

**তিন গোয়েন্দা সিরিজ:**
তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা, ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো, প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগরসৈকত, জলদস্যুর দ্বীপ ১, ২, সবুজ ভূত, হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি, কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি, ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২, ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব, ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল, মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর, পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ, আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ, পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল, বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১, ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো, প্রজাপতির খামার, পাণ্ডব সংঘ, ভাঙা ঘোড়া, ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু, পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন, পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর, প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ, ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ, খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড, বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্থানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া, খুন!, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ, ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার, চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত, জিনার সেই দ্বীপ, ঐতিহাসিক দুর্গ, ক্যামেলা, কুকুরখেকো ডাইনী, নরকে হাজির, বিড়াল উধাও, ঠগবাজি, যুদ্ধঘোষণা, মারাত্মক ভুল, মঞ্চভীতি, খেলার নেশা, বিষের ভয়, দীঘির দানো, উল্কি রহস্য, নকশা, ডাকাতের পিছে, মৃত্যুঘড়ি, জলদস্যুর মোহর, শয়তানের থাবা, গুপ্তচর শিকারি, পতঙ্গ ব্যবসা, পুরানো কামান, টাকার খেলা, জাল নোট, মাকড়সা মানব, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন, বিষাক্ত অর্কিড, অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ, ভয়ঙ্কর অসহায়, সোনার খোঁজে, তুষার বন্দি, বিপজ্জনক খেলা, রাতের আঁধারে, প্রেতের ছায়া, আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, রাত্রি ভয়ঙ্কর, গোপন ফর্মুলা, সৈকতে সাবধান, খেপা কিশোর, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর, তিন বিঘা, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো, গ্রেট কিশোরিয়োসো।

**অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ:**
ষড়যন্ত্র ১,২, অনুসন্ধান, কালকুক্ষি, আমি টাইগার বলছি, মাকড়সার জাল।

**রোমহর্ষক সিরিজ:**
যাও এখান থেকে, বিষধর, নরবলি, পাগলাঘণ্টী, চরমপত্র, অপারেশন বারমুডা ট্রায়াঙ্গল, পলাতক, নিরুদ্দেশ, অভিশপ্ত ছুরি, নরখাদকের দেশে, শ্বেতহস্তী।

**গোয়েন্দা রাজু সিরিজ:**
মামার মন খারাপ, সাবাস!, বিরোধী দল, দামী কুকুর, হিপ হিপ হুররে, চকলেট কোম্পানী, নতুন হেডকোয়ার্টার, সার্কাস, খেলনা বিমান ও সোনার মেডেল, সুরের নেশা ও আজব ভূত, আজব রশ্মি, জাহাজ চুরি, নকশা পাচার, টাকের ওষুধ।

**কিশোর হরর সিরিজ:**
অভুক্ত প্রেতাত্মা, বৃক্ষমানব, অভিশপ্ত ক্যামেরা, জীবন্ত মমি, তান্ত্রিকের কবলে, পাশের বাড়ির ভূত, অদৃশ্য বন্ধু, জাদুর গড়ি, অলৌকিক শক্তি, নেকড়েমানব, পিরামিডের আতঙ্ক, আয়নার ওপাশে, জল্লাদের হাসি, সাগর বিভীষিকা, সেই অভিশপ্ত ক্যামেরা, ভুতুড়ে সৈকত, ভয়ানক দুঃস্বপ্ন, রাত্রি যখন গভীর, অগ্নিপরীক্ষা, বিপদের মুখোমুখি, আতঙ্কের রাত, ঘুমালে বিপদ, আরেক পৃথিবী, ড্রাকুলার নিঃশ্বাস, বেড়ালের কান্না।

# এক

এত তাড়াহুড়ো করে গোছাতে হয়েছে, সানব্লক আনার কথাই ভুলে গেছে সে। বাস থেকে নেমে বাস স্টপেজের চার ব্লক দূরের গেটটার দিকে এগোনোর সময় মনে পড়ল তার। মানুষের মনের ব্যাপারটা বড় বিচিত্র। কখন যে কোন কথাটা মনে পড়বে কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল সে। রোদের চিহ্নমাত্র নেই, ভারী মেঘে ঢাকা, অথচ এ সময় মনে পড়ল কিনা রোদ-নিরোধক ক্রীমের কথা। দূর থেকে ভেসে এল বজ্রের গুড়ুগুড়ু শব্দ। বাতাস ঠাণ্ডা। ভেজা ভেজা।

দ্রুত কেটে যাবে ঝড়টা, আশা করল সে। কারণ আগামী দিন খোলার দিন। কাজের শুরু। প্রথম দিনে লাইফগার্ড পোস্টে বসে রোদ উপভোগ করতে চায় সে।

ভারী, কালো ডাফেল ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে রেখে সাইনবোর্ডটার দিকে তাকাল সে। প্যাসিফিক সাইড কান্ট্রি ক্লাব।

যাক, পৌঁছে গেলাম, ভাবল সে। আবার এলাম আরেকটা গ্রীষ্মের ছুটি কাটানোর জন্যে।

শার্টের ওপর দিয়েই কাঁধ চুলকাল সে। ব্যাগটা অসম্ভব ভারী। হাতের কাছে নিজের যত জিনিস পেয়েছে, সব ভরেছে। সবই, কেবল সানব্লকের টিউবটা বাদে। পালিয়ে আসতে গেলে এ রকম

একটু-আধটু ভুল হয়েই থাকে।

গরমকালের ছুটিটা কাটাবে এখানে। নতুন নতুন মানুষ দেখবে। লাইফগার্ডদের ডরমিটরিটা তার খুব পছন্দ। আরও সাত-আটজন ছেলেমেয়ের সঙ্গে একত্রে বাস। দারুণ ব্যাপার!

সুইমিং পুলে যাওয়ার সামনের গেটটা বন্ধ। খিল লাগানো। ভারী বোঝা নিয়ে এখন পাশ দিয়ে ঘুরে যেতে হবে তাকে। আবার বজ্রের শব্দ। এবার আরও কাছে। আরও তাড়াতাড়ি হাঁটা দরকার।

উঁচু কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ক্লাব হাউসটার দিকে তাকাল সে। কালো হয়ে আসা আকাশের কারণে কেমন গোমড়ামুখো, কালো লাগছে বাড়িটাকে। রেড উডে তৈরি বিশাল দোতলা বাড়ি। সারি দেয়া অসংখ্য জানালা শূন্য কালো চোখে যেন তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।

বাড়িটার পেছনে পলকের জন্যে সুইমিং পুলটা চোখে পড়ল তার। মসৃণ পানিতে ধূসর আকাশের প্রতিফলন। তার ওপাশে টেনিস কোর্ট।

লাইফগার্ড ডরমিটরির ছোট গেস্ট হাউসটা দেখা যাচ্ছে না। ক্লাব হাউসের একটা প্রান্ত আড়াল করে রেখেছে ওটাকে।

মাথার ওপর বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল। এত জোরে বাজ পড়ল, চমকে গেল সে।

কাঁধের ওপর ব্যাগটা ফেলে দ্রুত এগোলো পাশের গেটের দিকে।

সমস্ত আকাশ জুড়ে সাগরের ঢেউয়ের মত গড়িয়ে চলেছে যেন কালো মেঘ। ওগুলোর বাইরে আকাশের রঙ জন্ডিস রোগীর মত ফ্যাকাসে হলুদ। অদ্ভুত আলো। নিচের ঘাস, বেড়া, বাড়ি কোনটাই রেহাই পায়নি সেই আলোর প্রভাব থেকে, কোনটার আসল রঙই আর বোঝার উপায় নেই।



তাড়াতাড়ি করো জোসেফ, নিজেকে তাগাদা দিল সে, ভিজতে না চাইলে আরও জোরে পা চালাও।

দৌড়াতে শুরু করল সে। কাঁধের বোঝার জন্যে বাঁকা হয়ে গেছে পিঠ।

কপালে পড়ল প্রথম বৃষ্টির ফোঁটাটা। ঠাণ্ডা ফোঁটা। ওপর দিকে তাকাল। আকাশের হলুদ অংশগুলোকে পুরোপুরি কালো মেঘে ঢেকে দিয়েছে এখন। রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি ছুটে গেল। বিকেল বেলাতেও হেডলাইট জ্বালতে বাধ্য হয়েছে।

হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ফেলল সে। গাড়িটা না যাওয়া পর্যন্ত সরাল না। তারপর আবার এগোল সাইড গেটের দিকে।

বাতাসে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল কাঁটাতারের বেড়া। বিচিত্র গুঞ্জন তুলল।

ফাঁক দিয়ে গেস্ট হাউসটা চোখে পড়ছে এখন। মূল ক্লাব হাউসের ছোট একটা অংশ ওটা।

কাছেই সুইমিং পুল। পানিতে ঝরে পড়ছে বড় বড় ফোঁটা। গেস্ট হাউসের ভেতরে আলো। জানালায় একটা ছেলের মাথা দেখা যাচ্ছে। পেছন ফিরে আছে ছেলেটা।

কে ও? চিনতে পারল না জোসেফ।

এ বছরের লাইফগার্ড কারা কারা হয়েছে? তার পরিচিত কেউ আছে ওদের মধ্যে? গত বছর যারা ছিল, তাদের কেউ কি এসেছে?

জানালার ছেলেটার লাল চুল। কথা বলার সময় মাথাটা ঝাঁকি খাচ্ছে।

আরেক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল জোসেফের মাথায়। আরেকটা ফোঁটা কাঁধে। টি-শার্টের পাতলা কাপড় ভেদ করে চামড়ায় লাগল।

ব্যাগটা অন্য কাঁধে চালান করে দিয়ে গেটের দিকে ছুটল সে।

তালা দেয়া।

ধাক্কা দিতে লাগল সে। শব্দ হতে লাগল জোরে জোরে। কিন্তু চাপা পড়ে গেল বজ্রপাত আর তুমুল বৃষ্টির শব্দে। বজ্রপাতের শব্দে মাটি কাঁপছে।

বাঁধানো চত্বরে চটর চটর আওয়াজ তুলছে বৃষ্টির ফোঁটা। বাতাসে কেমন মাটি মাটি গন্ধ, ঝড়ের আগে যা হয়। তীক্ষ্ণ ঝাপটা মেরে যাচ্ছে বাতাস। সাঁ-সাঁ করে আসছে একদিক থেকে, উল্টো দিক থেকে ফিরে এসে সেটাই আবার ধাক্কা মারছে।

সে ভাবছে, জানালায় দাঁড়ানো লালচুলো ছেলেটা ফিরে তাকালেই তাকে দেখতে পেত। গেট খুলে দিতে আসত।

আবার গেট ধরে ঝাঁকি দিতে লাগল সে। মনে পড়ল আইডেনটিটি কার্ডের কথা।

দরখাস্ত পাঠিয়েছিল সে। কর্তৃপক্ষ তাকে কাজে বহাল করে কার্ড পাঠিয়েছে। তাতে অবশ্যই একটা ছবি সাঁটানো আছে। ছবিটা ভাল না, মানে স্পষ্ট নয়। দেখে সহজে চেহারা বোঝা কঠিন। তবে ভালমত দেখলে মিল পাওয়া যায়।

কার্ডের সঙ্গে একটা চিঠি দিয়েছে ওরা। লিখে দিয়েছে, কোন অসুবিধে নেই, গেটের স্লটে কার্ডটা ঢোকালেই খুলে যাবে ইলেকট্রনিক গেট।

ব্যাগটা নামানো ছাড়া উপায় নেই। মাটিতে নামাল সে। জিপার খুলল। হাত ঢুকিয়ে খুঁজতে লাগল। মনে আছে, সব জিনিসপত্রের একেবারে ওপরেই রেখেছে।

ঝেঁপে নেমেছে এখন বৃষ্টি। বড় বড় ফোঁটা। চত্বরে পড়ে এখন জোরাল শব্দ তুলছে। শার্ট ভিজে যাচ্ছে।

আঙুলে ঠেকল ওর মানিব্যাগ। বের করে আনল। সেটা থেকে বের করে নিল কার্ডটা।



মেইন রোড ধরে আরেকটা গাড়ি ছুটে গেল। মিনিটখানেক ধরে ওটার হেডলাইটের আলোর আওতায় থাকতে হলো ওকে। কার্ড ঢোকানোর জন্যে স্লট-বক্সটা খুঁজতে শুরু করল। গেস্ট হাউসের জানালায় ছেলেটা নড়ছে। আরেকটা ছেলেকে দেখা গেল। সে-ও পেছন করে আছে এদিকে।

অবশেষে বক্সটা খুঁজে পেল জোসেফ। বুক সমান উঁচুতে খুদে একটা লাল আলো জ্বলছে আর নিভছে। ধীরে ধীরে কার্ডটা স্লটে ঢুকিয়ে দিয়ে গুঞ্জন শোনার অপেক্ষা করতে লাগল সে।

কিছুই ঘটল না।

বৃষ্টির বেগ আরও বাড়ল। চত্বরে একটানা আঘাত হেনে ঝমঝম ঝমঝম আওয়াজ তুলছে পানির ফোঁটা।

ভিজে চুপচুপে হয়ে যাচ্ছে সে।

মাথা থেকে পানি ঝেড়ে ফেলল। কার্ডটা স্লট থেকে বের করে উল্টোভাবে ঢোকাল।

একভাবে মিটমিট করছে লাল আলোটা। কোন সাড়া নেই গেটের।

গুঙিয়ে উঠল সে। হলো কি গেটটার?

বৃষ্টির বেগ আরও বেড়েছে। বৃষ্টি সঙ্গে নিয়ে বেড়ার গায়ে ঝাপটা মারছে বাতাস।

পুরো ভিজে গেছে এখন সে। স্লট খোলার চেষ্টা বাদ দিয়ে আবার গেট ঝাঁকানো শুরু করল।

গেস্ট হাউসের জানালায় ছেলে দুটোকে দেখতে পাচ্ছে।

'আই, শুনছ? শুনতে পাচ্ছ?' চিৎকার করে ডাকল সে। 'আই!'

বাতাস আর বৃষ্টির শব্দে চাপা পড়ে গেল ওর ডাক।

'আই, খুলে দাও! আমি ঢুকব!'

বেড়ার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে একটা জিনিসে দৃষ্টি আটকে গেল

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

তার।

সুইমিং পুলের কোণায়।

জিনিসটা কি?

বৃষ্টির চাদরের মধ্যে দিয়ে দেখার চেষ্টা করতে গিয়ে কুঁচকে ফেলল চোখের কোণা।

চিনতে পেরে দম আটকে গেল। একটা ছেলে। মুখ নিচু করে ভাসছে পুলের পানিতে। গায়ে নীল শার্ট। ফ্যাকাসে হাত দুটো নির্জীব ভঙ্গিতে ভেসে রয়েছে নিজের দুই পাশে।

ডুবে যাচ্ছে ছেলেটা।

নাকি ডুবেই গেছে! ডুবে গিয়ে মরে গেছে!

দুই হাতে শীতল বেড়াটা চেপে ধরল সে। ওপরে বৃষ্টির দিকে মুখ তুলে চিৎকার করে উঠল।

## দুই

কমনরুমে বসে গেজাচ্ছিল ওরা, এই সময় তুমুল বৃষ্টি শুরু হলো। বিকট শব্দে বাজ পড়ল গেস্ট হাউসের বাইরে। চেঁচিয়ে উঠল রীমা ওয়েলিং। বড় বড় বাদামী চোখ ওর। সোনালি-সাদা চুলের বোঝা।

নামটামগুলোতে এখনও অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি ওরা। কারণ ক্লাবে নতুন এসেছে সবাই। তবে রবির নাম মনে রাখতে অসুবিধে হচ্ছে না কারও। কারণ সে হেড লাইফগার্ড। সবারই মুখস্থ হয়ে



গেছে।

রীমার বজ্রপাতের শব্দকে ভয় পাওয়া নিয়ে হাসাহাসি করছে সবাই।

'না, আমি ভয় পাইনি,' ফিসফিস করে প্রতিবাদ করল রীমা, 'চমকে গিয়েছিলাম শুধু।'

কিন্তু পরক্ষণেই আবার যখন বাজ পড়ল, জানালা কাঁপিয়ে দিল, আবার চিৎকার করে উঠল সে। সবার মুখের হাসি দেখে, দুই হাতে নিজের মাথার ঘন চুলে খামচি মারতে মারতে বলল, 'সত্যি কথাটাই বলি, ঝড়-বৃষ্টি ভাল লাগে না আমার।'

সবাই হেসে উঠল। বেঁটে, ছোটখাট শরীরের কিং বার্নার্ড বলল, 'ঝড়ের মধ্যে সাঁতার কাটতে যাওয়া উচিত। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মত বিদ্যুৎ চার্জ করে আনা যাবে শরীরে।'

পচা রসিকতা।

হাসার বদলে গুঙিয়ে উঠল সবাই। শঙ্কিত হলো রবি। সারাটা গরমকাল কাটাতে হবে কিং-এর সঙ্গে। এই রসিকতা চালাতে থাকলে কোনদিন যে ধরে পানিতে চোবানো শুরু করবে! খুনের দায়ে জেলে যেতে হবে শেষে।

জানালার চৌকাঠে ভর দিয়ে দাঁড়াল সে। পেছনে জানালায় আঘাত হানছে বৃষ্টির ফোঁটা। সারা ঘরে চোখ বোলাচ্ছে।

সব ক'টা মেয়েই ঠিক আছে, ভাবল সে।

সবচেয়ে সুন্দরী রীমা। গোলাপি শর্টস, আর নীল স্লীভলেস মিডরিফ পরেছে যে মেয়েটা—সুজি রনসন, সে-ও সুন্দরী। খাটো করে ছাঁটা কালো চুল, চকচকে, মসৃণ। তবে রবির পছন্দ লম্বা চুল। অদ্ভুত নীল চোখ মেয়েটার।

কোণায় দাঁড়ানো ঢেঙা ছেলেটার নামটা বড় খটমটে। জেরাল্ড হেলম গ্লেজব্রুক। অত জটিল নাম উচ্চারণ করতে গেলে দম

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

আটকে যাবে, তাই সহজ করে নেয় অনেকেই, জেরি বলে ডাকে। জেরিও তাতে খুশি। টম অ্যান্ড জেরি কার্টুনের জেরি হতে আপত্তি নেই তার। মেয়েদের মত লম্বা, সোনালি চুল। শীতল, কালো চোখ। আর খুব লাজুক।

'হেড লাইফগার্ড কি করে হলে তুমি, রবি?' প্রশ্ন করল কিং। হাসছে। 'শক্ত কোন প্রতিযোগিতায় জিতেছিলে নাকি?'

'না,' মাথা নাড়ল রবি, 'বরং প্রতিযোগিতায় হেরেছি।'

অবাক লাগল সবার।

কিছু বলবে মনে হলো কিং। ওর মুখে বিচিত্র হাসি। আরেকটা পচা রসিকতা তৈরি করছে বোধহয় মনে মনে।

গেরি বলে উঠল, 'রবি, ফ্রিজে বিয়ার-টিয়ার কিছু আছে নাকি?'

গেরিকে দেখে খাঁটি লাইফগার্ডের মতই লাগছে। যে কোন ম্যাগাজিনে মডেলের পোজ দিতে পারবে। চমৎকার স্বাস্থ্য। রোদ লাগানো চামড়া। কোঁকড়া সোনালি চুল। কালো চোখ। চোখের কোণে অদ্ভুত ভাঁজ। দিলখোলা হাসি। দেখে মনে হয় না সারা জীবনে কখনও কোন ভারী ভাবনা ভেবেছে, কিংবা দুশ্চিন্তা করেছে। তবে মানুষের মুখ দেখে সব সময় মনের কথা বোঝা যায় না।

রীমার পাশে একটা কাউচে লম্বা হয়ে পড়ে আছে সে। মাথায় লাল রুমাল বাঁধা। জলদস্যু সাজার ইচ্ছে হয়েছে যেন।

ডরমিটরিতে বিয়ার খাওয়া নিষেধ, গেরিকে বলতে যাচ্ছিল রবি, এই সময় কানে এল তীক্ষ্ণ চিৎকার।

ঝট করে সোজা হলো রবি। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল জানালার দিকে। ধাক্কা লাগল কিং-এর সঙ্গে।

শব্দটা বাইরে থেকে এসেছে মনে হলো রবির।



প্রথমে ভাবল ঝড়ের শব্দ। বাতাস তো কত রকম শব্দই করে। নাকি কাঁটাতারে বিড়াল আটকা পড়ে চিৎকার করছে?

আবার শোনা গেল চিৎকার। মানুষের চিৎকার। সন্দেহ রইল না আর।

জানালার কাঁচে পানির কণা লেগে ঘষা কাঁচের মত হয়ে গেছে। ভাল করে দেখার জন্যে হাত দিয়ে মুছে নিল কাঁচ। একটা ছেলেকে দেখল গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে।

চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছে।

বৃষ্টির শব্দে ছেলেটার কথা বোঝা যাচ্ছে না। তবে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।

'কি ব্যাপার?' রীমার প্রশ্ন।

'কে?' রবি আর কিংকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে মাঝখানে এসে ঢুকল সুজি।

জবাব না দিয়ে দরজার দিকে ছুটল কিং আর রবি। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এল। সাংঘাতিক নামা নেমেছে। ঘন ঘন বিদ্যুতের চমক, সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে বজ্রপাতের শব্দ। পানি জমে থাকা গর্তে পা পড়ল রবির। ঝপ করে ঠাণ্ডা পানি ছিটকে উঠে এসে লাগল চোখে-মুখে।

চিৎকার করে হাত তুলে কি যেন দেখাচ্ছে ছেলেটা। একটা কথাও বুঝতে পারল না রবি। ঝড়-বৃষ্টির প্রচণ্ড গর্জন। ভাল ঝড় হচ্ছে।

আগে আগে ছুটছে কিং। রবির কয়েক কদম আগে। পানির মধ্যে ঝপঝপ শব্দ তুলছে জুতো। গলা লম্বা করে গেটের বাইরে ছেলেটার মুখ দেখার চেষ্টা করছে রবি। মাথা থেকে কপাল বেয়ে চোখে পড়ছে পানি।

ভিজে গোসল করে ফেলেছে ছেলেটা। ভীষণ উত্তেজিত মনে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

হচ্ছে।

'কি হলো তোমার?' জিজ্ঞেস করল রবি।

চিৎকার করে রবির পেছনে কি যেন দেখাল ছেলেটা।

গেটের কাছে পৌঁছে গেছে রবি, এই সময় চিৎকার করে বলল ছেলেটা, 'একটা ছেলে! সুইমিং পুলে একটা ছেলে ভাসছে! ডুবে মরেছে!'

'কি বলছ?' প্রথমে তেমন প্রতিক্রিয়া হলো না রবির। হাঁ করে তাকিয়ে আছে গেটে দাঁড়ানো ছেলেটার দিকে।

'ছেলে! বুঝতে পারছ না!' চিৎকার করে বলল ছেলেটা। 'সুইমিং পুলে একটা ছেলে পড়ে মরেছে!'

অবশেষে যেন প্রাণ ফিরে পেল রবি। চোখ থেকে পানি মুছে ফেলার চেষ্টা করল।

'ছেলে পড়েছে! ছেলে পড়েছে! সুইমিং পুলে ছেলে পড়ে মরেছে!' বিকৃত স্বরে চিৎকার করেই চলেছে গেটে দাঁড়ানো ছেলেটা।

ফিরে তাকাল রবি। কপালে হাত রেখে বৃষ্টি বাঁচিয়ে দেখার চেষ্টা করল। শেষে দৌড় দিল পুলের দিকে।

দুপদাপ করছে হৃৎপিণ্ডটা। জোরে ছুটতে গিয়ে পিছলে পড়তে পড়তে সামলে নিল কয়েকবার। পেছনে অস্পষ্ট হয়ে আসছে ছেলেটার চিৎকার। মুষলধারে পড়তে থাকা বৃষ্টির জন্যে শোনা যাচ্ছে না।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পুলের ধারে পৌঁছে গেল সে। হাঁপাচ্ছে। অবাক হয়ে ভাবছে, কে? কোন্ ছেলেটা পড়ে মরল? পড়বে কি করে? ক্লাব তো বন্ধ ছিল।

পুলের দিকে তাকাল সে।

চোখ মিটমিট করে চোখের পাতা থেকে পানি সরিয়ে



ভালমত তাকাল। পুলের সামনে পেছনে এদিক ওদিক সমস্ত জায়গায় খুঁজল।

কাউকে দেখতে পেল না। কেউ নেই পুলে।

## তিন

বিব্রত হলো জোসেফ।

মরমে মরে গেল যেন।

এ কি হলো? নতুন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই এমন একটা কাণ্ড! লাইফগার্ডদের সঙ্গে! কি ভাববে ওরা!

ভেজা চুপচুপে শরীর। ঠাণ্ডায় কাঁটা দিল গা।

রবি আর কিং ওকে কমন রুমে নিয়ে এল। ঠিকমত দম নিতে পারছে না সে। চিৎকার করে করে গলার ভেতরটা চিরে গেছে। খসখসে লাগছে।

উধাও হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে ওর। গলে গিয়ে বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে।

গায়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে শার্ট। জুতো ভর্তি পানি।

ব্যাগটা নামিয়ে রাখতে গিয়ে ফসকে গেল। থ্যাপ করে পড়ল ওটা মেঝেতে।

ছেলেদের মত লম্বা চুলওয়ালা ঢেঙা একটা ছেলে হাত বাড়িয়ে পরিচয় দিল, তার নাম জেরাল্ড হেলম গ্রেজব্রুক। তোয়ালে আনতে দৌড় দিল।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

কিন্তু জোসেফ তো তোয়ালে চায় না। একটা গর্ত চায়, গভীর গর্ত, যাতে ঢুকে লজ্জা লুকাতে পারে। চিরকালের জন্যে।

'কি হয়েছিল?'

'চিৎকার করেছো কেন?'

'আটকা পড়েছিলে নাকি?'

'কি দেখেছ?'

'এখানে কেন এসেছ?'

'কেউ তোমাকে মারতে এসেছিল?'

প্রশ্নের পর প্রশ্ন যেন তীরের মত এসে আঘাত করতে লাগল তাকে। সবাই উদ্বিগ্ন। আন্তরিক।

বুঝতে পারছে সে। জবাব দিল না। বার বার কেঁপে উঠছে। জবাব দেয়ার অবস্থাই নেই।

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের ওপরের পানি মুছে ফেলল। কিন্তু লাভ নেই। মোছার সঙ্গে সঙ্গে চুল থেকে কপাল বেয়ে নেমে আসছে আবার।

'একটা কিছু এনে দাও ওকে,' বলল একজন। 'গরম দুধটুধ, চা বা কফি। মরবে তো।'

'না না, আমি ঠিকই আছি,' কোনমতে কথাটা বলে ফেলল জোসেফ।

বড় একটা তোয়ালে নিয়ে ঘরে ঢুকল জেরি। কাঁধে জড়িয়ে দিল জোসেফের। তোয়ালের একটা প্রান্ত দিয়ে মাথা ঘষে পানি মুছতে শুরু করল জোসেফ।

বুকের মধ্যে এখনও ঘোড়ার মত দৌড়াচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। তবে সে নিজে সহজ হয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

রবি চলে গিয়েছিল। ফিরে এল পোশাক পাল্টে। ভেজা কাপড় খুলে রেখে এসেছে।



'কি নাম তোমার?' জিজ্ঞেস করল রবি।

'জোসেফ,' জবাব দিল সে। 'জোসেফ উইনার।'

বাকি সবার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল রবি। একবারেই সবার চেহারা মনে গেঁথে নিয়ে নাম মনে রাখা কঠিন। হয়ে যাবে, ভাবল সে। তবে হ্যাঁ, জেরির নামটা ভুলবে না আর। ঢেঙা ছেলেটা, যে ওকে তোয়ালে এনে দিয়েছে। কালো চকচকে চুলওয়ালা মেয়েটাকেও চিনে ফেলেছে, ওর নাম সুজি। আর, সোনালি চুলওয়ালা মাথায় লাল রুমাল বাঁধা হিরো-টাইপের ছেলেটার নাম···কি যেন?···হ্যাঁ, গেরি মারকাস–তার নামও ভুলবে না।

সবাই ঘিরে দাঁড়িয়েছে জোসেফকে। যেন সে একটা বিকলাঙ্গ, কিংবা মিউজিয়ামে নিয়ে রাখার মত উদ্ভট কিছু।

'পুলের মধ্যে একটা ছেলে···' রবিকে বোঝাতে গেল সে। কিন্তু থেমে গেল। কি করে বোঝাবে?

মাথা নেড়ে রবি বলল, 'পুলে কি দেখেছ তুমি, কে জানে। আমি তো কয়েকটা পাতা ছাড়া আর কিছু দেখলাম না।'

ঢোক গিলল জোসেফ।

ছেলেটাকে ও স্পষ্ট দেখেছে। নীল শার্ট পরা। মড়ার মত ফ্যাকাশে চামড়া। হাত দুটো শরীরের দুই পাশে পানিতে ভাসছিল।

'আ-আ-আমি···' তোতলানো শুরু করল জোসেফ। কান গরম হয়ে যাচ্ছে। 'কি জানি, বৃষ্টির জন্যে ভুলই হয়তো দেখেছি! ছায়াটায়া কিছু। গাধা মনে হচ্ছে এখন নিজেকে।'

'থাক থাক, আমরা কিছু মনে করিনি,' তাড়াতাড়ি বলল রবি। হাসল। হাসিটা সুন্দর। মুখে তিল, লালচুলো ছেলেদের মুখের দিকে তাকাতে পারে না জোসেফ, কিন্তু এই ছেলেটাকে অপছন্দ

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

করল না। হেসে পরিস্থিতিটা সহজ করার চেষ্টা করল, 'গোসল করা দরকার আমার।'

'রসিকতা করছ নাকি?' হেসে বলল কিং।

ভালমত মুখ-মাথা মুছে নিল জোসেফ। বাহু মুছতে শুরু করল। একপ্রান্তের আর্মচেয়ারটায় গিয়ে বসল জেরি। জোসেফের দিকে তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। শীতল কালো চোখ, কেমন কঠিন একটা ভঙ্গি মুখে।

'সত্যি কি তুমি পুলে কিছু দেখেছিলে?' ফ্যাঁসফ্যাঁসে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল একটা মেয়ে। ঝাঁকি দিয়ে চুল নেড়ে আনমনে বিড়বিড় করল, 'কি সাংঘাতিক!'

'গেটে কি করছিলে তুমি?' গেরি জিজ্ঞেস করল। 'ক্লাব তো খুলবে কালকে।'

'সাঁতার কাটার জন্যে অস্থির হয়ে গেছে আরকি,' রসিকতা করল কিং। 'আগেভাগেই চলে এসেছে, ভিড় জমে যাবার আগেই একটু একা একা সাঁতরে নিতে চায়।'

কেউ হাসল না।

'আমি একজন লাইফগার্ড,' জানাল জোসেফ। ভেজা ডাফেল ব্যাগটার দিকে তাকাল। 'লাইফগার্ডের মত আচরণ করিনি আমি, তবে সত্যি আমি লাইফগার্ড।'

'লাইফগার্ড?' হেসে রসিকতা করল জলদস্যু গেরি মারকাস। 'কিন্তু লাইফগার্ডদের তো শরীর ভেজে না। কিসের লাইফগার্ড তুমি?'

'এ বছর আর ক'জন লাইফগার্ড আসবে?' জোসেফ শুনতে পেল, সোনালি-চুল ছেলেটা ফিসফিস করছে সুজির সঙ্গে।

অবাক মনে হলো রবিকে। দেয়াল ঘেঁষে রাখা ডেস্কের কাছে গিয়ে ফাইল ঘাঁটতে লাগল।



'এই যে, লিস্ট পেয়েছি,' একপাতা কাগজ টেনে বের করল সে। ঘুরে দাঁড়িয়ে জোসেফের দিকে তাকিয়ে হাসল। কিন্তু নামগুলোতে চোখ বোলাতে বোলাতে হাসিটা মুছে গেল তার। 'কি যেন নাম বললে তোমার? জোসেফ?'

'জোসেফ উইনার।' অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল, গায়ের পানি ঝরে পানি জমে গেছে পায়ের কাছে। ঘরে গিয়ে পোশাক বদলে আসা দরকার। গায়ের কাপড় থেকে টপটপ ফোঁটা ঝরছে এখনও।

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করছে রবি। হাতটা তুলে দেখিয়ে বলল, 'লিস্টে ওই নামে কেউ নেই। জোসেফ উইনার নেই।'

'বলো কি!' বিস্ময় চাপা দিতে পারল না জোসেফ। চেপে ধরল তোয়ালেটা। চোখ ঘুরিয়ে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'নাহ্, দিনটাই আজ কুফা আমার। যা বলছি, তাতেই গোলমাল!'

'ভুল জায়গায় চলে এসেছ হয়তো,' ঘরের অন্যমাথা থেকে বলল জেরি, 'অন্য কোন ক্লাবে চাকরি হয়েছে তোমার।' রবির দিকে তাকাল। 'নাকি কারও বদলী দেয়া হয়েছে ওকে?'

মাথা নাড়ল রবি, 'না, বদলী-টদলী নয়।'

জোসেফের মনে হলো পেটের মধ্যে খামচি দিয়ে ধরেছে কেউ। 'শিওর, লিখতে ভুল করেছে,' কণ্ঠস্বর শান্ত রাখার চেষ্টা করল সে। 'লিস্টে অবশ্যই আমার নাম থাকার কথা। যদি লাইফগার্ডই না হব আমাকে কার্ড পাঠিয়েছে কেন?'

জিনসের পকেট থেকে কার্ডটা টেনে বের করল সে। পানি লেগে আছে। গড়িয়ে পড়ল একটা ফোঁটা।

এগিয়ে এসে কার্ডটা হাতে নিল রবি। চোখের পাতা সরু করে ভালমত দেখার চেষ্টা করল।

'জোসেফ, সত্যি বলছ, এ কার্ডটা তোমাকে পাঠানো হয়েছে?'

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

মাথা ঝাঁকাল জোসেফ, 'হ্যাঁ।'

ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল সে। সমস্ত লাইফগার্ডেরা চুপ, তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ওদের চোখে সন্দেহ।

কার্ডটা আরেকবার দেখলো রবি। তাকাল আবার জোসেফের দিকে।

'কি-কি-কি হলো!' তোতলাতে লাগল আবার জোসেফ। 'অমন করে তাকাচ্ছ কেন?'

'জোসেফ,' নরম স্বরে বলল রবি, 'এ কার্ডটা পুরানো। গত বছরের।'

## চার

'ঘটনাটা কি? সব উল্টোপাল্টা!' চিৎকার করে উঠল জেরি। জোসেফের জন্যে রীতিমত দুঃখ হচ্ছে তার।

একগাদা পানির মধ্যে বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জোসেফ। কেমন অসহায় ভঙ্গি। মায়াই লাগল জেরির।

দ্বিধাগ্রস্ত জোসেফ। লিস্টে নাম নেই তার। কার্ডটাও এক বছরের পুরানো। ভুল করে নিশ্চয় পুরানো কার্ড পাঠানো হয়েছে ওকে।

সবাই এমন করে তাকিয়ে আছে জোসেফের দিকে, যেন সে মঙ্গলগ্রহ থেকে নেমে এসেছে। খারাপ লাগাটা ওর স্বাভাবিক। এমনকি রবিও কিছু করছে না যাতে ও একটু সান্ত্বনা পায়।



অবশেষে জেরিই উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে এসে জোসেফের হাত ধরে টান দিল, 'এসো আমার সঙ্গে। আমার ঘরে। ভেজা কাপড়গুলো আগে বদলাও। তারপর কথা।'

কৃতজ্ঞ হয়ে গেল জোসেফ। ভেজা ব্যাগটা নিতে ওকে সাহায্য করল জেরি। হলের দিকে এগোল, যেখান থেকে জেরির ঘরে যাওয়া যায়।

দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল জোসেফ। জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের কেউ কি গত বছর এসেছিলে এখানে?' তীক্ষ্ণ, উঁচু কণ্ঠস্বর। সাংঘাতিক নার্ভাস হয়ে আছে সে। 'সবাই নতুন?'

'সবাই নতুন,' রবি জানাল। লিস্টটা এখনও হাতেই ধরা ওর।

'মহাকাশ থেকে মাটির পৃথিবীতে নতুন নেমে এল আজ জোসেফ,' রসিকতা করল গেরি।

হেসে উঠল সবাই।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ওদের দিকে তাকিয়ে জোসেফ বলল, 'গত বছর আমি এসেছিলাম এখানে। ভাবলাম, কারও মনে থাকলেও থাকতে পারে...'

মাথার লাল রুমালের কোণ ধরে টান দিল গেরি। এগিয়ে এল জোসেফের দিকে। 'গত বছর আমি এসেছিলাম গ্রীষ্মের শেষে। গেস্ট হিসেবে।'

'কে তোমাকে ঢুকতে দিল?' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল কিং।

ওর দিকে তাকালও না গেরি। জোসেফকে বলল, 'কিন্তু তোমাকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'আশ্চর্য!' অবাক হয়ে গেরির দিকে তাকিয়ে আছে জোসেফ। 'তোমার কথাও আমি মনে করতে পারছি না। অথচ ডিউটি তো দিয়েছি ঠিকমতই।'

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

মাথা নাড়তে লাগল সে। পানির ফোঁটা ঝরে পড়ল।

'যাকগে, ব্র্যান্ডনের সঙ্গে দেখা হলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।' লিস্টটা আবার ফোল্ডার ফাইলে রেখে দিল রবি। 'টাইপ করার সময়ই নিশ্চয় ভুলটা করেছে।'

লিওনার্ড ব্র্যান্ডন এই ক্লাবের অ্যাথলেটিক ডিরেক্টর। প্রাণশক্তিতে ভরপুর যুবক। এই ক্লাবে লাইফগার্ডের চাকরির ইন্টারভিউ সে-ই নিয়েছে। অতিরিক্ত ব্যস্ত মানুষ। নানা কাজ। হাজারটা ঝামেলা। এত কাজ একসঙ্গে করতে গেলে একআধটা ভুল হয়েই যেতে পারে।

'কেঁপেই তো মরে যাবে,' জেরি বলল। 'এসো আমার সঙ্গে।'

সরু হলের ভেতর দিয়ে জোসেফকে নিয়ে চলল সে।

কথা বলছে না জোসেফ। চিন্তা করছে কিছু।

কথা বলার জন্যে চাপাচাপি করল না জেরি। জোসেফকে নিজের ঘরে নিয়ে এল।

'নাও, বদলে ফেলো কাপড়গুলো।'

কয়েক টানে গায়ের ভেজা কাপড়গুলো খুলে ফেলে দিয়ে শুকনো জিনস আর গেঞ্জি পরে নিল জোসেফ। তারপর চোখ বোলাল ঘরটায়। দুটো সিঙ্গল বেড, দুটো ছোট ড্রেসার, দুই ধারের দেয়াল ঘেঁষে একটা করে বুকশেলফ, একটা ছোট আর্মচেয়ার আর দুটো ছোট ছোট টেবিল।

জোসেফ যখন কাপড় বদলাচ্ছে, ক্রুটের খাঁচার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে জেরি। ক্রুট হলো ওর পোষা সাদা ইঁদুর। বেড়ানোর সময় ওকে সাধারণত সঙ্গে নেয় না জেরি। এতটা ভালবাসা নেই। কিন্তু এ গ্রীষ্মে বাড়ি খালি, কেউ নেই, বাবা-মা দুজনেই বেড়াতে চলে গেছেন। খাওয়াবে কে? বাড়িতে একা ফেলে আসতে পারেনি তাই ইঁদুরটাকে।



ক্রুটের ছোট্ট কাপে কয়েকটা দানা ফেলে দিল জেরি। তারপর জোসেফের দিকে ঘুরল। 'হলো তোমার? ভাল লাগছে না এখন একটু?'

'লাগছে,' ঠোঁট কামড়ে ধরল জোসেফ, 'কিন্তু মাথায় ঢুকছে না আমার কিছু। সত্যি সত্যি পুলের মধ্যে একটা ছেলেকে ভাসতে দেখলাম।' কল্পনায় ভেসে উঠল আবার ছেলেটা।

'আলোর কারসাজি হতে পারে,' জেরি বলল। 'আলো-আঁধারির মধ্যে এমনিতেই হাজার রকম ছায়া দেখা যায়, তার ওপর হয়েছে ঝড়। হয়তো কোন কিছুর ছায়া পড়েছিল পানিতে...'

'আমার কার্ডটাই বা এক বছরের পুরানো কেন?' বাধা দিয়ে বলল জোসেফ। জেরির কথা কানে গেছে বলে মনে হলো না। নিজের চিন্তায় ডুবে আছে।

ভেজা কাপড় বদলানোর সময় আই-ডি কার্ডটা বের করে ড্রেসারের ওপর রেখেছিল। তুলে নিয়ে পকেটে ভরল।

'আর আমার নামই বা লিস্টে নেই কেন? আমাকে চাকরিতে নেয়া হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর কার্ড পুরানো হওয়াটাও আমার ভুল নয়।'

'মিস্টার ব্র্যান্ডন এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে,' সান্ত্বনার সুরে বলল জেরি।

কমন রুম থেকে উচ্চকিত হাসির শব্দ ভেসে এল। কোন ধরনের জন্তুর ডাক ডেকে উঠেছে গেরি, তাতেই এই হাসির হুল্লোড়।

হাসি থামলে সুজির গলা শোনা গেল। জোসেফকে নিয়ে কি যেন একটা মন্তব্য করল। আবার হেসে উঠল সবাই।

চট করে জোসেফের দিকে তাকাল জেরি। জোসেফ শুনল কিনা দেখল।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

কিন্তু বোঝা গেল না কিছু। নিজের চিন্তায় ডুবে আছে জোসেফ।

'চলো,' জোসেফকে ডাকল সে, 'জিনিসপত্রগুলো এখানেই থাক।'

মাথা ঝাঁকাল জোসেফ। দুজনে ফিরে এল আবার কমনরুমে।

ওদের দেখে হাসি বন্ধ হয়ে গেল সবার।

দেয়ালের কাছের একটা আর্মচেয়ারে বসে পড়ল জেরি।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে চারপাশে চোখ বোলাল জোসেফ। আস্তে করে বসল ডেস্কের পাশে রাখা একটা ফোল্ডিং চেয়ারে।

'বাহ্, অনেক সুস্থ লাগছে তোমাকে,' ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল রবি।

'থ্যাংকস,' অস্বস্তি যাচ্ছে না জোসেফের। 'ভাল কিনা জানি না, তবে শুকনো লাগছে।' জেরির দিকে তাকাল সে, 'ধন্যবাদটা এ জন্যে জেরির প্রাপ্য।'

বিকট শব্দে বাজ পড়ল। ঝনঝন করে উঠল জানালার কাঁচ। জানালার দিকে তাকাল জেরি। বাইরে রাতের মত অন্ধকার। পানির চাদর সৃষ্টি করে কাঁচ বেয়ে নামছে বৃষ্টির পানি।

'সাঁতার কাটতে গেলে কেমন হয়?' রসিকতা করল কিং।

'তোমার ইচ্ছে হলে তুমি যাও,' গেরি বলল।

'সত্যি যাব কিন্তু বলে দিলাম।'

জেরির মনে হলো, কিং-এর কোন ধরনের সমস্যা আছে, আধপাগল। নইলে এ ভাবে বাহাদুরি দেখিয়ে কিংবা পচা রসিকতা করে কি প্রমাণ করতে চায় সে?

চুপচাপ হয়ে গেল ঘরটা হঠাৎ। সবাই যেন কথা হারিয়ে ফেলেছে। সবাই এখানে নতুন, পূর্ব-পরিচয় নেই কারও সঙ্গে কারও।



ঘরের একধারে গালে হাত দিয়ে বসে আছে জোসেফ।

চেয়ারে বসে থেকেই সামনে ঝুঁকল জেরি। বলার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'জোসেফ, পুলের মধ্যে কাকে দেখেছ, বুঝতে পেরেছি।'

ভারী নীরবতা খান খান করে দিল জেরির কণ্ঠ।

সব কটা চোখ ঘুরে গেল ওর দিকে।

অবাক হয়ে ওর দিকে মুখ তুলল জোসেফ, 'কাকে?'

'ওই মরা ছেলেগুলোর একজনকে দেখেছ।'

## পাঁচ

জেরির কথা শেষ হতে না হতে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল আবার। কেঁপে উঠল ঘরটা। দপ করে আলো নিভে গেল। ছেলেকণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল।

কিং আর গেরির হাসি শোনা গেল। ভূতুড়ে শব্দ করতে শুরু করল কিং। নাকি গলায় কথা বলে উঠল।

জানালা দিয়ে ধূসর আলো আসছে। আকাশ চিরে দিল বিদ্যুতের শিখা। জানালার কাঁচ ঢেকে রেখেছে বৃষ্টির পানি। পুরো পরিবেশটাই অবাস্তব লাগছে।

কয়েক সেকেন্ড পরেই দু'একবার মিটমিট করে আবার জ্বলে উঠল আলো। হুল্লোড় করে উঠল সবাই।

গেরি সরে গেছে রীমার কাছাকাছি। ওর এ সব কাণ্ড ভাল

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

লাগল না জোসেফের।

ওদের দিকে বার বার তাকাচ্ছে সুজি। গেরির ওপর বোধহয় নজর পড়েছে তার। দেখে হিংসা হচ্ছে রবির। রীমা, সুজি, দুজনেই গেরির দিকে ঝুঁকেছে–ওর দিকে তাকাচ্ছে না একজনও।

পেটের ওপর দুই হাত রেখে শক্ত হয়ে বসে আছে জোসেফ। উত্তেজিত মনে হচ্ছে ওকে। সেটা লক্ষ করল রবি। অবাক লাগল তার। কখনও কি উত্তেজনা ছাড়া থাকে না ছেলেটা? শান্ত থাকে না ওর স্নায়ু? ব্যাপারটা কি ওর? অসুস্থ নাকি? নাকি লাইফগার্ড লিস্টে নাম নেই দেখে মাথা গরম হয়ে গেছে?

কারও কাছে টর্চ আছে নাকি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল রবি, কারণ আবার আলো চলে যেতে পারে। হয়তো পুরোপুরিই যাবে তখন, আর আসবে না। তার আগেই গণ্ডগোলটা কোনখানে দেখে সেরে রাখতে পারলে কাজ হয়।

কিন্তু বাধা দিল জোসেফ। জেরিকে জিজ্ঞেস করল, 'কার কথা বলছ তুমি? কোন্ মরা ছেলে?'

'হ্যাঁ,' জেরির দিকে তাকিয়ে জোসেফের সঙ্গে সুর মেলাল গেরি, 'কাদের কথা বলছ?'

জেরির দিকে ঘুরে গেল সবাই। এই যেন প্রথম ভালমত লক্ষ করল ওকে রবি। ঢোলা প্যান্ট আর শার্ট পরেছে সে। এমনিতে বেশ সহজ সরলই মনে হয়। কিন্তু তারপরেও কি যেন একটা রয়েছে ওর মধ্যে। শীতল, আন্তরিকতাহীন।

'অভিশপ্ত এই ক্লাব,' বলতে গিয়ে কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেলল জেরি। সরু করে ফেলল চোখের পাতা। 'দুর্ভাগ্যই কেবল মানুষকে টেনে নিয়ে আসে এখানে।'

ওর দিক থেকে আর চোখ সরাচ্ছে না এখন কেউ।

'কি বলতে চাও তুমি?' জিজ্ঞেস করল রবি। হেড গার্ড



হিসেবে সবার ভালমন্দ দেখার দায়িত্ব এখন ওর ওপর। যে ভাবে কথা বলছে জেরি, পছন্দ হচ্ছে না ওর।

নতুন এসেছে সবাই। ভালমত পরিচয়ই হয়নি এখনও কারও সঙ্গে কারোর। ক্লাব খোলার আগেই সদস্যদের মনের মধ্যে একটা বিশ্রী সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়াটা উচিত হচ্ছে না জেরির–রবির অন্তত এ কথাই মনে হচ্ছে।

'প্রতি বছরই গরমকালে এখানে মানুষ মারা যায়,' ঝমঝম ঝরতে থাকা বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে জেরির নিচু গলার কথা বোঝা যায় কি যায় না, 'রহস্যময় মৃত্যু। গত দু'বছর ধরে সুইমিং পুলে ডুবে মানুষ মারা যাচ্ছে।'

'তাই? দু'বছর ধরে একজন মানুষই মারা যাচ্ছে, তাই না?' চেঁচিয়ে উঠল কিং, 'এক কুমিরের ছানা বার বার দেখানো।'

মজা পেল না কেউ। কিং-এর কোন রসিকতাতেই কেউ মজা পায় না। তবে হেসে উঠল সবাই। দুর্বল, অস্বস্তিভরা হাসি।

কেবল জেরি হাসল না। পা তুলে নিল চেয়ারে। উত্তেজনায় চকচক করছে তার কালো চোখ। 'আমি সত্যি বলছি।'

'কি হয়েছিল?' নীরবতার মধ্যে শোনা গেল সুজির গলা। 'কে মারা গিয়েছিল?'

'গত বছর, একটা ছেলে,' জেরি বলল। 'পুলে ডুবে মারা যায়। অথচ কাছাকাছিই ডিউটিতে ছিল তিনজন লাইফগার্ড।'

'কি সাংঘাতিক!' সুজি বলল। চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে।

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল রীমা। নিজের স্যান্ডেলের দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ কিছু বলছে না।

'গত বছর একজন লাইফগার্ড মারা গিয়েছিল,' জেরি বলল। 'কল্পনা করতে পারো? লাইফগার্ড! পুলের মধ্যে পানি যেখানে একেবারেই কম, সেখানে ডুবে মারা গেল।'

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

আবার বিদ্যুতের চমক, আবার বজ্রপাত।

সবাই চমকে গেল। এমনকি লাইফগার্ডদের হেড রবিও। সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল সে। সবাই গম্ভীর। ভালমত কায়দা করে ফেলেছে ওদেরকে জেরি। জোসেফ একেবারে চুপ।

'সেই ডুবে মরা ছেলেটাই আছর করে আছে এই ক্যাম্পের ওপর,' জেরি বলল। 'ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটাচ্ছে।'

কেউ কিছু বলছে না। ভারী হয়ে উঠেছে নীরবতা।

অবশেষে চিৎকার করে উঠল রবি, 'জব্বর একখান গপ্প শোনালে।'

হেসে উঠল সবাই, জেরি আর জোসেফ বাদে।

'এটা গল্প নয়,' প্রতিবাদ করল জেরি, 'এটা সত্যি।'

'কিন্তু একজন লাইফগার্ড ডোবে কি করে?' কালো চুলে ঝাঁকি দিয়ে সুজি জিজ্ঞেস করল। 'সাঁতার না জানলে লাইফগার্ড হওয়া যায় না।'

'পানিতে নেমে ঘুমিয়ে পড়েছিল হয়তো,' হেসে বলল কিং।

'সাঁতার জানত না আরকি,' গেরি বলল। 'কেবল রোদে বসে থাকাটাই শিখেছিল।'

আবার হেসে উঠল সবাই।

গম্ভীর পরিবেশ কেটে যাচ্ছে। হাঁপ ছাড়ল রবি। জেরি ওকে ঘাবড়েই দিয়েছিল। সবার মাথায় ভূতের ধারণাটা বদ্ধমূল করে দিয়েছিল আরেকটু হলেই।

তারপর সবার হাসি ছাপিয়ে শোনা গেল জোসেফের কণ্ঠ, 'জেরি, তুমি কি সত্যি সত্যি ভূত বিশ্বাস করো?'

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল জেরি, 'করি। আমি জানি, এই ক্লাবটায় ভূতের আছর আছে। ডুবে মরা ছেলেটার প্রেতাত্মা শান্ত হবে না কোনমতে।'



অনেকেই হাসতে লাগল। জেরির কথা অতি নাটকীয় হয়ে গেছে।

কিন্তু থেমে গেল আবার সবাই, যখন হঠাৎ করে ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল কমনরুমের দরজা।

দরজার দিকে তাকাল রবি।

আবার ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল দরজাটা।

পায়ের শব্দ কানে এল। হলঘরে পা টেনে টেনে হাঁটছে কেউ। ফ্লোরবোর্ডে ঘষা লেগে শব্দ হচ্ছে।

হাঁ হয়ে খুলে গেল দরজাটা।

কেউ নেই ওপাশে।

## ছয়

বিড়বিড় করে কি বলল জোসেফ, বোঝা গেল না।

ঘাড়ের কাছে শিরশির করে উঠল ওর। অন্য সবার মত সে-ও শুনেছে পায়ের শব্দ। দরজা খুলতে দেখেছে। কিন্তু কেউ ঢুকল না এ ঘরে।

বিচিত্র হাসি দেখা গেল জেরির ঠোঁটে। বিজেতার হাসি। ভূতের ব্যাপারে যেন তার কথা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে।

আর কেউ হাসছে না। রবির চোয়াল ঝুলে পড়েছে। স্তব্ধ হয়ে গেছে সব ক'জন। কান পেতে আছে।

আবার পায়ের শব্দ।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

অবশেষে কালো চুলওয়ালা একটা ছেলে ঘরে ঢুকল দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গিতে। ঝাড়া দিয়ে গায়ের উইন্ডব্রেকার থেকে পানি ঝাড়ল। 'সরি,' উইন্ডব্রেকারটা টেনে খুলল সে। 'বাইরের দরজাটা শব্দ করছে,' হাত তুলে হলওয়ের দিকে দেখাল সে। 'আমি ভাবলাম ঠিকমতই লাগিয়েছি। কিন্তু বাতাসে ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল।'

'আর আমরা তো মনে করলাম তুমি ভূত!' রবি বলল।

হেসে উঠল সবাই।

দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো ছেলেটাকে।

জেরির দিকে তাকাল জোসেফ। হতাশ মনে হচ্ছে জেরিকে। নতুন আসা ছেলেটা ভূত নয় বলেই বোধহয়। খিঁচিয়ে রেখেছে চোখ-মুখ।

চারকোণা করে উইন্ডব্রেকারটা ভাঁজ করল ছেলেটা। তারপর ওটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিব্রত বোধ করছে। কোথায় রাখবে যেন বুঝতে পারছে না।

দেখতে ভাল না ছেলেটা। লম্বা কালচে বাদামী চুল পেছন দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘোড়ার লেজের মত করে বেঁধেছে। তাতে রীতিমত কুৎসিত লাগছে চেহারাটা। বড় বড় কালো বিষণ্ন চোখ। গম্ভীর হয়ে আছে।

এ রকমই থাকে বোধহয় সব সময়। হাসেটাসে না বিশেষ। প্রথম দর্শনে সে-রকমই মনে হলো জোসেফের।

'আমার ব্যাগ ফেলে এসেছি হলঘরে,' ছেলেটা বলল। হাতের আঙুল দিয়ে চিরুনি চালাচ্ছে চুলে। চুলের গিটটা টেনেটুনে ঠিক করল। 'সরি, আসতে দেরি করে ফেললাম।' সবার দিকেই তাকাচ্ছে সে, 'আমিই বোধহয় সবার পরে এসেছি?'

'তুমি ডিউক হ্যানসন?' জানতে চাইল রবি।



মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা।

'ও, আমার তো চিন্তা হচ্ছিল তোমার জন্যে,' রবি বলল। 'ভাবলাম ঝড়-তুফানে আটকা পড়ে...'

'না না, রওনা হতেও দেরি করে ফেলেছি,' জবাব দিল ডিউক।

হঠাৎ করেই জোসেফের মনে হলো, ডিউককে চেনা চেনা লাগছে। যাক, শেষ পর্যন্ত অপরিচিতের ভিড়ে চেনা মুখ একজন পাওয়া গেল।

বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল তার। হ্যাঁ, তাই তো! ওকে চেনে সে।

এতটাই উত্তেজিত হয়ে গেল, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল জোসেফ, 'হাই, আমাকে চিনতে পারছ?' চিৎকার করে উঠল সে। কয়েক পা এগিয়ে ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল।

চোখের পাতা সরু করে ওর দিকে তাকাল ডিউক। তারপর হাঁ হয়ে গেল চোয়াল। 'আরে, তুমি!'

'চিনতে তাহলে পারছ? আমি জোসেফ উইনার,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল জোসেফ।

অনেকক্ষণ ধরে তার দিকে তাকিয়ে রইল ডিউক। চোখের পাতা মিটমিট করল। ওর মগজে কি চলছে দেখতে পাচ্ছে যেন জোসেফ।

'জোসেফ?' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলল ডিউক, 'তুমি জোসেফ?'

মাথা ঝাঁকাল জোসেফ। আশা নিয়ে হাসিমুখে তাকাল ওর দিকে।

অবশেষে অনিশ্চয়তা দূর হয়ে গেল ডিউকের চেহারা থেকে। সে-ও হাসল। 'হাই, জোসেফ!' চিৎকার করে বলল সে, 'চিনতেই পারিনি তোমাকে। তারপর? কেমন চলছে? আরেকটা ছুটি কাটাতে এলে বুঝি?'

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

'হ্যাঁ। না এসে আর থাকতে পারলাম না,' জবাব দিল জোসেফ। খুশি লাগছে ওর। একজন অন্তত ওকে চিনতে পেরেছে।

রবির দিকে তাকাল জোসেফ। রবিও হাসছে।

'তো, কেমন বুঝছ?' কথার কথা জিজ্ঞেস করল জোসেফ।

কাঁধ ঝাঁকাল ডিউক। 'তুফান একখান হচ্ছে বটে, তাই না?' অপ্রাসঙ্গিক কথা।

'হ্যাঁ।' জবাব দিল জোসেফ।

ডিউকের কাছে এসে দাঁড়াল রবি। পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল অন্য লাইফগার্ডদের সঙ্গে। প্রতিটি নাম শুনে শুনে বিড়বিড় করে আওড়াল ডিউক, যেন মুখস্থ করে নিচ্ছে।

হলুদ বর্ষাতি পরা একজন লোক এসে ঢুকল ঘরে।

'ও, ব্র্যান্ডন, এসে গেছেন,' রবি বলল।

এই লোকই অ্যাথলেটিক ডিরেক্টর লিওনার্ড ব্র্যান্ডন, অনুমান করতে অসুবিধে হলো না জোসেফের। বয়েসে তরুণ। বেঁটেই বলা চলে। গাট্টাগোট্টা। দুই গাল আপেলের মত লাল। কুতকুতে, মার্বেলের মত গোল গোল নীল রঙের চোখ। খাটো করে ছাঁটা হালকা বাদামী চুল।

হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল সে। খুব দ্রুত হেঁটে। ঝাড়া দিয়ে হলুদ বর্ষাতি থেকে পানি ফেলল।

হাসি পেল জোসেফের। ব্র্যান্ডনকে রীতিমত একটা হাঁসের মত লাগল তার।

'এই যে, লোকেরা,' হাঁক ছাড়ল সে, 'কেমন আছো? কাটছে কেমন?' স্বাগত জানাল সে। জেরির দিকে তাকিয়ে হাসল। 'সবাইকেই জিজ্ঞেস করছি। খুশি তো তোমরা? শুকনোই আছো?' দ্রুত যেমন হাঁটে, কথাও বলে দ্রুত। কথা বলার সময় দম ফেলে



না। কিংবা অন্য কাউকে বলার সুযোগ দেয় না।

'এ বছর আমাকে সাহায্য করতে হবে তোমাদের,' ডেস্কের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল তার হলুদ বর্ষাতিটা। 'তোমরা হয়তো জানো না, এটা আমার পয়লা বছর।'

সবাই ঘিরে এল ব্র্যান্ডনকে। একসঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু জোসেফ গেল না তার কাছে। বরং জানালার কাছে সরে এল।

জোসেফ ভাবল, কই, এর সঙ্গে আগে তো কখনও দেখা হয়নি আমার। তাহলে তার ইন্টারভিউ নিল কে? কার্ড পাঠাল কে?

'এই, শোনো,' কলরব করতে থাকা ছেলেমেয়েদের দিকে দুই হাত তুলল ব্র্যান্ডন, থামতে ইশারা করল। 'প্রত্যেককেই শিফট মেনে কাজ করতে হবে। রবি বলেছে এটা তোমাদের? থাকার ঘর দেখিয়েছে? একেক কামরায় দুজন করে থাকতে হবে। না, ছেলে আর মেয়ে একসঙ্গে থাকা চলবে না। ছেলেরা আলাদা, মেয়েরা আলাদা।'

হেসে উঠল কেউ কেউ।

'কিং, তোমার রুমমেট কে?' চাঁপাকলার মত মোটা একটা আঙুল তুলল তার দিকে ব্র্যান্ডন।

'ওর মা। দুদু খায় তো এখনও,' চেঁচিয়ে উঠল গেরি। 'মাকে সঙ্গে না নিয়ে ঘুমাতে পারে না।'

আবার হাসাহাসি। মুখ লাল হয়ে গেল কিং-এর। আলতো ধাক্কা মারল গেরির বুকে।

'ডিউক থাকবে কিং-এর ঘরে,' ঘোষণা করল রবি। ডিউকের দিকে ওর চোখ। 'দুঃসংবাদটা শোনানোর সুযোগ পাইনি এতক্ষণ।'

'হাহ-হাহ্!' জোরে জোরে হাসল কিং। 'দারুণ একটা মজার

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

কথা শোনালে হে।'

'আর তুমি থাকছ নিশ্চয় গেরির সঙ্গে?' রবিকে জিজ্ঞেস করল ব্র্যান্ডন। ডেস্ক ড্রয়ার থেকে একটা ক্লিপবোর্ড তুলে নিল।

'তাতে আমার আপত্তি নেই,' জবাব দিল রবি। 'সুজি আর রীমা থাকুক বড় ঘরটাতে।'

'হ্যাঁ, সে-ই ভাল,' মেয়েদের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল ব্র্যান্ডন। 'সুইটস ফর দা সুইটস। হাহ্ হা!'

গুঙিয়ে উঠল কেউ কেউ। ব্র্যান্ডনের রসিকতাও পছন্দ হয়নি।

'তারপর আছে জেরি আর...' থেমে গেল রবি। হঠাৎ করেই যেন মনে পড়েছে জোসেফের কথা। ব্র্যান্ডনের ক্লিপবোর্ডটার দিকে হাত বাড়াল, 'দেখি তো? একটু গণ্ডগোল হয়ে গেছে।' জোসেফের দিকে তাকাল।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে এখনও জোসেফ। বিদ্যুৎ চমকানো, বাজ পড়া বন্ধ হয়েছে। বৃষ্টিও কমে এসেছে। এখন অনেক পাতলা। ঝিরঝির করে পড়ছে।

ব্র্যান্ডনকে ওর নাম নিতে শুনল জোসেফ। বার বার চোখ তুলে তাকাতে লাগল দুজনে ওর দিকে। ক্লিপবোর্ডের দিকে তাকাল।

অবশেষে দ্রুতপায়ে ওর দিকে এগিয়ে এল ব্র্যান্ডন। হাসিমুখে, নীল চোখে ওকে দেখতে দেখতে বলল, 'জোসেফ? হাই! আমি লিওনার্ড।'

হাত মেলাল দুজনে। ব্র্যান্ডনের বৃষ্টিতে ভেজা হাতটা এখনও ভেজাই রয়েছে। 'কোনভাবে লিস্ট থেকে বাদ পড়ে গেছে তোমার নামটা।' বোর্ডটা চোখের সামনে এনে আবার দেখতে শুরু করল। 'কবে তোমার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার? শীতের শেষে? বসন্তে?'

'আমার ঠিক মনে পড়ছে না,' জোসেফ বলল।



'আমারও না,' মোটা আঙুল দিয়ে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মত চ্যাপ্টা মাথাটা চুলকাল ব্র্যান্ডন। 'কিন্তু ইন্টারভিউ তো নিশ্চয় নিয়েছি। ইন্টারভিউ ছাড়া কাউকে বহাল করিনি আমি। তোমার ফাইলটা চেক করলেই জানা যাবে কবে কোথায় তোমার ইন্টারভিউ নিয়েছি।'

'আই-ডি কার্ড আছে আমার...' কথাটা শেষ করল না জোসেফ। কি বলবে বুঝতে পারছে না। কবে ওর সঙ্গে কথা বলেছে, মনে করতে পারছে না কেন? 'গত গ্রীষ্মে এখানে লাইফগার্ডের কাজ করে গেছি আমি। আর...'

হাসিটা লেগে আছে ব্র্যান্ডনের ঠোঁটে। 'আর কি?'

অস্বস্তি বোধ করছে জোসেফ। ব্র্যান্ডনের কাঁধের ওপর দিয়ে ডিউকের দিকে চোখ পড়ল। ওর ওপর স্থির হয়ে আছে ডিউকের কালো চোখের দৃষ্টি। কিন্তু ওর কাছ থেকে কোন সহযোগিতা পেল না জোসেফ।

'একসঙ্গে হাজারটা কাজ করতে হয় আমাকে। অনেক সময় ভুলও করে ফেলি,' ব্র্যান্ডন বলল। আবার ক্লিপবোর্ডের দিকে তাকাল সে। 'সরি, জোসেফ, তোমাকে জায়গা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।'

ঢোক গিলল জোসেফ। পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল অদ্ভুতভাবে। 'কি বলছেন! এ সময়ে আমি...কোথায় যাব? কে আমাকে অসময়ে চাকরি দেবে?'

ওর দিকে তাকিয়ে আছে ব্র্যান্ডন। 'তোমার সমস্ত লাইফসেভিং টেস্টে পাশ করেছ?'

মাথা ঝাঁকাল জোসেফ। 'হ্যাঁ, দুই বছর আগে।'

চোয়াল ডলল ব্র্যান্ডন। 'তোমার কথা আমার মনে পড়া উচিত ছিল।' আবার বিড়বিড় করল সে, 'অদ্ভুত কাণ্ড! নিজে যদি

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

ইন্টারভিউ নিয়ে থাকি একটুও মনে পড়ছে না কেন!' ক্লিপবোর্ডের দিকে তাকাল আবার। তারপর রবির দিকে ফিরল। 'অলটারনেট হিসেবে রেখে দিতে পারো ওকে, জোসেফকে। শেফিল্ডের ওই ছেলেটা আসছে না। জানিয়ে দিয়েছে। এর চেয়ে ভাল অফার পেয়ে গেছে হয়তো।'

'তোমার চলবে এতে?' জোসেফকে জিজ্ঞেস করল রবি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জোসেফ। বাড়ি চলে যাওয়া আর লাগল না ওর।

'চলবে!' এককথায় জবাব দিয়ে দিল জোসেফ। 'তারমানে স্ট্যান্ডবাই থাকতে হবে আমাকে। কারও বদলে প্রয়োজন হলে...'

'স্ট্যান্ডবাই আসলে থাকা লাগবে না তোমার,' শুকনো কণ্ঠে গেরি বলল। 'যা সব উদ্ভট চরিত্র জোগাড় করা হয়েছে! এরা দেবে লাইফগার্ডের ডিউটি! আহা! দেখো, তোমাকেই প্রয়োজন পড়বে সবচেয়ে বেশি।'

'জেরির ঘরেই থাকতে পারবে ও,' রবি বলল। কাউচের পাশে দাঁড়ানো জেরির দিকে তাকাল সে। 'যদি কোন ভূতকে সঙ্গী হিসেবে রাখার ইচ্ছে না হয়ে থাকে ওর।'

'হেসো না, বুঝলে,' শান্তকণ্ঠে বলল জেরি, 'অত হেসো না। হাসিটা থাকবে না বলে দিলাম।'

জোসেফের দিকে তাকাল ব্র্যান্ডন, 'তাহলে তুমি রাজি?'

'হ্যাঁ। থ্যাংকস।'

'ঠিক আছে। তুমি খুশি হলেই খুশি।' ঘুরে অন্যদের দিকে তাকাল ব্র্যান্ডন। 'ডিনারের সময় তো হয়ে গেল। ডিনার কোথায় করতে হবে নিশ্চয় দেখেছ?' হাতের ক্লিপবোর্ড তুলে দেখাল কমন রুমের শেষ মাথার সুইংগিং হাফ-ডোরটা। 'গেরি, তোমাকে অত মোটা লাগছে কেন? চর্বি জমিয়েছ নাকি?'



'না না, কি যে বলেন!' রেগে উঠল গেরি। 'আপনি ভাল করেই জানেন, রোজ ব্যায়াম করি আমি। কোনদিন বাদ দিই না। আজও যাব, ডিনারের পর সোজা ওয়েইট রুমে। আমাকে বাদ দিয়ে যদি অন্য কাউকে নেয়ার ইচ্ছে হয়ে থাকে...'

'নিতে পারলেই ভাল হতো,' জবাব দিল ব্র্যান্ডন। নীল চোখজোড়া তারার মত মিটমিট করছে।

'ভার তোলা আমারও প্রতিদিনের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে,' কিং বলল।

কোন কথা থেকে কোন কথা।

মুখ বাঁকাল ব্র্যান্ডন। 'প্লীজ, কিং, পচা রসিকতাগুলো অন্তত আজকের জন্যে বাদ দাও। আর করতে ইচ্ছে করলে মনে মনে করো, নিজে নিজেই হাসো।'

হেসে উঠল বেশির ভাগ।

'আমি রসিকতা করছি না,' গম্ভীর মুখে প্রতিবাদ করল কিং। 'শরীরটা ছোট হতে পারে আমার, তাই বলে পেশী কম নেই। সারা গায়েই পেশী।'

'নাহ্, আমাকে পালাতে হচ্ছে,' হলুদ বর্ষাতিটা টান দিয়ে তুলে নিল ব্র্যান্ডন। 'মনে রেখো, কাল সকাল নয়টায় খুলব আমরা। ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে যাবে। খুলতে অসুবিধে হবে না আমাদের। তাহলে, শিফটিং ডিউটি করতে রাজি আছো তোমরা, তাই তো? আর...'

'আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা ছিল,' বলতে বলতে সামনে গিয়ে ব্র্যান্ডনের পথরোধ করে দাঁড়াল রীমা।

'বলো?' হাসিমুখে বলল ব্র্যান্ডন। 'সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে কখনই খারাপ লাগে না আমার।'

জোসেফ লক্ষ করল, ওদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

জেরি।

'সকাল বেলা উঠেই কোন ছেলেকে পুলে ভাসতে দেখলে খুশি হব না আমি,' খসখসে কণ্ঠে জানিয়ে দিল রীমা। 'সকালে ঘুম ভেঙে উঠে ভাল কিছু দেখার আশা করব আমি।'

'না দেখার কোন কারণ নেই...' ব্র্যান্ডন বলল। 'যাই হোক, তোমাদের ভালমন্দ সব কিছু দেখার ভার রবির।'

রবির দিকে তাকাল রীমা। 'আমাকে পুলে ডিউটি না দিলেই খুশি হব। সুজি নিশ্চয় ভাল সামলাতে পারবে বাচ্চাদের। তাকে দিলেই ভাল হয়।'

'না না!' চিৎকার করে উঠল সুজি। 'আমাকে কেন?'

ওর রাগ দেখে অবাক হলো জোসেফ। একজন আরেকজনকে দেখতে পারে না ওরা, সেটা বহু আগে লক্ষ করেছে সে। সুজি যখনই রীমার দিকে তাকিয়েছে, চোখে আগুন দেখা গেছে ওর।

সুজির নজর গেরির দিকে। আর গেরিকে রীমার প্রতি আগ্রহী হতে দেখে রীমাকে অপছন্দ সুজির।

'দেখা যাক, ভেবেচিন্তেই শিডিউল করা হবে,' রবি বলল। 'সব সময় একজনকেই পুলে ডিউটি দিয়ে রাখতে হবে, এমন কোন কথা নেই। ভাগাভাগি করে ডিউটি করতে হবে।'

চুপ হয়ে গেল রীমা।

দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল ব্র্যান্ডন। গায়ে ঝাঁকি খেতে থাকল তার হলুদ বর্ষাতির কোনা।

অনেকটা ভাল বোধ করছে এখন জোসেফ। নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে হচ্ছে না আর। অধীর হয়ে অপেক্ষা করেছে গ্রীষ্মকালটার জন্যে। এই ক্লাবে ফিরে আসার জন্যে। চমৎকার আরেকটা ছুটি কাটানোর জন্যে। কোন কিছুর বিনিময়েই এই আনন্দ হাতছাড়া করতে রাজি হতো না সে।



ঘুরে ডিউকের দিকে তাকাল সে। জেরির সঙ্গে কথা বলছে ডিউক। ওর দিকে তাকিয়ে থেকে ওর কথা মনে করার চেষ্টা করল জোসেফ।

ডিউক হ্যানসন। ডিউক হ্যানসন।

ওর সম্পর্কে কি কি জানে সে? নিজেকে প্রশ্ন করল জোসেফ। আঁতিপাতি করে খুঁজতে লাগল নিজের মনের মধ্যে।

ডিউক হ্যানসন...

ডিউক হ্যানসন...

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবতে লাগল জোসেফ। সাদা, ঢোলা, এক সাইজ বড় টি-শার্ট গায়ে দিয়েছে ডিউক। পরনে কালো রঙের ডেনিম কাটঅফ। কালো চোখ। রাশভারী ভঙ্গি করে জেরির কথা শুনছে।

ডিউকের দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল জোসেফ, ওর সম্পর্কে কোন কিছুই জানে না সে। একটা কথাও মনে করতে পারছে না।

## সাত

ভাল কাটল ডিনারের সময়টা। যতক্ষণ না আবার ভূতের আলোচনা শুরু করল জেরি।

খাবারটা খুবই ভাল। অবাক করল রবিকে। এতটা ভাল এখানে আশা করেনি। ফ্রাইড চিকেনটা দারুণ হয়েছে। খুব ভাল

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

বাবুর্চি। অন্যান্য খাবারও চমৎকার। এমনকি বেশি করে লবণ ছিটিয়ে নিলে ম্যাশড্ পটেটোর স্বাদটাও খারাপ লাগে না।

ম্যাশড্ পটেটো নিয়েই কাড়াকাড়ি শুরু করে দিল কিং আর গেরি। কিন্তু রীমার একটিমাত্র নাক-কুঁচকানো দৃষ্টিই আলুর বাটির প্রতি গেরির আগ্রহ হারানোর জন্যে যথেষ্ট হয়ে গেল। বাটিটা ছেড়ে দিল সে।

ডিনারের পুরোটা সময় কথার খোঁচাখুঁচি চালিয়ে গেল সুজি আর রীমা। ব্যাপারটা অবাক করল রবিকে। গেরির মধ্যে কি দেখেছে মেয়ে দুটো? ওর মাথার লাল রুমাল? লাল কাপড় ষাঁড়কে রাগিয়ে দেয় জানত, কিন্তু মেয়েদের আকৃষ্ট করে, জানা ছিল না। সত্যি কিনা পরখ করে দেখার জন্যে সে নিজেও একটা লাল রুমাল বেঁধে নেবে কিনা ভাবল, কিন্তু পরক্ষণে বাতিল করে দিল ভাবনাটা। হেড লাইফগার্ডের অনেক ভারভারিক্কি হওয়া দরকার, ছেলেমানুষী করলে কেউ আর মানতে চাইবে না।

গেরিটা হ্যাংলাও বটে–রবির তা-ই মনে হলো। কেমন নির্লজ্জের মতে নিজের দেহের প্রশংসা করে যাচ্ছে। প্রতিদিন কতক্ষণ ব্যায়াম করে এ রকম স্বাস্থ্য বানাতে হয়েছে, সবিস্তারে বর্ণনা করছে। একটু পর পরই বলছে, 'আমি হলামগে এখানে একমাত্র লোক, যাকে দেখলে লাইফগার্ড মনে হয়।'

আর সহ্য করতে পারল না রবি। 'দোহাই গেরি, তোমার বাগাড়ম্বর দয়া করে থামাবে? তোমার চেয়ে মাস্‌ল্ কারও কম না, এই দেখো,' নিজের বাহু বাঁকা করে পেশী ফুলিয়ে দেখাল সে।

ডিউকও কম যায় না, বোঝা গেল ওর কথা থেকে, 'তোমাদের দুজনকে চোখ বন্ধ করে টিট করে দিতে পারি আমি।'

ওর এই আচরণে অবাক হলো সবাই। শান্তশিষ্ট ডিউক যে এমন মুখর হয়ে উঠবে, কল্পনা করেনি কেউ। চুপচাপ কথা



বলছিল জেরির সঙ্গে। হঠাৎ কি হয়ে গেল ওর?

তবে কিং-এর কোন পরিবর্তন হয়নি। যে কিং সে, সেই কিংই রয়ে গেছে। থেকে থেকেই নীরস রসিকতা করছে, হাসার বদলে বিরক্ত হচ্ছে সবাই, গুঙিয়ে উঠছে কেউ, টিটকারি দিতে ছাড়ছে না–কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না তার। সে চালিয়েই যাচ্ছে। চিঙড়ি মাছের শরীর, অথচ বোঝানোর চেষ্টা করছে সে কত্তবড় বীর। একটু পর পর আড়চোখে তাকাচ্ছে জোসেফের দিকে। তাকেই প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। যদিও জোসেফের স্বাস্থ্য তারচেয়ে অনেক অনেক ভাল। মাথায় তুলে আছাড় মারতে পারে।

কিং তাকাতে থাকলেও, পারতপক্ষে তার দিকে তাকাচ্ছে না জোসেফ। খাবার খেয়ে চলেছে একমনে। তার আগ্রহ ডিউকের প্রতি। খাবারের ফাঁকে ফাঁকে কারও দিকে যদি তাকায়, তাহলে ডিউকের দিকেই তাকাচ্ছে।

ডিউক যখন গত গ্রীষ্মের আলোচনা শুরু করল, কান খাড়া করে ফেলল জোসেফ। খাওয়া থামিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল যখন লাইফগার্ডদের বদনাম শুরু করল ডিউক।

'ডরমিটরিটাকে পুরোপুরি খোঁয়াড় বানিয়ে ফেলেছিল ওরা,' ডিউকের কালো চোখ চকচক করছে। 'জানোয়ারেরও অধম। প্রতি রাতে পার্টি দিত। হায়েনারা মড়া নিয়ে টানাটানি করে, দেখেছ? ওরকম করত। তারচেয়ে খারাপ।'

'দেখা যাক, এবার কেমন কাটে,' গেরি বলল। রীমার দিকে তাকিয়ে হাসল। সুর করে বলতে শুরু করল, 'পার-টি! পার-টি! পার-টি! পার-টি!'

উঠে গিয়ে ফায়ারপ্লেসের জ্বলন্ত কাঠগুলোকে খোঁচাতে শুরু করল রীমা। গনগনে লাল কয়লায় খোঁচা পড়তে লাফিয়ে উঠল

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

আগুন।

অবাক চোখে ওর দিকে তাকাল রবি। আগুনের এত কি দরকার পড়ল ওর? জুন মাস। এখন শীত কোথায়?

কিন্তু রীমা বলতেই থাকল, তার ঠাণ্ডা লাগছে। আগুন ছাড়া হবে না। ফায়ারপ্লেসের পাশে লাকড়ির স্তূপ। আগুন ধরাতে অসুবিধে নেই। সুতরাং যা খুশি করুক সে। কেউ কিছু বলতে গেল না।

তৃতীয়বার প্লেটে মুরগীর মাংস আর ম্যাশড্ পটেটো তুলে নিল রবি। চমৎকার রান্না! মনে মনে আরেকবার প্রশংসা না করে পারল না সে।

ফিরে এসে বসল রীমা। আগুনের আঁচে লাল হয়ে গেছে মুখ-চোখ। একঘেয়ে কণ্ঠে গত গ্রীষ্মকালের গুণগান করেই চলেছে ডিউক—আহা, কত নাকি ভাল ছিল!

হঠাৎ করে এমন একটা প্রশ্ন করে বসল জোসেফ, চমকে গেল সবাই। বন্ধ হয়ে গেল সব আলোচনা। ডিউককে জিজ্ঞেস করল জোসেফ, 'গত বছর ছেলেটা যখন ডুবে মারা গেল, তোমার ডিউটি ছিল নাকি তখন?'

গলায় চা আটকে গেল ডিউকের। বিষম খেল। গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল, 'আমি ওখানে ছিলাম না, জোসেফ। সেদিন ক্লাবেই ছিলাম না। পরে শুনেছি।'

স্তব্ধ হয়ে গেছে পুরো ঘর। কেবল ফায়ারপ্লেসে আগুনের চড়চড় ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

'ভূতের কথা বলেছিল নাকি কেউ?' জানতে চাইল জোসেফ।

বুঝতে পারল না ডিউক। 'ভূত?'

'আমি জানতে চাইছি, কেউ উদ্ভট কিছু দেখেছে নাকি?' জোসেফ জিজ্ঞেস করল। অস্বস্তি বোধ করছে, টেবিলে টাট্টু



বাজানো দেখেই বোঝা যায়। 'মানে, আমার প্রশ্ন, লাইফগার্ডদের কেউ ডুবে মরা কোন ছেলেকে দেখেছে নাকি পুলে?'

আগুনের মধ্যে কুঁকড়ে খচমচ করে উঠল শুকনো বাকল। সামনের দিকটা পুড়ে গিয়ে ভার সামলাতে না পেরে উল্টে পড়ল লাকড়ি। ছিটিয়ে দিল গরম ছাই আর কয়লার টুকরো। লাকড়িগুলো ঠিক করে দিতে উঠে গেল আবার রীমা।

টেবিলের অন্যপাশ থেকে জোসেফের দিকে তাকিয়ে আছে ডিউক। মনে হচ্ছে যেন ওর কথা বুঝতে পারছে না।

'ভূত আছে এখানে,' মোলায়েম স্বরে বলল জেরি। ধীরে ধীরে চোখ বোলাল ডাইনিং টেবিল ঘিরে থাকা মুখগুলোর দিকে। 'সবাই জানে ওদের কথা।'

এমন ভঙ্গিতে বলল জেরি, ভূতে বিশ্বাস না করলেও রবির গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

'দেখো, জেরি,' মুখভর্তি মুরগির মাংস চিবাতে চিবাতে টিটকারি দিল গেরি, 'তোমার এই ভূতের গপ্পোগুলো হ্যালোউইন পার্টির জন্যে তুলে রাখো, কাজে লাগবে।'

'ঠিক,' কিংও সুর মেলাল। 'ওসব ফালতু আলোচনা বাদ দাও। ভাল্লাগছে না।'

'কেন, রাতে ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখবে নাকি?' বাঁকা সুরে জেরি বলল।

'তুমি নিজেই তো একটা দুঃস্বপ্ন!' খেঁকিয়ে উঠল কিং। তেমন সাংঘাতিক কোন রসিকতা হলো না। কিন্তু হেসে উঠল রীমা আর সুজি।

'প্রসঙ্গটা বাদ দাও না,' ঝগড়া বাধার ভয়ে তাড়াতাড়ি বলল রবি।

কিন্তু থামাতে পারল না। গাল লাল হয়ে গেছে জেরির। ছুরির

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

বাঁটটা শক্ত করে চেপে ধরল। চোখ গরম করে তাকাল কিং-এর দিকে। 'খুব চালাক ভাবো নিজেকে, তাই না? কিন্তু একটা কথা শুনে রাখো, এখানে পুলের পানিতে যারা ডুবে মরেছে, জায়গা ছেড়ে যায়নি এখনও তাদের প্রেতাত্মা।'

ব্যঙ্গ করে জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল কিং, কিন্তু দেয়া আর হলো না। বরফের মত জমিয়ে দিল ওকে মেয়েকণ্ঠের চিৎকার।

আরেকটু হলেই চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিল রবি। ফিরে তাকাল। কে চিৎকার করেছে দেখার জন্যে।

রীমা। আগুনের আলোয় মুখ লাল। দরজার দিকে হাত তুলে রেখেছে। থরথর করে কাঁপছে সে।

'ভূত!' আতঙ্কিত চিৎকার করে উঠল সে আবার। 'ওই যে!'

## আট

রীমার নির্দেশিত দিকে ফিরে তাকাল সবাই।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল জেরি। চিৎকার করে উঠল, 'জানতাম! আমি জানতাম! কই? কোনখানে?'

আবার দরজার দিকে দেখাল রীমা। কিন্তু সামলাতে পারল না আর। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। তীক্ষ্ণ হাসি। এক হাতে মুখ ধরে রেখে, চোখ বন্ধ করে হাসছে।

হি-হি করে হাসতে হাসতে বলল, 'কেমন বোকা বানালাম সব



ক'টাকে!'

ধাক্কাটা সামলাতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল। তারপর একে একে বাকি সবাই হাসতে শুরু করল। কেবল জেরি বাদে। আর জোসেফ।

এখনও দাঁড়িয়ে আছে জেরি। দুই হাতে টেবিলের কিনার খামচে ধরেছে। শক্ত হয়ে গেছে চোয়াল। রাগে ফুঁসছে।

তারপর হঠাৎ বিকট চিৎকার দিয়ে উঠল। বিস্ফোরিত হলো রাগটা।

শীতল কালো চোখজোড়া ঘুরে বেড়াতে লাগল সবার মুখের ওপর। চেঁচিয়ে বলল, 'দেখা যাবে ছুটির শেষে ক'জনের মুখে হাসিটা থাকে!' নিজের এঁটো প্লেটের ওপর ছুঁড়ে ফেলল ন্যাপকিনটা। তারপর ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে গটমট করে সরে গেল সেখান থেকে।

তার রাগ দেখে হাসি বন্ধ হয়ে গেছে সবার। তবে কিং হাসছে এখনও।

'অ্যাই, জেরি,' ডাক দিল রবি, 'শোনো! শুনে যাও।'

কিন্তু কানেও তুলল না জেরি। বেরিয়ে গিয়ে পেছনে দড়াম করে লাগিয়ে দিল পাল্লাটা।

ভাল লাগল না রবির। বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল সে। শুরুতেই এমন একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটবে, ভাবতে পারেনি। কাল সকালে সবার ভাল মেজাজ নিয়ে কাজ শুরু করা দরকার ছিল। প্রথম রাতেই চিৎকার-চেঁচামেচি আর দরজা পিটাপিটি করে কি একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলল!

এ সব বিভিন্ন মেজাজের লাইফগার্ডের দল নিয়ে এবারের গ্রীষ্মটা কি করে কাটবে, ভেবে শঙ্কিত হলো রবি।

'জেরির সঙ্গে এ রকম করাটা ঠিক হয়নি আমাদের,' সবাইকে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

বলল সে।

'তার কি এমন করা ঠিক হয়েছে?' ভুরু নাচাল কিং।

'এ সব ভূতের গল্পের কি কোন মানে হয়?' বিরক্ত কণ্ঠে বলল সুজি। 'অকারণে মানুষের মনকে বিষিয়ে দেয়া। কার ভাল্লাগে এ সব। এবারের গ্রীষ্মটা কেমন কাটবে তাই ভাবছি এখন! আদৌ মজা-টজা কিছু হবে কিনা···নাকি সারাটা সময় বসে বসে খালি ভূতের গল্প করব আর ঝগড়া করব!'

'দোষটা···দোষটা আসলে আম্মার,' খাবারের প্লেটের দিকে তাকিয়ে বলল জোসেফ। খাবারগুলো ছুঁয়েও দেখেনি। 'ডিউককে কথাটা জিজ্ঞেস করাই ভুল হয়েছে···' শেষ দিকে কি যেন বলল; এতই আস্তে, কিছু বোঝা গেল না।

আগুন খুঁচিয়ে চলেছে এখনও রীমা। 'এত বদমেজাজী মানুষের আবার ভূতের গল্প বলা কেন? জানা কথাই তো কেউ কেউ বিশ্বাস করবে না, টিটকারি দেবে···'

'হাই, বুকার,' রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে বাবুর্চিকে ডেকে জিজ্ঞেস করল রবি, 'আর কিছু আছে নাকি? মিষ্টি-টিষ্টি?'

ডিউক আর গেরি যখন টেবিলের শেষ মাথায় পাঞ্জা কষার লড়াই শুরু করল, খুশি হলো সে। আবার স্বাভাবিক মেজাজে ফিরে আসছে সবাই। হেসে, চেঁচিয়ে দুজনকে উৎসাহ দিতে লাগল রবি।

'যে জিতবে তার সঙ্গে আমার লড়াই,' ঘোষণা করে দিল কিং।

হেসে উঠল সবাই।

কিন্তু কিং হাসল না। মুখ গম্ভীর করে রেখে ভারিক্কি চালে বলল, 'কিন্তু দেখতে রোগা হলে কি হবে, আসলে আমি বাঘের বাচ্চা। সাহস থাকলে লেগে দেখো।'



'আমার সঙ্গে লাগবে?' ফায়ারপ্লেসের কাছ থেকে হেসে জিজ্ঞেস করল রীমা। হাত বাঁকা করে পেশী ফুলিয়ে দেখাল।

পাত্তাই দিল না তাকে কিং। আগের কথাটাই বলল, 'যে জিতবে তার সঙ্গে আমার লড়াই।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ওর দিকে রবি। বিশ্বাস করতে পারছে না। সত্যি কি লড়তে চাইছে কিং? এ কি সম্ভব? ও কি জানে না, চিঙড়ি মাছের ক্ষমতাও নেই ওর শরীরে? মশার মত টিপে মেরে ফেলতে পারে ওকে গেরি কিংবা ডিউক।

মুখে মুখে নিজেকে বলবান প্রমাণ করতে চাইছে বেচারা কিং। ব্যাপারটা একদিকে যেমন হাসির, তেমনি দুঃখজনকও বটে।

কোকের গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে গ্লাসটা রেখে উঠে দাঁড়াল রবি, লড়াইটা ভালমত দেখার জন্যে।

শুরুতে কেবল বড় বড় কথা বলছিল গেরি আর ডিউক। বাগাড়ম্বর।

বাঁকা হাসি হেসে ডিউককে টিটকারি দিচ্ছিল গেরি। গেরিও কম যায়নি। লাল কড়ে আঙুল দেখিয়ে বলেছে, এক আঙুলেই ডিউককে কাত করে দিতে পারে।

প্রথম দিকে হাসি-ঠাট্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ব্যাপারটা।

তারপর হঠাৎ করেই সিরিয়াস হয়ে গেল দুজনে। পাঞ্জা কষা শুরু হয়ে গেল।

সরু হয়ে এসেছে ডিউকের কালো চোখের পাতা। দাঁতে দাঁত চেপে রাখার ফলে ফুলে উঠেছে চোয়ালের হাড়।

টান দিয়ে লাল রুমাল খুলে নিয়ে মেঝেতে আছড়ে ফেলল গেরি। ডিউকের হাতটাকে কাত করে ফেলার চেষ্টায় বিন্দু বিন্দু ঘাম বেরিয়ে এল চওড়া কপালে।

পুরোপুরি নীরব হয়ে গেছে ঘরটা।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

আচমকা মৃদু একটা গোঙানি ছেড়ে গেরির হাতটা কাত করে টেবিলের কাছাকাছি নিয়ে গেল ডিউক।

তুলে রাখার চেষ্টায় মুখটা বিকৃত হয়ে গেছে গেরির। তারপর এক ঝটকায় ডিউকের হাত সহ তুলে ফেলল আবার হাতটা।

কয়েক সেকেন্ড স্থির রইল দুটো হাতই। দুজনেরই টানটান অবস্থা। দুজনেই ঘামছে।

বড় বেশি সিরিয়াসলি নিয়ে ফেলেছে ওরা, ভাবল রবি। হালকাভাবে নিলেও পারত। একজন অন্তত স্বাভাবিক হয়ে ঢিল দিয়ে দিক।

গর্জে উঠল গেরি। চাপ বাড়িয়ে দিল ডিউকের হাতে। বাড়ছে! বাড়ছে!

এক ইঞ্চি কাত হয়ে গেল ডিউকের হাত।

ছেড়ে দাও, ডিউক! নীরবে প্রার্থনা করল রবি। প্লীজ, শেষ করো এ সব উত্তেজনার! ভাল কিছু ঘটবে না এতে!

সুযোগ বুঝে আরও চাপ বাড়াল গেরি। ঠেকাতে পারছে না ডিউক। নিচে নামছে তার হাত। আরও নিচে।

নীরব হয়ে আছে পুরো ঘর।

মট করে শব্দ হলো। হাড় ভাঙার মত শব্দ।

সাদা হয়ে গেল ডিউকের মুখ।



## নয়

ভয়াবহ শব্দটা কানে আসতে আপনাআপনি বুজে গেল জোসেফের চোখের পাতা। দাঁত বসে গেল জিভের ওপর।

আবার চোখ মেলে দেখল, টেবিলের অন্য মাথায় বসা ডিউকের মুখটা কাগজের মত সাদা।

টেবিলে নিষ্প্রাণ ভঙ্গিতে পড়ে আছে তার হাতটা।

গেরির চোখ জোড়া ঠেলে বেরিয়ে এসেছে কোটর থেকে। খুলে চলে আসতে চাইছে। হাঁ হয়ে গেছে মুখ।

কেউ টুঁ শব্দ করছে না।

তারপর, হঠাৎ করেই আবার শব্দ হলো–রীমার উচ্চকিত হাসির শব্দ। ভেঙে খানখান করে দিল নীরবতা।

ফিরে তাকাল জোসেফ। দেখে রীমার দুই হাতে একটা শুকনো ডালের দুটো ভাঙা টুকরো।

খিলখিল করে হেসেই চলেছে রীমা। ডালের মাথা দুটো দিয়ে বাড়ি মারছে একটা আরেকটার সঙ্গে।

'রীমা!' চিৎকার করে উঠল সুজি। 'সব রীমার শয়তানি!'

শব্দ রহস্য এতক্ষণে পরিষ্কার হলো জোসেফের কাছে। ডিউকের হাড় ভাঙেনি। রীমা ডাল ভেঙে ওরকম শব্দ করেছে।

কি মেয়েরে বাবা!

জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে এখনও ডিউকের। কালো চোখ

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

দুটো কেমন নিষ্প্রাণ। তবে গালের রঙ ফিরতে আরম্ভ করেছে।

হেসে উঠে টেবিলে চাপড় মারল গেরি। যতটা আনন্দে, তারচেয়ে বেশি স্বস্তিতে। ডিউকের হাত ভাঙার দায়টা তার ঘাড়ে পড়েনি বলে।

সবাই হাসতে শুরু করল। অস্বস্তি কাটেনি এখনও অনেকের, হাসিতেই বোঝা গেল।

'কি, মহা শয়তান মনে হচ্ছে না আমাকে?' চোখে মিটমিটে হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করল রীমা।

হাত ঝাঁকাতে লাগল ডিউক। তারপর হাতের তালুটা চোখের সামনে তুলে এনে দেখতে লাগল। 'বাঁচলাম, বাবা! ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম, সত্যি সত্যি আমার হাতটা বুঝি গেল। ব্যথার অপেক্ষা করছিলাম। অবাক লাগছিল! ব্যথাটা আসে না কেন?'

'কারণ ব্যথাটা রীমার হাতে চলে গিয়েছিল,' রসিকতা করল কিং।

'বড় বেশি সিরিয়াস হয়ে গিয়েছিলে তোমরা,' গেরি আর ডিউকের দিকে তাকাল রীমা। 'অঘটন ঘটে যেতে পারত। সেটা বন্ধ করলাম।'

'শেষ মুহূর্তে করলে আরকি,' ডিউক বলল। 'কে জিতল জানা গেল না।'

'কে আবার?' বলে উঠল গেরি, 'আমি জিতেছি। রীমা আর এক সেকেন্ড সময় দিলেই তোমার হাতটা টেবিলে লাগিয়ে ফেলতাম।' রীমার দিকে তাকাল সে, 'রীমা, কাজটা ঠিক করলে না। আমি এ কথা ভুলব না, মনে রেখো।'

'বাপরে, কাঁপ উঠে যাচ্ছে আমার!' ভয় পাওয়ার কৃত্রিম ভঙ্গি করল রীমা।

'এবার আমার পালা,' বলে ডিউককে ঠেলে এগিয়ে গেল



কিং। 'বলেছিলাম না, যে জিতবে তার সঙ্গে আমার লড়াই। এসো এখন।'

এমন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কিং-এর দিকে তাকাল গেরি যেন সে একটা পচা ইঁদুর। 'ঘুমাওগে। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে লড়াই করতে যেয়ো কারও সঙ্গে, ঘাড়টা মটকে দিলেও যাতে সকালে বেঁচে উঠতে পারো।'

হেসে উঠল অনেকেই।

গেরির দিকে ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে ঝুঁকল কিং। 'মুরগীর ছানা কোথাকার। ভয় পাচ্ছো নাকি? যাও, দিলাম মাপ করে।'

অবিশ্বাস্য গতিতে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল গেরি। দুই হাতে ধরে শূন্যে তুলে নিল কিংকে। এগিয়ে গেল ধাতব ওয়েস্টবাস্কেটটার দিকে।

'ছাড়ো, ছাড়ো, ছেড়ে দাও আমাকে!' অসহায় ভঙ্গিতে হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করতে লাগল কিং।

'ছাড়ব,' কথা দিল গেরি, 'তবে এখানে না।'

ওয়েস্টবাস্কেটে কিংকে ঠেসে ভরল গেরি।

উল্লসিত চিৎকার করে উঠল কয়েকজন।

'দারুণ দেখালে, গেরি,' রীমা বলল। 'কিন্তু একটা কথা তো ভুলে গেলে। গোসল করানো দরকার ওকে।'

আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে সুজি। ডিউক এখনও কব্জি ডলছে।

অনেক সহ্য করেছে রবি। আর পারল না। অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল, 'অনেক হয়েছে, থামো এবার। পুডিং দেয়া হয়েছে। খেলে খাও।'

*

খেতে ইচ্ছে করল না জোসেফের। মাথা ঘুরছে ওর। নতুন

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

নতুন মুখ, উদ্ভট কথাবার্তা, কারণে-অকারণে হাসি মাথা গরম করে দিয়েছে।

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। লম্বা হলঘর ধরে নিজের ঘরের দিকে এগোল।

জেরির জন্যে খারাপ লাগছে তার। যে ভাবে তাকে সবাই মিলে টিটকারি দিচ্ছিল, তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছিল, ভাল লাগেনি জোসেফের। বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। ভবিষ্যতে এটা বন্ধ করা দরকার।

ঘরে ঢুকল জোসেফ। ঘরের প্রায় পুরোটাই অন্ধকার। কেবল একটা রীডিং ল্যাম্প জ্বলছে ওর বেড টেবিলে।

জেরি ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?

আস্তে করে ডাকল, 'জেরি?'

বিছানায় নেই জেরি।

বাথরুমে খুঁজল জোসেফ। জেরি সেখানেও নেই। হাঁটতে গেছে হয়তো।

ফোনের দিকে এগোল জোসেফ। কিন্তু জেরির ড্রেসারের ওপর চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আপনাআপনি একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। আবছা আলোয় দৃষ্টি স্থির রাখার চেষ্টা করছে।

ড্রেসারের ওপর কিলবিল করছে ইঁদুর।



## দশ

কাঁধের কাছে জ্বালা করছে। ছুঁয়ে দেখতে গিয়ে আঁউ করে উঠল জোসেফ।

সানবার্ন!

সারাটা দিন ছিল আকাশ মেঘে ঢাকা। সামান্য যেটুকু সময়ের জন্যে বেরিয়েছিল সূর্য, তাতেই পুড়িয়ে দিয়েছে। তবে আকাশে মেঘ ছিল বলেই সানবার্নের ব্যাপারে অসাবধান ছিল জোসেফ।

উঠে দাঁড়াল সে। জ্বালা কমানোর জন্যে কিছু একটা লাগানো দরকার। বাথরুমে চলল অ্যালোই লোশন লাগানোর জন্যে।

শুরুটা ভাল না। একেবারে খোলার দিনেই আকাশ মেঘলা। হতাশাজনক। বৃষ্টি নামবে ভেবে বাইরের প্রায় কেউই সাঁতার কাটতে আসেনি। আকাশ খারাপ থাকলে লোকে সাঁতার শিখতে আসবে না, টিকিট বিক্রি হবে না, ব্যবসার বারোটা বাজবে।

দুপুরের দিকে রীমার কাছ থেকে যখন পাহারার দায়িত্ব নিল জোসেফ, তখন গোটা তিনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এসে নেমেছিল ভূতের পুলটায়, যেটাতে কিশোর ছেলেটা ডুবে মারা গিয়েছিল।

বড় পুলটাতে কেউ নামেনি। একজনও না।

শূন্য পুলের দিকে তাকিয়ে সাদা, উঁচু প্ল্যাটফর্মে বসে থাকা গেরি আর ডিউককে কেমন বোকা বোকা লাগছে। মেঘের কারণে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

সাঁঝের মত অন্ধকার এখন, কিন্তু সানগ্লাস খুলছে না গেরি। মাথায় লাল রুমাল বাঁধা।

খানিক পর রীমার সঙ্গে গেরিকে টেনিস কোর্টের দিকে চলে যেতে দেখল জোসেফ।

তেতো হয়ে গেল ওর মন। এখানে কি চাকরি করতে এসেছে ওরা, নাকি ডেটিং! ডেটিংই যদি করবে তাহলে বাড়িতে বসে থাকলেই পারত, কিংবা অন্য কোথাও চলে যেত। এখানে আসার কি দরকার ছিল? সাঁতরাতে আসা মানুষের ওপর নজর রাখা, প্রয়োজনে তাদের সাহায্য করাটাই লাইফগার্ডের কাজ। ডেটিঙে মন থাকলে আসল কাজ করবে কিভাবে?

গেরি আর রীমার কাণ্ড ছাড়া পুরো ক্লাবটাতে কোন রকম বৈচিত্র ছিল না সারাটা দিনে। নীরব হয়ে ছিল। বাইরের লোক না এলে যা হয়।

কেমন অদ্ভুত লেগেছে জোসেফের। যেন পার্টির জন্যে দাওয়াত দিয়ে বসে আছে, অথচ মেহমানদের দেখা নেই।

ব্যাপারটা মনে হয় সবার অনুভূতিতেই চাপ দিয়েছে। ডিনারের সময়ও সব চুপচাপ রইল তাই। প্রথম রাতের মত হই-চই, পাঞ্জা কষা, কোন কিছুই হলো না।

তবে সেটা ভালই লাগল জোসেফের। ওই সব অস্থিরতার চেয়ে এই চুপচাপ থাকাটা বরং ভাল।

ডিনারের পর নিজের ঘরে আসার আগে সানবার্নের ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি সে। গেরির সান-ব্লকটা ধার নিয়ে সারাদিন ওটা কাঁধে ফেলে ঘুরে বেড়িয়েছে, অথচ গায়ে দেয়নি। ভেবেছে, রোদ তো কমই উঠেছে, কি আর হবে।

কাপড় বদলাচ্ছে ও, এই সময় ঘরে ঢুকল জেরি। জোসেফের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল।



'কি হয়েছে? এত হাসি যে?' জিজ্ঞেস করল জোসেফ।

'কাল রাতের কথা ভাবছি। কাল রাতে অন্ধকারের মধ্যে এসে গাদাখানেক ইঁদুরের মধ্যে পড়েছিলে। তুমি ভাবলে আসল। অথচ নকল। আমি রেখে দিয়েছিলাম ড্রেসারের ওপর।'

দুজনেই হাসতে লাগল।

'আসলেই গাধা বনে গেছি,' জোসেফ বলল। 'আমি ভাবলাম বুঝি আসল। মনে হলো নড়ছে,' রাতের মত একই কথা বলল আবার সে। 'কাল রাতে কি যে হয়ে গিয়েছিল আমার! সব কিছু খালি উল্টোপাল্টা দেখেছি।'

'উল্টোপাল্টা দেখার রোগ আছে নাকি তোমার?' জেরি জিজ্ঞেস করল। 'রোগ না থাকলে এতটা দেখে না কেউ।'

জবাব না দিয়ে ড্রেসারের কাছে গিয়ে ইঁদুরগুলোকে ভালমত দেখতে লাগল জোসেফ। ইঁদুরের ছড়াছড়ি। জেরি বলেছে, ব্রুটকে জোগাড় করার পর আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধুবান্ধবরা ভাবল সে খুব ইঁদুর পছন্দ করে। সবাই মিলে তখন খালি ইঁদুর উপহার দেয়া শুরু করল তাকে। চীনা মাটির ইঁদুর, স্টাফ করা ইঁদুর, প্ল্যাস্টিকের ইঁদুর। ইঁদুর আর ইঁদুর। কিছু বুঝে ওঠার আগেই একদিন দেখতে পেল ইঁদুরের বেশ ভাল একটা সংগ্রহ জমে গেছে তার।

কিন্তু এগুলো সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে কেন? যতই দেখছে জেরিকে, বিচিত্র, কেমন অদ্ভুত স্বভাবের লোক মনে হচ্ছে জোসেফের। তার নিজের চেয়েও অদ্ভুত।

আয়নার সামনে গিয়ে চুল আঁচড়াতে শুরু করল জেরি। এতই লম্বা, মুখ দেখার জন্যে হাঁটু বাঁকা করে নিচু করতে হলো শরীরটাকে।

'বাইরে যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল জোসেফ।

জবাব দিল না জেরি। দ্রুত চুল আঁচড়ে নিয়ে দরজার দিকে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

'বাঁচাও···দোহাই লাগে, আমাকে বাঁচাও!'

ভয় পেলেও কেন যেন অবাক লাগছে জোসেফের। মেনে নিতে পারছে না। আর জায়গা পেল না ভূতটা। একেবারে ওদেরই দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে!

বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে। দরজার কাছে এসে পাল্লার গায়ে কান চেপে ধরল দুজনেই।

নীরবতা।

তারপর আবার চাপা গোঙানি। আর্তনাদে ভরা বুক ভাঙা দীর্ঘশ্বাস। শুকনো। যেন মৃত্যুর ওপার থেকে আসছে।

দরজার হাতলটা চেপে ধরল জেরি।

এক পা পিছিয়ে গেল জোসেফ।

'বাঁচাও! বাঁচাও!' ঠিক সামনেই আবার ফেটে পড়ল চিৎকার। একেবারে কাছে!

এক হ্যাঁচকা টানে পাল্লাটা খুলে ফেলল জেরি।

দুজনেই তাকিয়ে রইল গোঙাতে থাকা ভূতটার দিকে।

## বারো

'বাঁচাও! বাঁচাও!'

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে জোসেফ।

প্রথমে অবাক দেখাল জেরিকে। তারপর চেহারায় ফুটল রাগ। চিৎকার করে উঠল, 'রীমা, এ সব তোমার শয়তানি!'



হাসতে শুরু করল রীমা। হাসির দমকে পাশে দাঁড়ানো গেরির গায়ে ঢলে ঢলে পড়ছে। বোকা বোকা লাগছে গেরিকে। তাকিয়ে আছে জোসেফ আর জেরির দিকে।

'দেখো, গেরি···দেখো, ওদের চেহারা দেখো!' হাসতে হাসতে বলল রীমা। হাসির জন্যে বলতে পারছে না ঠিকমত। পানি বেরিয়ে গেছে চোখ থেকে।

'দেখো, রাত বাজে আড়াইটা! মজা করার সময় নয় এটা!' রাগে দরজার নবে আঙুলগুলো চেপে বসল জেরির।

'আমাকে দোষ দিয়ো না আবার,' গেরি বলল। 'বুদ্ধিটা রীমার মাথা থেকে বেরিয়েছে।'

কপালে এসে পড়া সোনালি চুলগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে দিল রীমা। 'বিশ্বাস করে ফেলেছিলে তোমরা, তাই না? সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে বসেছিলে, ভূতেই খেল দেখাচ্ছে।'

জবাব দিল না জেরি। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে রীমার দিকে।

জোসেফের বুকের দুরুদুরুও বন্ধ হলো অবশেষে। হাসতে শুরু করল। স্বীকার না করে পারল না, ভূত হিসেবে রীমা সত্যি অসাধারণ।

তবে সত্যিকারের ভূত নেই দেখে সে আর জেরি দুজনেই মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, রীমাকে বুঝতে দিল না সেটা।

'তোমার সিনেমায় নামা উচিত, রীমা,' প্রশংসা করল জোসেফ।

মাথা নুইয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বাউ করল রীমা। আরেকবার গুঙিয়ে উঠে ভূতুড়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

হাততালি দিল জোসেফ আর গেরি।

জেরির দিকে ঘুরল জোসেফ, ওর রাগ দূর করে স্বাভাবিক

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

করে তোলার জন্যে। কিন্তু সে মুখ খোলার আগেই চিৎকার করে উঠল জেরি, 'ভুগতে হবে, রীমা! এর জন্যে ভুগতে হবে তোমাকে।'

এমন করেই বলল জেরি, আপনাআপনি হাসি বন্ধ হয়ে গেল গেরি আর রীমার। পাথুরে-কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জেরির দিকে।

দড়াম করে ওদের মুখের ওপর দরজা লাগিয়ে দিল জেরি। এত জোরে, চমকে গিয়ে লাফিয়ে উঠল ড্রেসারের ওপরে রাখা ইঁদুরটা।

'জেরি, শান্ত হও,' বোঝানোর চেষ্টা করল জোসেফ। 'অত রেগে যাওয়ার কিছু নেই। সাধারণ একটা রসিকতা ধরে নিলেই হয়।'

ওর কাঁধে হাত রাখতে গেল জোসেফ।

কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে হাতটা ধরে এক ঝটকায় সরিয়ে দিল জেরি। 'বললাম তো, এর জন্যে ভুগতে হবে রীমাকে, দেখো। আমার কান কেটে দিয়ো নাহলে।'

*

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল জোসেফ। পরিষ্কার আকাশে সূর্যটা টকটকে লাল। ইতিমধ্যেই গরম হয়ে উঠেছে আকাশ। পুলের একটা কোনা দেখা যায় জানালা দিয়ে। টলটলে পানি হাত নেড়ে ডাকছে যেন। ঝাঁপিয়ে পড়ার লোভ দেখায়।

চমৎকার দিন। এই প্রথম ভাল আবহাওয়া দেখা গেল। ভিড় হবে আজ ক্লাবে। তাড়াতাড়ি উঠে গোসল সেরে, কাপড় পরে নাস্তা করতে চলল সে।

ডাইনিং রুমে ঢুকতেই নানা রকম ভূতুড়ে শব্দ শুরু করল



সবাই। আগেই এসে রাতের কথা জানিয়ে দিয়েছে রীমা। সেজন্যেই খেপাচ্ছে জোসেফকে। সে হাসল। ভয় পাচ্ছে জেরির জন্যে। সে এ সব সহ্য করবে না।

জেরি আসার আগেই এখান থেকে পালাতে হবে। প্রথম শিফটে পুলের ধারে পাহারা রয়েছে আজ ওর আর গেরির।

সেদিন আর ভুল করল না। প্ল্যাটফর্মে ওঠার আগে ভাল করে সানব্লক মেখে নিল। কড়া হয়ে গেছে রোদ। গা থেকে শার্টটা খুলল না। বাতাস লাগবে বটে, রোদও লাগবে। পোড়া কাঁধের জন্যে মোটেও আরামদায়ক হবে না সেটা।

সাড়ে দশটা নাগাদ বেশ ভিড় জমে গেল পুলের ধারে। তিনজন মহিলা গিয়ে ঝাঁপ দিতে শুরু করেছে দড়ি দিয়ে ঘেরা ঝাঁপ দেয়ার জায়গায়। গভীর অংশে গিয়ে নেমেছে একঝাঁক কিশোর ছেলেমেয়ে। এখানকার স্থানীয়। হাসাহাসি, দাপাদাপি করছে।

চোখে সানগ্লাস পরা থাকা সত্ত্বেও রোদ বাঁচানোর জন্যে কপালের ওপর হাত রেখে তারপর তাকাতে হচ্ছে। গেরিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে একদল কিশোরী মেয়ে। সে ওদের সঙ্গে হাসাহাসি করছে, রসিকতা করছে, নিজেকে হিরো বানিয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যেই।

দেখতে মোটেও খারাপ বলা যাবে না ওকে, কিন্তু এত আহামরি রূপবানও নয় যে নজরে পড়বে। তারপরেও কি করে যেন মুহূর্তে তার বন্ধু হয়ে যায় মেয়েরা। ছেলেরা আবার অতটা পছন্দ করে না।

পছন্দ করে করুকগে, ওসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই জোসেফের। কাকে কে পছন্দ করল তাতে তার কি এসে যায়। ঢোলা সুইম-স্যুট পরা একটা বড় ছেলে একটা ছোট ছেলেকে ঠেলে পানিতে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

ফেলার চেষ্টা করছে দেখে সাবধান করার জন্যে বাঁশি বাজাল। তারপর চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল রীমাকে। গভীর অংশের ওপাশে ডিউটি দিচ্ছে।

গোল পুলটার কিনারে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রীমা। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে গেরির দিকে। চোখে রাগ।

জোসেফের বুঝতে অসুবিধে হলো না, গেরির নতুন মেয়েবন্ধুদের সহ্য করতে পারছে না সে।

প্রথম শিফটটা নির্বিঘ্নেই কেটে গেল। হই-হট্টগোলের মধ্যে এই পুলের কিনারে বসে পাহারা দিতে ভালই লাগল। ঝলমলে সাজে অবশেষে যাত্রা শুরু হয়েছে নতুন গ্রীষ্মের। এক ধরনের সুখে ভরে গেল মন।

এগারোটার সামান্য আগে এসে হাজির হলো জেরি। পানিতে পড়লে কিভাবে বাঁচতে হবে নতুন সাঁতারুদের সেটা শেখানোর দায়িত্ব তার। পুলের অগভীর অংশে চলে ট্রেনিং। জোসেফকে অবাক করে দিয়ে হাসিমুখে তার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল সে। মনমেজাজ ভালই আছে তার। ডাইনিং রুমে নিশ্চয় অপ্রীতিকর কিছু ঘটেনি।

ডাইভিং বোর্ডের দিকে এগিয়ে যেতে দেখল তাকে জোসেফ। খুব ভাল ডাইভ দিতে পারে জেরি। এতই নিখুঁত, ঝাঁপ দেয়ার সময় শব্দ প্রায় হয়ই না।

এগারোটার কয়েক মিনিট পর কিং এসে রিলিজ করল জোসেফকে।

প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে রওনা হলো জোসেফ। ছায়া আর এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানির জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে।

খালি পায়ে হাঁটছে। ভীষণ গরম হয়ে গেছে কংক্রীটে বাঁধানো



চত্বর। একটা কণ্ঠ থামিয়ে দিল ওকে, 'জোসেফ।'

গরম একটা হাত পড়ল কাঁধে।

ফিরে তাকিয়ে দেখল ডিউক দাঁড়িয়ে আছে।

জোসেফ তাকাতেই হাতটা বাড়িয়ে দিল।

'কি হয়েছে তোমার হাতে?' জিজ্ঞেস করল জোসেফ।

'হাতে কিছু হয়নি,' তালু মেলল ডিউক।

হাঁ করে তাকিয়ে রইল জোসেফ। ডিউকের হাতে একটা সিকি। বুঝতে না পেরে বিড়বিড় করল জোসেফ, 'সিকি!'

মাথা ঝাঁকাল ডিউক। রোদে ঝিলমিলিয়ে উঠল ওর কালো চোখের তারা। মাথার পেছনে হাত নিয়ে গিয়ে চুল ঠিক করল। জিজ্ঞেস করল, 'জানো এটা কি?'

'জানি। ঘোড়ার লেজ।'

'আরে না। চুলের কথা বলছি না।' হাতের তালু দেখাল।

'সিকি।'

'টিপস,' দাঁতে দাঁত চাপল ডিউক। রেগে গেছে। হাতটা নামাল। 'এক ধনী বুড়ি দিয়েছে।'

হেসে উঠল জোসেফ, 'টিপস দিল তোমাকে?'

ভ্রূকুটি করল ডিউক, 'তাহলে আর বলছি কি! লাউঞ্জ চেয়ারটা জায়গামত নিয়ে যেতে বুড়িকে সাহায্য করেছিলাম। জোর করে ধরে আমার হাতে পয়সাটা গুঁজে দিল।'

'ভালই তো,' হাসল জোসেফ। 'তোমার শুভ দিন।'

'কি বলল আমাকে জানো?' কঠিন হয়ে উঠল ডিউকের কণ্ঠ। 'বলল, জমিয়ে রাখো। কলেজে পড়লে কাজে লাগবে...সিকি দিয়ে কলেজে পড়া! হুঁহ!'

জোরে জোরে হাসতে লাগল জোসেফ। 'কাল আবার গিয়ে সাহায্য কোরো। আরেকটা সিকি পাবে। মন্দ কি? রোজ রোজ

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

একটা করে সিকি পেতে থাকলে খারাপ জমবে না।'

হাসিটা মুছে গেল ডিউকের। পয়সাটা ট্র্যাশ বাস্কেটে ছুঁড়ে ফেলল।

'আরে করো কি!' থামানোর চেষ্টা করল জোসেফ, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। ফেলে দিয়েছে ডিউক। 'টাকা ছুঁড়ে ফেলা দণ্ডনীয় অপরাধ। জানো না?'

'এত সামান্য ব্যাপার নিয়ে কে মাথা ঘামাতে যাচ্ছে এখানে?' বিড়বিড় করল ডিউক। 'এখানে যা হয়, সব বড় বড় ঘটনা।'

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল জোসেফ। গত গ্রীষ্মের কথা। ডিউকের সম্পর্কে মনে করার চেষ্টা করল।

'ডিউক,' ধীরে ধীরে বলল জোসেফ, 'গত গ্রীষ্মে তুমি আর আমি...'

ঘড়ি দেখল ডিউক। 'এহ্‌হে, দেরি হয়ে গেল। যাই। বাই, জোসেফ।'

'কিন্তু, ডিউক...'

তার কথা শোনার জন্যে দাঁড়িয়ে নেই ডিউক। প্রায় দৌড়ে চলে যাচ্ছে পুলের গভীর অংশের দিকে। ওর দিকে তাকিয়ে রইল জোসেফ।

ডিউককে চেনে ও। নিশ্চয় চেনে। আর সে-ও তাকে চেনে।

তাহলে কেন কিছু মনে করতে পারছে না?

সেদিন ঝড়ের মধ্যে প্রথম যখন ঘরে ঢুকল সে, তাকে দেখে চমকে উঠেছিল ডিউক। এর একটাই মানে—ওকে চেনে সে। তবে দেখে খুশি হয়েছিল, এটা ঠিক।

গত গ্রীষ্মে কিছু ঘটেছিল নাকি দুজনের মধ্যে?

বন্ধুত্ব? দুজনে মিলে কোন কিছু ঘটিয়েছিল?

ওর মন বলছে, কিছু ঘটিয়েছে। কিন্তু মনের গহন অতল



থেকে কোনমতেই খুঁজে বের করে আনতে পারল না, কি ঘটিয়েছিল। অতীতের স্মৃতির কোনওখানে দেখতে পেল না ডিউকের চেহারা।

*

সে-রাতে নিজের বিছানায় জেগে বসে ঘামতে লাগল জোসেফ। পিঠের সঙ্গে লেপ্টে গেছে শার্টটা। ঘড়িতে দুটো বেজে পঁয়তাল্লিশ।

গভীর রাত।

মাথাটা ধরেছে খুব। প্রচণ্ড গরম। আঠা আঠা। ওর মনে হচ্ছে গরম ঘামের মধ্যে ডুবে আছে। কিংবা গরম কোন তরল পদার্থ।

অন্ধকার ঘরে চোখ বোলাল সে। জেরির বিছানার পাশের জানালাটা দিয়ে আসছে ফ্যাকাসে ধূসর আলো। জেরির বিছানা শূন্য।

কোথায় গেল?

বিছানা থেকে নামল জোসেফ। মাথার মধ্যে কেমন ঘোলা হয়ে আছে। খোলা জানালার দিকে এগোল। বাইরে থেকে বাতাস আসছে, সেটাও ঘরেরটার মতই গরম।

সাঁতার কাটতে ইচ্ছে করল। গায়ের এই তাপ দূর করার একটাই উপায়, পুলের পানিতে গা ডুবিয়ে বসে থাকা।

কাপড় বদলে সুইম স্যুট পরে নিল সে। সকালবেলা যেটা পরেছিল। পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল হলঘরে। এদিক ওদিক তাকাল। কাউকে চোখে পড়ল না।

পড়ার কথাও নয়। রাত বাজে দুটো। এখন কে আসবে? অতি সতর্কতার জন্যে নিজেকেই মনে মনে ধোলাই লাগাল।

দ্রুত এগোল পুলের দিকে। ঘাম ঝরছে বৃষ্টির মত।

ফ্লাডলাইটের আলোয় চকচক করছে পুলের পানি। উজ্জ্বল নীল

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

টাইলসে বাঁধানো পুল। মাথার ওপর ছড়ানো আকাশটায় লক্ষ তারার মেলা। নিচের পৃথিবীটার দিকে তাকিয়ে থেকে ক্রমাগত চোখ মিটমিট করছে যেন।

খালি পায়ে হাঁটছে সে। চত্বরটা এখনও গরম হয়ে আছে। পানি দেখেই ঠাণ্ডাটা আঁচ করতে পারছে! গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল।

পুলের অগভীর অংশে পা নামিয়ে দাঁড়াল সে। তাকাল সামনের দিকে। পানিতে কে যেন একটা স্টাইরোফোম বগিবোর্ড ফেলে গেছে। দড়িতে ঘেরা জায়গাটার কাছে ডুবছে-ভাসছে ওটা।

গভীর পানি যেখানে শুরু হয়েছে, সেখানটায় ভেসে আছে নীল রঙের একটা কি যেন।

নীল ভাসমান জিনিস!

নীল পোশাক পরা ছেলে!

লাফ দিয়ে পানি থেকে উঠে সেদিকে দৌড় দিল সে।

স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হলো তাকে।

নীল বিকিনি পরা একটা মেয়ে। মাথা নিচু করে ভাসছে। অল্প অল্প ঢেউয়ে মাথাটা ডুবছে আর ভাসছে। পানিতে ছড়িয়ে ভেসে আছে তার চুল।

কৃত্রিম আলোয় তার চামড়ার রঙ লাগছে অস্বাভাবিক সাদা।

না! বাস্তব নয়!

নিশ্চয় কল্পনা। সেদিনকার মত। আবার হ্যালুসিনেশন দেখছে।

চোখ মিটমিট করল সে। বুজল। আবার খুলল।

আবার বন্ধ। দৃশ্যটা চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল।



কিন্তু আবারও যখন খুলল, দেখল, আছে। ভাসছে পানিতে।

এবারকার মেয়েটা বাস্তব। আগের বারের মত ভুল দেখা নয় সত্যি একটা মেয়ে পানিতে ভাসছে।

না! সত্যি নয়! ভুল! মাথাটা গরম হয়ে গেছে বলে উল্টোপাল্টা দেখছে।

কিন্তু দেখাটা এত বাস্তব কেন?

দূর, যা থাকে কপালে, দেখতেই হবে। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। দম বন্ধ। ঠাণ্ডা পানি গিলে নিল ওকে।

ঠেলে মাথা তুলল আবার। ফুস্‌স্‌ করে পানি ফেলল মুখ থেকে। গলার ভেতর ঢুকে গেছে খানিকটা।

মেয়েটার কাছে পৌঁছতে দেরি হলো না।

তাড়াহুড়োয় নাকেমুখে পানি ঢুকে যাওয়ায় কাশতে শুরু করল সে। ওই অবস্থাতেই মেয়েটার সোনালি চুল ধরে টান দিল।

টেনে তুলে ফেলল মুখটা। পানি থেকে বের করে আনল।

ভারী। খুব ভারী লাগল মাথাটা।

তাকিয়ে রইল মেয়েটার মুখের দিকে।

তাকিয়ে রইল। তাকিয়েই রইল।

বিশ্বাস করতে পারছে না।

## তেরো

চুল ধরে মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে জোসেফ। আছে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

তো আছেই।

কিন্তু মেয়ে নয় ওটা। ভুল করেছিল। ছেলে। ছেলের মুখ। আর চুলগুলোও সোনালি নয়। বদলে গেছে। জোসেফকে দেখছে সে। নিজেকে।

'তুমি, তুমি জোসেফ হতে পারো না!' কথা আটকে যাচ্ছে। মুখটা একভাবে তুলে ধরে রেখেছে। ওর নিজের মুখ।

'তুমি জোসেফ নও!' মৃত ছেলেটাকে বলল আবার সে। 'কারণ, জোসেফ হলাম আমি।'

ছেলেটার ফ্যাকাসে কপাল থেকে পানি গড়িয়ে পড়ল।

ধীরে ধীরে খুলে গেল ফোলা ঠোঁট। পানি বেরিয়ে এল মুখ থেকে। থুঁতনি বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

ওর চোখ, নিষ্প্রাণ এক জোড়া চোখ, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।

আরও পানি গড়িয়ে বেরোল ফোলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। সেই সাথে গলায় পানি আটকে গেলে যে রকম শব্দ করে মানুষ, তেমন শব্দও বেরোল।

উল্টে গেল চোখের মণি দুটো। দেখা দিল সাদা অংশটা।

থুঁতনি বেয়ে আবার খানিকটা পানি গড়াল।

তারপর ভেজা ফিসফিসানি। কেঁপে উঠল লাল ঠোঁট। ফিসফিস করে বেরিয়ে আসছে কথা : 'আমি জোসেফ!'

'আমি জোসেফ,' ফিসফিস করে আবার বলল মৃত ছেলেটা। চোখের সাদা অংশটাই যেন মণির মত তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ফ্লাডলাইটের আলোয় অসম্ভব সাদা লাগছে চোখটা।

চিৎকার দিতে চাইল জোসেফ। স্বর বেরোল না গলা দিয়ে।

চুল ধরে আগের মতই তুলে রেখেছে মাথাটা।

ফ্যাকাসে মুখটা ধীরে ধীরে সবুজ হতে শুরু করল।



সবুজ চামড়ার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে চোখ দুটো। শেষ পর্যন্ত চোখ বলে আর কিছু রইল না। শুধু শূন্য কোটর।

সাগরের শ্যাওলার মত কুঁচকে যাচ্ছে চামড়া। গলে গলে পড়তে শুরু করল পানিতে।

ভোঁতা একটা গোঙানি বেরিয়ে এল ফোলা ঠোঁটের ফাঁক থেকে।

এক খাবলা আধগলা চামড়া পানিতে খসে পড়ল। তারপর আরেক খাবলা।

এখনও চুল ধরে রেখেছে জোসেফ। তাকিয়ে আছে পচা-গলা, ভয়ানক বিকৃত মুখটার দিকে।

আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সবুজ চামড়াটা পুরো খসে পড়ল।

চুলটা ধরা রয়েছে এখনও জোসেফের হাতে। আতঙ্কিত হয়ে তাকিয়ে আছে গলিত মাংস লেগে থাকা ভয়াবহ খুলিটার দিকে।

## চোদ্দ

আতঙ্কে জমাট বরফ হয়ে গেল জোসেফ। খুলির কালো গর্ত দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে বোবা হয়ে।

অবশেষে যেন সংবিত ফিরে পেল সে। ছেড়ে দিল চুলের গোছা।

পানিতে ডুবে যেতে লাগল ছেলেটা। অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ক্রমে।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

পানি পাক খেতে শুরু করল। ঘূর্ণাবর্তের মত গতি বাড়তে লাগল সেটার। মুখে এসে লাগছে পানির ঝটকা। চোখে লাগছে। দম আটকে দিতে চাইছে।

অবশেষে চিৎকার বেরোল তার কণ্ঠ চিরে। চোখ মেলল। মেলে দেখল, ছেলেটা নেই...

বিছানায় উঠে বসল সে। ঘামে নেয়ে গেছে শরীর।

গরম, হালকা বাতাসে উড়ছে জানালার পর্দা। বাড়ি মারছে চৌকাঠের গায়ে।

কেঁপে উঠল সে। চোখ আধবোজা করে তাকাল ধূসর আলোর দিকে।

গরমে সেদ্ধ হয়ে গেছে, ঘামে ভেজা শরীর, তারপরেও বিছানার চাদরটা গলার কাছে তুলে দিল সে। চুপচাপ বসে থাকল শরীরের কাঁপুনি বন্ধ হওয়ার জন্যে।

সাংঘাতিক স্বপ্ন দেখেছে। অতি বাজে একটা স্বপ্ন।

ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন।

বিকৃত চেহারাটা চোখে ভাসছে এখনও। চোখ বন্ধ করল। কিন্তু দূর হলো না চেহারাটা।

চোখ মিটমিট করে তাড়ানোর চেষ্টা করল। লাভ হলো না কোন।

'জোসেফ...' শোনা গেল ফিসফিসে কণ্ঠ।

আবার স্বপ্ন? স্বপ্নের মধ্যে?

আবার ডাকাডাকি করছে ওকে দুঃস্বপ্নের মধ্যে!

জানালায় জোরে জোরে বাড়ি মারল কয়েকবার পর্দাটা।

'জোসেফ...' আবার কানে এল ডাক।

না, এটা স্বপ্ন নয়। পুরো সজাগ এখন সে।

জেরির বিছানার দিকে তাকাল। এখনও খালি। কোথায় গেছে



সে?

রাত দুপুরে কোথায় গেল?

হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। মুহূর্তে আঠা হয়ে গেল হাতের তালুটা। বাড়ির কথা মনে পড়ল। ওর নিজের ঘরেও এয়ারকন্ডিশনার আছে। যদিও ছোট, দাম কম, কিন্তু কাজ চলে যায়। এ ঘরটার মত অস্বস্তিকর পরিবেশ নয়।

বাড়ির জন্যে মন কেমন করে উঠল ওর।

'জোসেফ, এসো না এখানে!' ডাকল আবার কণ্ঠটা।

দরজার ঠিক বাইরেই।

'জেরি?' ডাক দিলে জোসেফ। জেরিই কি ডাকছে নাকি? বাইরে আটকা পড়েছে বোধহয়।

না, আটকা পড়বে কেন? দরজায় তো ছিটকানি লাগায়নি জোসেফ। লাগানোর কোন কারণ ঘটেনি।

'জেরি?' আবার ডাকল জোসেফ। তারপর নীরবতার মধ্যে কান পেতে রইল জবাবের আশায়।

'জোসেফ...বেরিয়ে এসো। জোসেফ...'

বিছানা থেকে মাটিতে পা নামাল জোসেফ। উঠে দাঁড়িয়ে হাই তুলল।

কে ডাকে?

দমকা বাতাসে ভীষণ ভাবে দুলে উঠল পর্দাটা। এত গরমের মধ্যেও গায়ে কাঁটা দিল ওর।

অন্ধকারে পা দিয়ে খুঁজে খুঁজে বের করল একজোড়া রবারের স্যান্ডেল।

'জোসেফ...'

ফিসফিসিয়ে ডাকল আবার কেউ। খসখসে কণ্ঠ। খুব আস্তে ওর কানেই শুধু পৌঁছাচ্ছে।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

'আসছি!' বলে আবার হাই তুলল সে। এখনও চোখ থেকে ঘুম যায়নি পুরোপুরি।

মনের মধ্যে দুঃস্বপ্নটা এখনও ঢুকে রয়েছে। গলিত মুখটার কথা মনে পড়ল আবার।

দরজা খুলল সে। হলঘরে কেউ নেই।

'জোসেফ, এখানে এসো...' কোণের দিক থেকে ডাক শোনা গেল আবার।

হলে পা রাখল সে। শার্টের বোতামগুলো সব লাগাল।

ঘুম ঘুম লাগছে ওর। সত্যি কি ঘটছে ঘটনাটা? অদ্ভুত ডাক শুনে রাত তিনটের সময় হলঘরে বেরিয়ে এসেছে!

কোণের দিকে এগোল সে। একটা দরজা ক্যাঁচকোঁচ করে উঠতে শুনল। কিন্তু কাউকে চোখে পড়ল না।

শোনার জন্যে দাঁড়াল সে। কোথায় গেল কণ্ঠের মালিক?

'জোসেফ, এদিকে!'

ভারী হয়ে গেল নিঃশ্বাস। হাত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। অবাক হয়ে ভাবল, কি ঘটছে এখানে?

'জেরি, নাকি?' ডেকে জিজ্ঞেস করল সে। এতটাই নিচু স্বরে, নিজের কথা নিজেই শুনল না ঠিকমত।

'এদিকে...' আবার শোনা গেল ফিসফিসে জবাব।

ডাইনিং রুমের দরজার সামনে গিয়ে থামল সে।

ডাইনিং রুমে ডেকে নিয়ে এসেছে ওকে কণ্ঠটা।

ঠেলে দরজা খুলল। 'কে ওখানে?' কোনমতে স্বর বের করল গলা দিয়ে।

জবাব নেই।

ঘরটা ভীষণ গরম। দম আটকানো গরম।

দেয়ালের কাছে কমলা রঙের আগুনের শিখা লকলক করতে



দেখা গেল।

আগুনটা ফায়ারপ্লেসে জ্বলছে এটা বুঝতে বেশ সময় লাগল তার।

রাত তিনটের সময় আগুন?

'এই, কে ওখানে?' চিৎকার করে ডাকতে গিয়ে তীক্ষ্ণ হয়ে গেল তার কণ্ঠস্বর।

ঘরের মধ্যে পা রাখল। কয়েক কদম এগিয়ে গেল। আগুনের দিকে চোখ। উজ্জ্বল কমলা রঙের আগুন।

রীমাকে দেখতেই আবার চিৎকার করে উঠল।

আগুনের সামনে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সে। গায়ের ওপরে ছায়ার নাচন।

আগুন খোঁচানোর শিকটা পড়ে থাকতে দেখল তার পাশে।

'রীমা!' অস্ফুট স্বরে ডাকল সে।

ও রকম করে পড়ে আছে কেন? আগুনের এত কাছে? অতিরিক্ত কাছে!

রীমার মাথার কাছে আগুনের শিখা লাফ দিয়ে উঠতে দেখে চিৎকার করে উঠল সে।

মাথাটা রয়েছে আগুনের মধ্যে!

'রীমা, সরো! জলদি সরো!'

চিৎকার করে ছুটে গিয়ে রীমার পা চেপে ধরল সে। তারপর টান দিল। সর্বশক্তি দিয়ে টানতে লাগল।

সরে আসতে শুরু করল দেহটা।

আরও জোরে টান দিল সে। লাফাতে থাকা আগুনের শিখা থেকে সরিয়ে আনতে চাইছে রীমাকে।

চোখে পড়ল রীমার একটা চুলও নেই। মুখটাও শেষ। পুড়ে বিকৃত।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

## পনেরো

রাত তিনটায় ডাইনিং রূমে কি করছিল রীমা?

প্রশ্নটা বার বার ঘুরেফিরে অনেকের মনেই আসতে থাকল। তার মধ্যে রবিও একজন।

এটাই একমাত্র প্রশ্ন নয়। ডাইনিং রূমে কেন গিয়েছিল রীমা? এত বেশি আগুনই বা জ্বেলেছিল কেন? আর কেনই বা তাকে খুন করা হলো?

খুন!

কেউ কি চুরি করে ঢুকেছিল গেস্ট হাউসে? রীমা টের পেয়ে ওকে ধরতে গিয়ে খুন হয়েছে?

কিন্তু চোর ঢোকার কোন লক্ষণ খুঁজে পেল না পুলিশ। জানালা ভাঙা নেই। বাইরে থেকে ঢোকার দরজাগুলো সব তালা দেয়া ছিল।

'ভেতরের কেউ খুন করেনি তো ওকে?' রবির দিকে কাত হয়ে ফিসফিস করে বলল ব্র্যান্ডন। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দুজনে। নজর পুলিশের দিকে। কোন কারণে যদি আবার খোঁজ পড়ে ওদের, এজন্যে তাকিয়ে রয়েছে।

মাথা নাড়তে লাগল ব্র্যান্ডন। চোখ লাল। পানি জমা। মুখটা ফ্যাকাসে। বিধ্বস্ত। 'উঁহু, সম্ভব না,' রবির প্রশ্নের জবাবে বলল সে। অনিশ্চিত কণ্ঠস্বর।



রীমার লাশ পরীক্ষা করছে দুজন পুলিশ অফিসার। আরেকজন দেখছে আগুন খোঁচানোর শিকটা। আর চতুর্থ আরেকজন, একজন মহিলা অফিসার চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছে ফায়ারপ্লেসের দিকে।

ঘণ্টাখানেক ধরে ডাইনিং রূমে রয়েছে ওরা। আগুন নিভে গেছে। কয়লাগুলো যেন বাঘের চোখের মত জ্বলছে।

অন্য লাইফগার্ডদের দিকে ফিরে তাকাল রবি। একটা টেবিল ঘিরে বসেছে ওরা। চেহারা ফ্যাকাসে, চোখের কোণে কালি, চোখ লাল; ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, ভীত।

গালে হাত দিয়ে রেখেছে সুজি রনসন। কাঁধের কাঁপুনি দেখেই বোঝা যায় সারা শরীরই কাঁপছে। কাঁদছে বোধহয় সে, শিওর হতে পারল না রবি। ওর ওপর ঝুঁকে রয়েছে গেরি। ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

ডিউকের সারা মুখে ছড়িয়ে আছে কালো চুল। টেবিলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে যেন ঘোরের মধ্যে। তার সামনে বুকের ওপর হাত আড়াআড়ি রেখে বসে আছে কিং। সামনে-পেছনে দোলাচ্ছে চেয়ারটা। আর সামান্য পেছনে হেলালেই পড়ে গিয়ে দেয়ালে বাড়ি খাবে। চোখ বন্ধ।

শেষ ধারে পাশাপাশি বসেছে জোসেফ আর জেরি। তবে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে। দুজনেই কুঁচকে রেখেছে চেহারা। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসা। চোখে বুনো দৃষ্টি।

দেখা শেষ করে কালো প্লাস্টিকের চাদর দিয়ে রীমার দেহটা ঢেকে দিল পুলিশ। সেদিকে তাকিয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্র্যান্ডন।

'মাথাটা...' বলতে গিয়েও থেমে গেল ব্র্যান্ডন। ঢোক গিলল।

সবাইকেই মোটামুটি সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসাবাদ করে ফেলেছে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

অফিসারেরা। এখন আগুনের দিক থেকে ঘুরে দাঁড়াল মহিলা অফিসার। এগিয়ে আসতে লাগল টেবিলের দিকে। জোসেফের ওপর চোখ।

আড়ষ্ট হয়ে গেল জেরি। তার আর জোসেফের মাঝখানে বসে পড়ল অফিসার। 'আমি অফিসার গ্রেগ,' মোলায়েম স্বরে বলল সে। গোল মুখে বড় বড় বাদামী চোখ। খাটো করে ছাঁটা কালো চুল। কপাল কুঁচকালে গভীর ভাঁজ পড়ে।

নীল শার্টের পকেট থেকে ছোট একটা নোটপ্যাড আর বলপেন বের করল সে। জোসেফের দিকে কাত হলো, 'বলো তো আবার, ডাইনিং রুমে কিভাবে এসেছিলে।'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল জোসেফ। কথা বলতে যেতেই খসখসে হয়ে আটকে গেল। আবার পরিষ্কার করে নিল। 'একটা ডাক শুনলাম। একটা কণ্ঠ আমাকে ডাকতে লাগল।'

চোখের পাতা সরু করে ফেলল অফিসার গ্রেগ। 'একটা কণ্ঠ?'

মাথা ঝাঁকাল জোসেফ। গাল কাঁপছে। ভয় পেয়েছে সত্যি সত্যি।

'একটা কণ্ঠ শুনেছ, না? কি ধরনের কণ্ঠ?' জিজ্ঞেস করল গ্রেগ। খসখস করে কি যেন লিখল নোটপ্যাডে। 'পুরুষের গলা? নাকি ছেলেমানুষের? চেনা কারও?'

দ্বিধা করতে লাগল জোসেফ। 'শুধু একটা কণ্ঠ। আসলে, ঠিক করে বললে একটা ফিসফিসানি। কার কণ্ঠ, বলতে পারব না। ফিসফিস করে আমার নাম ধরে ডাকতে লাগল। আমাকে অনুসরণ করতে বলল।'

ভ্রূকুটি করল অফিসার গ্রেগ। কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জোসেফের দিকে। চেহারা দেখে মনের কথা পড়ার চেষ্টা করছে।



'কথাটা যে উদ্ভট শোনাচ্ছে, বুঝতে পারছ সেটা?'

মাথা ঝাঁকাল জোসেফ। চোখ নামাল।

'তারমানে, তুমি বলতে চাইছ,' জিজ্ঞেস করল মহিলা, 'তুমি ঘুমের ঘোরে হেঁটেছিলে? ডাক শোনাটা তোমার স্বপ্ন নয়তো?'

'না!' তীক্ষ্ণ হয়ে গেল জোসেফের গলা, 'সত্যি সত্যি ঘটেছে ঘটনাটা। স্পষ্ট শুনেছি। ওই ডাক আমার ঘুম ভাঙিয়েছে। বুঝতে পারছি আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করছেন না...'

'আমি সেকথা বলিনি,' কোমল স্বরে জবাব দিল অফিসার। হাতের ইশারায় শান্ত হতে অনুরোধ করল জোসেফকে। 'আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছে। সেটাই বললাম। ঘুমের বড়িটড়ি কিছু খাও নাকি?'

'অ্যাঁ!' অফিসারের দিকে তাকিয়ে আছে জোসেফ, 'না।'

'কাল রাতে কিছু খেয়েছিলে? বীয়ার বা ওই জাতীয় কিছু?'

'না।'

'বাড়ির ঠিকানা কি তোমার?' নোটপ্যাডের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল অফিসার।

ফায়ারপ্লেসের দিকে তাকাল জোসেফ। হাঁটু গেড়ে বসে দস্তানা পরা হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কি যেন খুঁজছে।

জবাব দিতে দ্বিধা করল জোসেফ। 'তিনশো তেরো নম্বর গোস্ট লেন, ব্ল্যাক ফরেস্ট। রকি বীচের কাছে। এখান থেকে চল্লিশ মাইল দক্ষিণে।'

'জানি,' জবাব দিল গ্রেগ। 'অফিসার ওরটনের বাড়ি ওখানে,' হাত তুলে একজন অফিসারকে দেখাল সে। 'ব্ল্যাকফরেস্ট।... তোমার রহস্যময় কণ্ঠস্বরটা নিয়ে আরেকটু আলোচনার ইচ্ছে ছিল, জোসেফ। কিন্তু এখন তোমার যা অবস্থা, তাতে...যাকগে, পরে হবে।'

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

মাথা ঝাঁকাল জোসেফ।

উঠে দাঁড়াল গ্রেগ। নিজের সহকর্মীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখি, আরও দু'চারজনের সঙ্গে কথা বলে।'

টেবিলের কাছে এগিয়ে এল রবি আর ব্র্যান্ডন।

কিং-এর চেয়ার একটু বেশি পেছনে হেলে গেল। আরেকটু হলে চিত হয়ে পড়ে যেত। কোনমতে সামলে নিল।

জোসেফের পেছনে এসে দাঁড়াল ডিউক। হাত রাখল জোসেফের কম্পমান কাঁধে। নিচু হয়ে কানে কানে কি যেন বলল।

শোনার চেষ্টা করল রবি। শুনতে পেল না।

সন্দেহ হলো ওর। গোপনে কি বলাবলি করছে দুজনে? জোসেফকে বোধহয় সান্ত্বনা দিচ্ছে ডিউক।

নোটপ্যাডে খসখস করে লিখেই চলেছে গ্রেগ। অনেকগুলো পাতা খরচ করার পর মুখ তুলল। কালো চোখের দৃষ্টি গেরির ওপর নিবদ্ধ করে জিজ্ঞেস করল, 'কাল রাতে রীমার সঙ্গে বেরিয়েছিলে তুমি?'

গেরির লাল গালে বেগুনি ছাপ পড়ল। 'হ্যাঁ। ডিনারের পর শহরে গিয়েছিলাম।' নার্ভাস ভঙ্গিতে একটা চাবির রিঙ ঘোরাচ্ছে আঙুলে। 'সিনেমায় গিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছবি দেখা আর হয়নি। ঘুরেই বেড়িয়েছি শুধু।'

'ফিরলে কখন?' জানতে চাইল গ্রেগ।

'সকাল সকালই। ক'টার সময় বলতে পারব না।' হাত তুলে দেখাল সে, 'ঘড়ি পরি না আমি, দেখুন? সময় দেখিনি, তবে তাড়াতাড়িই ফিরেছি।'

'ফিরে এসে কি করলে?' জানতে চাইল গ্রেগ।

'পুলের ধারে বসে থাকলাম খানিকক্ষণ,' রিঙ ঘোরাতে ঘোরাতে জবাব দিল গেরি। 'তারপর যার যার ঘরে চলে গেলাম।'



'রীমাকে তার ঘরে যেতে দেখেছ?'

মাথা ঝাঁকাল গেরি। 'হ্যাঁ। হলের মাথায় তার ঘর। ঢুকতে দেখেছি ওকে।'

'আমি ওর রুমমেট,' বলে উঠল সুজি। কাঁদতে কাঁদতে চোখমুখ ফুলে গেছে। 'আমি তখন শুয়ে পড়েছি। চোখটা লেগে আসছিল। এই সময় ওকে আসতে শুনলাম। তখন এই সাড়ে এগারোটা মত হবে।'

'ঘর থেকে আর বেরোতে শুনেছ?' জানতে চাইল গ্রেগ।

চিন্তিত ভঙ্গিতে ভ্রূকুটি করল সুজি। 'না। আমার ঘুম খুব গাঢ়। ঘুমিয়ে গেলে দুনিয়ার আর কিছু কানে ঢোকে না।'

লিখে নিল গ্রেগ। বন্ধ করল নোটপ্যাডটা। ঘড়ি দেখল। 'অনেক দেরি করিয়ে দিলাম। এখন ঘুমোতে যেতে পারো সবাই। আমরা আমাদের কাজ করি।'

জানালা দিয়ে রবি দেখল দুজন পুলিশ অফিসার পুলের কিনারে গিয়ে দাঁড়াল। ঝুঁকে দেখতে শুরু করল। পানি থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসা আলোর আভায় উজ্জ্বল ওদের মুখ।

'ক্লাব আর সম্ভবত খুলতে পারছেন না আগামী দিন,' ব্র্যান্ডনকে বলল গ্রেগ। 'সারাদিনই লেগে যাবে আমাদের তদন্ত সারতে। এর আগে আর কোন কিছুতে হাত দেয়া চলবে না বাইরের কারও।'

কি যেন বলতে গিয়েও বলল না ব্র্যান্ডন। বিড়বিড় করে বলল অন্য কথা, 'আমার ডিরেক্টরকে জানাতে হবে।'

ফায়ারপ্লেসের কাছে দাঁড়িয়ে আছে অফিসার ওরটন। জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটার বাবাকে খবর দেয়া হয়েছে?'

চুপ হয়ে গেল সবাই।

প্ল্যাস্টিকের চাদরে ঢাকা দেহটার দিকে তাকাল রবি। বিশ্বাসই করতে পারছে না, ওই চাদরের নিচে রীমা শুয়ে আছে।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

এক এক করে বেরিয়ে যেতে শুরু করল লাইফগার্ডেরা। সুজি কাঁদছে। ওকে সান্ত্বনা দিয়ে চুপ করাতে চাইছে জোসেফ আর ডিউক।

ব্র্যান্ডনকে সাহায্য করার জন্যে থাকতে চাইল রবি। কিন্তু তাকে চলে যেতে ইশারা করল ব্র্যান্ডন। বলল, 'ঘুমাওগে। কাল তোমার সাহায্য দরকার হবে আমার।'

হলে এসে রবির দিকে ঘুরে তাকাল জেরি। তার কালো চোখে উত্তেজনা। 'প্রতি বছর গরমকালেই এই কাণ্ড ঘটে এখানে,' বিড়বিড় করল সে। 'প্রত্যেক বছর একটা না একটা দুর্ঘটনা ঘটবেই।'

'কি বললে?' কথাটা যেন বুঝতে পারেনি রবি।

'পুলিশকে জানানো দরকার,' জেরি বলল। 'প্রতি বছর এখানে লোক মারা যায়।'

খানিক দূরে দাঁড়িয়ে জোসেফও কথাটা শুনল। অস্ফুট একটা শব্দ করল সে।

জেরির মুখে অদ্ভুত হাসি।

অঘটন ঘটাতে যেন আনন্দ পাচ্ছে সে।

## ষোলো

পুলিশ চলে গেল। দিনটা খুব গরম। জুনের চেয়ে বরং আগস্টের মত লাগছে। পুলের কাছে ভিড়। হট্টগোল হচ্ছে।



সব কিছু আবার যেন স্বাভাবিক হয়ে আসছে—প্ল্যাটফর্মের উঁচু বেদিতে বসে ভাবল জোসেফ।

সবাই না হলেও কিছু কিছু ছেলেমেয়ে স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

ওর সামনের প্ল্যাটফর্মটায় বসে আছে গেরি। কতগুলো মেয়ের সঙ্গে হাসাহাসি করছে। সাদা বিকিনি পরা একটা মেয়ে হঠাৎ গেরির হুইসেলটা কেড়ে নিয়ে দিল দৌড়। হেসে উঠল বাকি মেয়েগুলো।

কয়েক মিনিট পর ওর বিশ্রামের ছুটি হলে টেনিস কোর্টের ওপাশে ওকে হারিয়ে যেতে দেখল জোসেফ, লাল বিকিনি পরা একটা মেয়ের সঙ্গে।

নাহ্, আবার সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে—দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল জোসেফ। ও নিজে যদি স্বাভাবিক হতে পারত!

পুলের সাঁতারুদের দিকে নজর দিল সে। অগভীর অংশে দাপাদাপি করছে কয়েকটা অল্প বয়েসী ছেলে। পানি ছিটাচ্ছে। ওর পায়ের কাছে এসে পড়ছে পানি।

বাঁশি বাজাল সে। চিৎকার করে বলল, 'অই, আস্তে।'

কিন্তু বললে কি আর শোনে। তবে দাপাদাপি বন্ধ না হলেও পানি ছিটানো কমে গেল।

হঠাৎ খেয়াল করল জোসেফ, পুরো পাঁচটা মিনিট রীমার কথা মনে আসেনি তার। খুশি হয়ে উঠল মনটা। ডাইনিং রুমে ফায়ারপ্লেসের সামনে পড়ে থাকা রীমার ভয়ঙ্কর বিকৃত লাশটার কথা যত কম ভাবা যায়, ততই ভাল। যাক, ভুলতে শুরু করেছে। পাঁচ মিনিট দীর্ঘ সময়।

কিন্তু আগের দিন, যে রাতে খুন হয়েছে রীমা, তার পরের দিনটা ভয়াবহ একটা দিন গেছে তার জীবনের। যতবার চোখ বন্ধ করেছে ততবার চোখের সামনে এসে উদয় হয়েছে রীমার লাশ।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

সারাটা দিন নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে রেখেছিল। ওর অবস্থা দেখে কিছু একটা করার পরামর্শ দিয়েছিল ডিউক। হাঁটতে যাবে কিনা জিজ্ঞেস করেছিল। যায়নি জোসেফ।

রবিও খুব ভাল আচরণ করেছে। বার বার এসে খোঁজখবর নিয়েছে। কথা বলার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। সারাক্ষণ মন জুড়ে ছিল রীমা, চোখে ভাসছিল রীমার লাশ। কানে আসছিল রহস্যময় অদ্ভুত ফিসফিসে কণ্ঠ। ঘর থেকে ডেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিল ওকে।

সে বুঝতে পারছিল অফিসার গ্রেগ তার কথা বিশ্বাস করেনি। যে ভাবে চোখ সরু সরু করে তাকাচ্ছিল, বোঝাই যাচ্ছিল সন্দেহ যাচ্ছে না।

তাকে দোষ দেয়া যায় না।

এ রকম অদ্ভুত গল্প কে বিশ্বাস করবে?

কিন্তু সমস্যাটা হলো, কথাটা সত্যি। বানানো গল্প নয়।

ভয়ঙ্কর মৃত্যু ঘটেছে রীমার। ওর চিন্তা এমন করে মন জুড়ে রয়েছে ওর, আর কিছু ভাবতেই পারছে না।

হঠাৎ করেই বাবা-মায়ের কথা মনে পড়ল ওর। এখানে আসার পর আর যোগাযোগ হয়নি। প্রায় একটা হপ্তা কেটে গেছে, কথা বলতে পারেনি। তারাই বা যোগাযোগ করল না কেন? সে ঠিকমত পৌঁছল কিনা সেই খোঁজও নিল না!

সে-ই বা ওদের কথা ভুলে গেল কি করে? খোঁজ নিল না কেন!

এটাও আরেকটা অদ্ভুত কাণ্ড বলে মনে হলো ওর। কখনই তো দু'চার দিনের বেশি খবর না নিয়ে থাকে না ওর বাবা-মা।

বিশ্রামের ছুটির সময় তাড়াহুড়ো করে নিজের ঘরে চলে এল সে। মা-বাবার সঙ্গে কথা বলা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। রীমার ভয়ঙ্কর খুনটার কথা ওদের জানাতে হবে বিস্তারিত।

হয়তো কিছু রহস্যের সমাধানও করে দিতে পারবে তারা। হয়তো বলতে পারবে পুরানো আই-ডি কার্ড নিয়ে কেন এসেছে সে। ডিউক হ্যানসনের ব্যাপারেও জানা থাকতে পারে ওদের। গত বছর গ্রীষ্মের ছুটি কাটিয়ে যাওয়ার পর নিশ্চয় ওর কথা তাদের বলেছে সে।

নিজের ঘরে এসে ঢুকল সে। ধপ করে বসে পড়ল বিছানায়। ফোনের রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল। ডায়াল টোন শুনল। নম্বর টিপল।

দু'বার রিঙ হলো।

তারপর নীরবতা।

এবং তারপর একটা মহিলা কণ্ঠ ভেসে এল : দুঃখিত, এই নম্বরটা এখন বাতিল।

## সতেরো

তার মনে হলো ভুল নম্বরে রিঙ করেছে। লাইন কেটে দিয়ে আবার টিপল নম্বরগুলো। প্রতিটি নম্বর ধীরে ধীরে সময় নিয়ে টিপল।

দুই বার রিঙ হলো। তিনবার। তারপর আবার সেই টেপ করা মেসেজ : দুঃখিত, এই নম্বরটা এখন বাতিল।

একঘেয়ে যান্ত্রিক কণ্ঠে একই কথা বলে গেল টেপটা।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

তিনবার শোনার পর লাইন কেটে দিল সে। বিছানায় এলিয়ে পড়ে তাকিয়ে রইল ফোনটার দিকে। ভুলটা কোনখানে বোঝার চেষ্টা করছে।

ওদের বাড়ির নম্বরটা বাতিল হয়ে যাওয়ার কোন কারণই নেই।

পেটের মধ্যে কেমন খামচি মেরে ধরা অনুভূতি হলো।

গোলমালটা কোথায়?

হঠাৎ ভাবনাটা যেন বিদ্যুৎ চমকের মত ঝিলিক দিয়ে গেল মনে।

ঝড়। গতকাল বিকেলে সামান্য সময়ের জন্যে ঝড় বয়ে গিয়েছিল। মাত্র ঘণ্টাখানেক স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু টেলিফোনের লাইন এলোমেলো করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। এ কারণেই বাড়িতে লাইন পাচ্ছে না সে।

পেটের অস্বস্তি বোধটা স্বাভাবিক হতে আবার তুলে নিল রিসিভার। অপারেটরকে বলল, 'বাড়ির নম্বরটা পাচ্ছি না। আপনি কি একবার ডায়াল করে দেখবেন?'

'নাম্বারটা বলুন, প্লীজ,' বহুদূর থেকে ভেসে এল যেন কণ্ঠটা। প্রচুর ঝড়-তুফানের আর খড়খড় শব্দ করছে লাইন।

নম্বরটা বলল জোসেফ। ছেলেটার ডায়াল করার খটখট শব্দ শুনতে পেল।

দুইবার বাজল। তারপর আবার ভেসে এল সেই একই মেসেজ।

গলার কাছে আতঙ্ক যেন আটকে গেল। অদ্ভুত। বড়ই অদ্ভুত কাণ্ড।

ভুল নম্বরে ফোন করছে নাকি? নিজের বাড়ির নম্বর ভুলে বসে আছে?



বিশ্বাস করা কঠিন। লাইন কেটে দিয়ে লং ডিসট্যান্স ইনফরমেশনে ডায়াল করল। গলাটা শুকিয়ে গেছে। হাত কাঁপছে।

'কোন্ শহরের জন্যে ইনফরমেশন চান?' জিজ্ঞেস করল একটা পুরুষ কণ্ঠ।

'ব্ল্যাকফরেস্ট,' জানাল সে। 'মিস্টার উইনারের নম্বরটা বলতে পারবেন?'

দীর্ঘ নীরবতা।

খোদা, পাওয়া যাক নম্বরটা! মনে মনে বলল সে। পেয়ে যাক! বলতে পারুক!

বাড়িতে ফোন করাটাও যে এত কঠিন হয়ে উঠবে কল্পনাই করেনি সে। শীতল ভয় যেন চেপে ধরল ওকে। এ কি ঝামেলায় পড়ল!

কি ঘটছে এখানে? কি?

হঠাৎ ভেসে এল অপারেটরের গলা, 'নামটা বানান করে বলবেন কি, প্লীজ?'

যদি ভুল শোনে এ জন্যে চিৎকার করে থেমে থেমে বলল জোসেফ। শেষে বলল, 'উইনার, শুনলেন তো? ব্ল্যাকফরেস্টে থাকে।'

আবার যেন গায়েব হয়ে গেল অপারেটর। আবার দীর্ঘ নীরবতা।

রিসিভার চেপে ধরে রেখে কান ব্যথা করে ফেলল জোসেফ। খড়খড় আর ঝড়-তুফানের একটানা শব্দ হয়েই চলেছে। তবে মৃদু। নইলে সহ্য করা কঠিন হতো।

অবশেষে আবার উদয় হলো অপারেটর, 'সরি, মিস্টার। উইনার বলে কারও নাম আমাদের তালিকায় নেই।'

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

# আঠারো

স্তব্ধ হয়ে বসে ফোনটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে অনেক। চাঁদিতে চাপ দিতে শুরু করেছে রক্ত।

বাবা-মা'র সঙ্গে কেন যোগাযোগ করতে পারছে না সে?

নামের তালিকায় তার বাবার নাম নেই এ কথা কেন বলছে অপারেটর?

তালিকায় আছে। অবশ্যই আছে। মাত্র সাতদিন আগেও দেখা হয়েছে ওদের সঙ্গে।

কি ঘটছে? আবার অবাক হয়ে ভাবল সে। ওরাই বা এতদিনে একবারও খোঁজ নিল না কেন তার?

সাংঘাতিক কিছু ঘটল? ভয়ানক কিছু?

জানতে হবে। এখুনি।

ভারী দম নিয়ে হৃৎপিণ্ডের দুরুদুরু কমানোর চেষ্টা করতে করতে তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে বেরিয়ে এল সে।

রবিকে দেখতে পেল, জেরির সঙ্গে কথা বলছে। জেরির লাইফসেভিং ক্লাস সবেমাত্র শেষ হয়েছে। ওর ছাত্রছাত্রীরা পুলের অগভীর অংশে প্র্যাকটিসে ব্যস্ত এখনও।

ক্লিপবোর্ডটা তুলে ধরল রবি। মাথাটা কাত করে তালমাত দেখতে লাগল জেরি।

'রবি, তোমার গাড়িটা একটু ধার দেবে?' তাকে অনুরোধ



করল জোসেফ। দৌড়ে আসার কারণে হাঁপাচ্ছে। গরম চত্বর পায়ের তালু পুড়িয়ে দিচ্ছে ওর। রবির ছায়াতে গিয়ে দাঁড়াল, পায়ে গরম সামান্য কম লাগবে এই আশায়।

জেরির সবুজ সুইম-স্যুটটা ভেজা। মাথা ভেজা। ক্লিপবোর্ড থেকে মুখ তুলে তাকাল ভুরু কুঁচকে। 'আমি ভেবেছিলাম আমার বিকেলের শিফটটা তোমাকে করে দিতে অনুরোধ করব।' কাঁধ ডলল সে। 'ক্লাস নেয়ার সময় মাংসপেশীতে টান লেগেছিল। খিঁচ ধরে গেছে।'

'কিন্তু···আমি···আমি তো পারব না!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল জোসেফ। 'আমাকে বাড়ি যেতে হবে। খুব জরুরী!'

চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে নিয়ে অবাক চোখে জোসেফের দিকে তাকাল জেরি। জোসেফের ব্যবহারে রীতিমত অবাক হয়েছে।

ক্লিপবোর্ড নামিয়ে জিজ্ঞেস করল রবি, 'বাড়ি থেকে কোন খারাপ খবর এসেছে নাকি?'

মাথা নাড়ল জোসেফ। 'না, কিন্তু আমাকে বাড়ি যেতেই হবে। বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

ভ্রূকুটি করল রবি। ক্লিপবোর্ডের তালিকায় দ্রুত চোখ বোলাল। 'ফোনে কথাটথা বলেছিলে নাকি?'

'পারিনি!' আবার তীক্ষ্ণ হলো জোসেফের কণ্ঠস্বর। 'কোনভাবেই লাইন পেলাম না। কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে!'

কাঁধ ডলল জেরি। গুঙিয়ে উঠল, 'উফ্! এমন সময়েই কাঁধে ব্যথা পেলাম—'

'গাড়িটা দেবে?' আবার রবিকে অনুরোধ করল জোসেফ। 'অ্যাপার্টমেন্টে যেতে বড় জোর এক ঘণ্টা লাগবে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে ক্লিপবোর্ডের দিকে তাকাল আবার রবি।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

'বিকেলের শেষ শিফটে তোমার ডিউটি। কিং ডিউটি করছে এখন। তাকে রিলিভ করতে পারবে?'

'পারব,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল জোসেফ। 'যাব আর আসব। শুধু দেখে আসা।'

গুঙিয়ে উঠল আবার জেরি। 'উফ্, পেশীগুলো একেবারে পেঁচিয়ে গেছে মনে হচ্ছে। তিনটায় আবার ক্লাস, কি করে যে নিই!'

জোসেফের দিকে তাকাল রবি, 'এসো। চাবি নিয়ে যাও।' গেস্ট হাউসের দিকে রওনা হলো সে।

দ্রুতপায়ে তার পেছনে হাঁটতে লাগল জোসেফ। কিছুদূর এগিয়ে জেরির দিকে ফিরে তাকাল রবি, 'সাঁতার কেটে দেখতে পারো। পানিতে অনেক সময় এ ধরনের ব্যথা সেরে যায়।'

'থাক, আর ডাক্তারি করা লাগবে না!' তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল জেরি।

'দেখা হবে, জেরি!' বলে, আবার রবির পিছে পিছে চলল জোসেফ।

বাড়ির কথা ভাবতে ভাল লাগছে ওর। অসময়ে মা ওকে দেখলে একেবারে চমকে যাবে।

*

ব্ল্যাকফরেস্টে যেতে ঘণ্টাখানেকের বেশি লাগে না। কিন্তু যেদিন অঘটন শুরু হয়, ঘটতেই থাকে।

ক্লাব থেকে আধঘণ্টার পথ দূরে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। বিরাট এক মালবাহী ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে একটা নীল রঙের কনভারটিবল গাড়ি। দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। সামনের দিকটা একেবারে ভর্তা। ট্রাকটা আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তা জুড়ে। সারা রাস্তায় ছড়িয়ে আছে গম।



ট্রাকটা এমনভাবে দাঁড়ানো, রাস্তায় ফাঁক খুব সামান্যই। তাতে ট্রাফিক জ্যাম লেগে গেছে।

পার হয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। রবির সবুজ ছোট করোলাটাতে বসে বসে ঘামতে লাগল জোসেফ। এয়ার কন্ডিশনার নেই গাড়িতে। সবগুলো কাঁচ নামিয়ে দিয়েও ঠাণ্ডা পাওয়া যাচ্ছে না। বাতাস আসছে, তবে ভীষণ গরম।

ট্রাফিক পরিষ্কার হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল অস্থির হয়ে। অধৈর্য ভঙ্গিতে নিজের অজান্তেই হুইলের ওপর দুই হাতের সমস্ত আঙুল দিয়ে টাপ্পু বাজাতে আরম্ভ করেছে।

বাড়ি যাওয়ার জন্যে এত অস্থির আর জীবনে হয়েছে কিনা সন্দেহ।

ওর দৃঢ় বিশ্বাস, বাড়ি গেলেই সব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে। সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিতে পারবে মা।

কিন্তু এতদিন ধরে তার কাছ থেকে সাড়া না পেয়েও কেন যোগাযোগের চেষ্টা করল না মা-বাবা?

সে-ই বা টেলিফোনে লাইন পেল না কেন? টেপের মেসেজটাও আরেক আশ্চর্য। হুট করে এ ভাবে লাইন কেটে দেয়ার কথা নয় বাবার। আর বিল বাকি পড়ার তো প্রশ্নই ওঠে না যে কোম্পানি এসে কেটে দিয়ে যাবে।

তার আই-ডি কার্ডটা আরেক রহস্য। পুরানো কেন? নীল শার্ট পরা ছেলেটার লাশ বার বার কল্পনা করে কেন? কেন ভুল দেখে?

কেন? কেন? কেন? প্রশ্নগুলো যেন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল ওকে।

অবশেষে পরিষ্কার হলো জ্যাম। সময় বাঁচানোর জন্যে তীব্র গতিতে ছুটল সে। ব্ল্যাকফরেস্টে পৌঁছে মোড় নিয়ে যখন গেস্ট লেনে ঢুকল, বুকের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

দ্রুত পাশ কাটাতে থাকল পরিচিত বাড়িগুলোর। বেশির ভাগ বাড়িই পুরানো। তারচেয়েও পুরানো, আঁকাবাঁকা, ঝাঁকড়া পাতাওয়ালা বুড়ো গাছপালায় ঘিরে ফেলে দিনের বেলাতেও অন্ধকার ছায়া তৈরি করে রেখেছে বাড়িগুলোতে। দেখলেই গা ছমছম করে। রাস্তার দুই পাশ থেকে বড় বড় গাছের ডাল এসে পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে খিলান তৈরি করেছে। ওপর থেকে দিনের আলো ঢুকতে বাধা দেয়।

একমাত্র ব্যারনদের বাড়িটাতে আলো আছে। চতুর্দিক থেকে আসছে রোদ। আলোয় আলোকিত। এমনকি বাড়ির পেছনে পাহাড়ের ঢালের পুরানো কবরস্থানটায়ও ঝলমলে রোদ।

কয়েক সেকেন্ড পরেই নিজেদের রকটা চোখে পড়ল জোসেফের। টেপলারদের বাড়ির লনে পিটুনিয়া ফুলের বেডের মাঝখানে কুৎসিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ভয়ঙ্কর হাসি হাসছে একটা বামনদানোর মূর্তি। কথিত এই দানবগুলোর বাস নাকি মাটির নিচে। চ্যাপ্টা, সমতল আঙিনাটায় লম্বা লম্বা ঘাস, ছোটবেলায় তাতে বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল আর সকটবল খেলত সে। পাশে টিউডরদের পুরানো রঙচটা বাড়িটা দেখলে মনে হয় ওই বাড়িরই মাটির নিচে বাস করে এখনও বামনদানোর দল।

অবশেষে নিজেদের বাড়িটাও দেখা গেল। কাছাকাছি এসে গতি কমাল সে। কাঠের দোতলা বাড়ি। দেয়ালে সাদা রঙ করা, জানালার রঙ সবুজ।

'মা, আমি এসে গেছি!' গাড়ির মধ্যে বসে আপনমনেই বলে হাসল সে। মুহূর্তে কাঁপুনি বেড়ে গেল।

বাবা নিজের বাড়ি নেই, অফিসে গেছে। মা'র বাড়ি থাকার কথা। জরুরী কাজ না থাকলে এ সময়টায় বাইরেও বেরোয় না।

কোন গাড়ি চোখে পড়ছে না। তীক্ষ্ণ একটা মোড় নিয়ে গেটের



মধ্যে গাড়ি ঢুকিয়ে ফেলল সে। ড্রাইভওয়ে ধরে এগোল।

সামনের দরজাটা খোলা। স্ক্রীনডোরের ওপাশে শুধু অন্ধকারই চোখে পড়ল ওর।

গাড়ি থামিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল সে। প্যাসেঞ্জার সীটের জানালা দিয়ে তাকাল।

আরি! আপেল গাছটা গেল কোথায়?

ড্রাইভওয়ের পাশে ছিল ওটা। কেটে ফেলা হয়েছে। গোড়াটাও নেই। কয়েক বছর ধরেই ওটা কাটব কাটব করছিল বাবা, কারণ ড্রাইভওয়েতে আপেল ছড়িয়ে দিত গাছটা।

গাড়ি থেকে নেমে দড়াম করে দরজা লাগাল সে।

মাথার ওপর হাত তুলে টানটান করে আড়মোড়া ভাঙল। নীল জিনসের ওপরে সবুজ গেঞ্জি পরেছে সে। ঘামে ভিজে পিঠে লেপ্টে গেছে গেঞ্জিটা।

বারান্দার সিঁড়ির একপাশে নতুন একটা ফুলের বেড করা হয়েছে। লাল আর সাদা ঝলমলে ফুল। খুব সুন্দর।

সামনের দিকের একটা জানালায় নড়াচড়া চোখে পড়ল।

যাক! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। মা বাড়িতেই আছে।

সিঁড়ি টপকে বারান্দায় উঠে একটানে খুলে ফেলল স্ক্রীনডোর। চেঁচিয়ে ডাকল 'মা মা!' বলে।

## উনিশ

হাতের ফুলের ভাসটা হাত থেকে ছেড়ে দিল নিগ্রো মহিলা।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙল। পায়ের কাছে পানি সহ ছড়িয়ে পড়ল ফুলগুলো।

মহিলার ফ্যাকাসে নীল চোখে কঠিন দৃষ্টি। চিৎকার করে উঠল, 'কে তুমি?'

কালো খাটো চুল মহিলার। দুই পাশে ধূসর হয়ে এসেছে। ছোটখাট, রোগাটে শরীর। ঢোলা একটা অনেক লম্বা বেমানান গাউনের নিচে কাঁধ দুটো কেমন ঝুলে রয়েছে।

এই মহিলাকে জীবনে দেখেনি জোসেফ।

পড়শী হবে হয়তো। কিংবা কাজে সাহায্য করার জন্যে নতুন রেখেছে মা।

'সরি, চমকে দিলাম,' সাবধানে বলল জোসেফ। লজ্জিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেঝেতে ভেঙে পড়া কাঁচের টুকরো আর ফুলগুলোর দিকে। 'মা কোথায়?'

'তোমার মা?'

পানির কাছ থেকে পিছিয়ে গেল মহিলা। জুতোয় আটকে আছে একটা ফুল।

'বাড়ি নেই?' গলার ভেতরটা হঠাৎ করেই শুকিয়ে গেছে জোসেফের।

'বাড়িতে আমি একমাত্র মানুষ,' পা তুলে ঝাড়া দিয়ে জুতো থেকে ফুলটা ফেলে দিল মহিলা। 'ভুল জায়গায় ঢুকে পড়েছ তুমি।'

'না না,' মাথা নাড়ল জোসেফ, 'আমাদের বাড়ি এটা...'

ছোট লিভিং রুমটায় চোখ বোলাল সে। সবুজ চেয়ার। মানানসই কাউচ। দেয়ালে ফুল আঁকা নতুন পেইন্টিং।

বাড়িতে নতুন করে ডেকোরেশন করিয়েছে নাকি মা?

'জোর করে ঢুকেছ তুমি,' কোমরে দুই হাত রাখল মহিলা।



চোখ সরু করে সাবধানী দৃষ্টিতে দেখতে লাগল জোসেফকে।

'এটা আমাদের বাড়ি,' জোসেফ বলল। 'আমার মা-বাবা কখন ফিরবে জানেন? আমার মা...'

চুপ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মহিলা। তার কালো চোখে ভয় দেখতে পেল জোসেফ।

মহিলা কি ভাবছে? ডাকাতি করতে ঢুকেছে সে?

'তুমি চলে যাও,' শীতল কণ্ঠে বলল মহিলা।

'আপনি বুঝতে পারছেন না,' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে জোসেফের কণ্ঠ। 'এটা আমাদের বাড়ি। এখানে আমি থাকি। আমি এসেছি...'

'কাকে খুঁজছ তুমি?' মহিলার কণ্ঠও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। 'তুমি কে?'

'আমি জোসেফ,' জবাব দিল সে, 'জোসেফ উইনার। দেখুন...'

মহিলার মুখ থেকে ছোট্ট একটা চিৎকার বেরোতে গিয়ে মাঝপথে চাপা পড়ে গেল। হাত উঠে গেল মুখের কাছে। 'উইনারদের ছেলে...'

'হ্যাঁ।'

'উইনারদের ছেলে! তাকে খুঁজছ?' মহিলার ঘোলাটে চোখে পানির স্তর দেখা দিল।

'না।'

কিন্তু তার কথা যেন শুনতে পায়নি মহিলা, 'উইনারদের ছেলেকে খুঁজছ? শোননি খবরটা?'

'কি খবর?' গলার কাছে একটা দলা আটকে এল জোসেফের।

'কি বলব তোমাকে,' দুই তালুতে থুতনি রেখে গাল চেপে ধরল মহিলা। 'ও মারা গেছে।'

'কি বলছেন!' চিৎকার করে উঠল জোসেফ।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

'উইনারদের ছেলে...মারা গেছে,' জোসেফের চোখে চোখ আটকে আছে মহিলার। 'এক বছর হয়ে গেল।' ধীরে ধীরে হাত নামাল মহিলা। তার ঝোলা কাঁধ আরও ঝুলে পড়ল। 'উফ্, কি মর্মান্তিক! সত্যিই বড় কষ্ট লাগে!'

'তা কি করে হয়!' অদ্ভুত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল জোসেফ, নিজের গলা নিজেই চিনতে পারল না।

চোখ বন্ধ করল মহিলা। কেঁপে উঠল। 'বাড়িটা যখন ওদের কাছ থেকে কিনি, তখন ওদের যা অবস্থা! বিধ্বস্ত। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে পালিয়ে যেতে চাইছিল। বাড়ি বেচে দিয়ে, কোনদিন যাতে আর ফিরে আসতে না হয়। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল ওরা।'

'কি বলছেন আপনি! না না, এ ঠিক না! আপনি ভুল বলছেন!'

চোখ মেলল মহিলা। ভয় ফিরে এল চোখে। জোসেফকে দেখে ভয় পাচ্ছে মহিলা।

'সরি!' বলে আরেক পা পিছিয়ে গেল।

আবার চারপাশে চোখ বোলাল জোসেফ। লিভিং রুম। ওদের লিভিং রুম। আসবাবপত্র সব অপরিচিত। পেইন্টিংগুলো নতুন। আগে দেখেনি।

ওদের লিভিং রুম। ওদের বাড়ি।

'কিন্তু আমিই তো জোসেফ উইনার!' চিৎকার করে উঠল সে। 'আমি, জোসেফ...'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে মহিলার। তাকিয়ে আছে পানিভরা চোখের ঘোলাটে দৃষ্টি দিয়ে। জোসেফের কথা হয় বুঝতে পারছে না, নয়তো বুঝতে চাইছে না। 'সরি,' বিড়বিড় করল সে, 'খুবই দুঃখিত আমি। খবরটা আমাকেই জানাতে হলো, এটা আমার দুর্ভাগ্য।'



'না না!' আবার চিৎকার করে উঠল জোসেফ।

তারপর চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল আচমকা। দৌড় দিল। দৌড়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

পেছনে দড়াম করে পাল্লা লেগে যাওয়ার শব্দ কানে এল। ফিরে তাকাল না সে। লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে ড্রাইভওয়ে ধরে ছুটল।

গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তীব্র গতিতে গাড়ি ছোটাল।

'আমি জোসেফ উইনার!' নিজেকে শোনানোর জন্যে চিৎকার করে উঠল আবার। 'আমি জোসেফ! আমি জোসেফ!'

কিন্তু মহিলা কেন বলল জোসেফ মরে গেছে?

## বিশ

নিশ্চয় কয়েক ঘণ্টা একনাগাড়ে গাড়ি চালিয়েছে জোসেফ।

কারণ ক্লাবে ফিরতে ফিরতে অন্ধকার হয়ে গেল।

সারাটা বিকেল আর সন্ধ্যা কোথায় ছিল সে মনে করতে পারছে না। মনে আছে কেবল ঘুরে বেরিয়েছে চক্রাকারে। কিন্তু ঘুরেছেটা কোথায়? তার পুরানো এলাকায়? পড়শীদের বাড়ির আশেপাশে? কোথাও কি গাড়ি থামিয়ে নেমেছিল? লাফ খেয়েছিল?

বাড়ি থেকে বেরোনোর পর কি কি ঘটেছে, কিছুই মনে করতে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

পারছে না সে।

রবির গাড়িটা যখন এমপ্লয়ি লটে ঢোকাল, শূন্য পুলের কালো পানিকে ফ্লাডলাইটের নিচে চকচক করতে দেখল। উষ্ণ রাত। ভাপসা গরম। কিছু নড়ছে না। গাছের একটা পাতাও না।

ছবির মত নিথর হয়ে আছে যেন সব কিছু। মৃত্যুর মত স্তব্ধ।

গাড়ি থেকে নামল সে। শব্দ করে দরজা লাগাল। ঘোরের মধ্যে যেন এগোল গেস্ট হাউসের দিকে।

ইগনিশনে কি চাবিটা ফেলে এসেছে? হেডলাইট কি নিভিয়েছে?

মনে করতে পারল না।

'কারো সঙ্গে দেখা করতে চাই না আমি!' চিৎকার করে নিজেকে বলল সে।

সবাই বোধহয় ডাইনিং রুমে। ডিনার খাচ্ছে। ওদের মুখোমুখি হতে পারবে না। ওদের প্রশ্নে ভরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে দাঁড়াতে পারবে না।

ওকে দেখলেই হাজারও প্রশ্ন ছুটে আসবে তীক্ষ্ণ তীরের মত :

জোসেফ, কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

জোসেফ, শিফট মিস করলে কেন?

জোসেফ, হঠাৎ করে বাড়ি গেলে কেন?

জোসেফ, এমন বিধ্বস্ত লাগছে কেন তোমাকে?

জোসেফ? জোসেফ? জোসেফ?

সাইড ডোর দিয়ে ঢুকে কার্পেট বিছানো করিডর ধরে দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগল সে। ডাইনিং রুমের পাশ কাটিয়ে আসার সময় দরজার ওপাশে ওদের হই-হট্টগোল, হাসাহাসির শব্দ কানে এল। কমন রুমের পাশ কাটাল সে। তারপর তীক্ষ্ণ একটা বাঁক। এবং তারপর সরু, শূন্য হলওয়ে।



ব্র্যান্ডনের অফিসের দিকে চলেছে সে।

নিজের ফাইলটা দেখবে। দেখবে, কি লেখা রয়েছে তাতে।

ফোন নম্বরটা দেখবে।

কার্পেটে ঢাকা থাকার পরেও ওর স্নীকার পরা পায়ের শব্দ হচ্ছে জোরে জোরে। লম্বা, শূন্য করিডরে প্রতিধ্বনি তুলছে।

ফোন নম্বরটা জোগাড় করতে হবে। জানতে হবে নিজের ঠিকানা। বাবা-মাকে ফোন করতে হবে।

ফাইলে সবই থাকে। সব। যা যা দরকার, সব।

তাতে সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে। সব রহস্যের সমাধান।

যুক্তিসঙ্গত একটা ব্যাখ্যা নিশ্চয় আছে সব কিছুর।

নিজেদের লিভিং রুমে দাঁড়িয়ে থাকা রোগাটে মহিলার কথা মনে পড়ল তার। পানিতে ভেজা মেঝে। জুতোয় আটকে যাওয়া ফুল। পানি ভরা ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থাকা। ওর মৃত্যুর খবর শোনাচ্ছিল ওকেই।

মহিলার কথামত সে মারা গেছে এক বছর আগে।

কি মর্মান্তিক ঘটনা! আহা! বেঁচে থাকা মানুষকে মেরে ফেলা!

কিন্তু সন্তোষজনক একটা জবাব নিশ্চয় আছে।

সেই জবাবটা পাওয়া যাবে ওর ফাইলে।

দরজায় যদি তালা দেয়া থাকে? ভেঙে ফেলবে।

মূল বাড়ির পশ্চিম অংশের শেষ মাথায় রয়েছে ব্র্যান্ডনের অফিস। দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল সে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

ভারী দম নিয়ে হাত বাড়াল দরজার নবের দিকে।

সহজেই খুলে গেল ওটা। দরজা ঠেলে খুলে অন্ধকার অফিসে পা রাখল সে।

বাতির সুইচের জন্যে দেয়াল হাতড়াতে শুরু করল। আলো

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

জ্বললে দেখা গেল ব্র্যান্ডনের ছোট, সবুজ রঙ করা ধাতব ডেস্কটা। একটা মাত্র ফাইল ফোল্ডার রয়েছে তার ওপর। আর আছে ছোট একটা ঘড়ি, একটা স্পীকারফোন, একটা ক্লিপবোর্ড, আর একটা ধাতব হুইসেল।

দেয়াল ঘেঁষে রাখা তিনটে উঁচু উঁচু ফাইল কেবিনেট।

আসল ড্রয়ারটা কিভাবে খুঁজে বের করবে? ঠিক ফাইলটা? দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দ্বিধা করতে লাগল সে।

আস্তে করে পেছনে লাগিয়ে দিল দরজাটা।

কেউ এসে দেখে ফেললে জবাব দেয়া কঠিন হয়ে যাবে। কিন্তু পরোয়া করে না সে। ব্যাখ্যা দরকার তার। এবং এখনই।

বাঁয়ের কেবিনেটটার কাছে এসে দাঁড়াল সে। প্রতিটি ড্রয়ারের লেবেল পড়ল। ওপরের ড্রয়ারটায় লেখা : ফিনানশিয়াল। দ্বিতীয়টায় লেখা : মেম্বারশিপ।

হাঁটু গেড়ে বসে তৃতীয় ড্রয়ারের লেবেল পড়ল। ওটায় লেখা : এমপ্লয়মেন্ট।

'হ্যাঁ!' ফিসফিস করে নিজেকে শোনাল সে।

টান দিয়ে ড্রয়ারটা খুলল। ফাইলে ঠাসা।

হাঁটুতে ভর দিয়ে থেকেই ওগুলো দেখতে লাগল সে। এমপ্লয়িদের নাম লেখা রয়েছে অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে।

'তারমানে বের করা অত কঠিন না,' আবার নিজেকে শোনাল সে।

সামনের ফাইলগুলো আঙুল দিয়ে ঠেলে ঠেলে দেখতে লাগল। ডব্লিউতে এসে পেয়ে গেল : উইনার। জোসেফ উইনার।

হাত কাঁপছে ওর। ফাইলটা তুলে আনতে তিনবার হাত ফসকাল।

'এই তো, আমারটা!' ফিসফিস করে শোনাল নিজেকে।



'এখানেই আছে!'

ফাইলটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। দেখার সুবিধের জন্যে ডেস্কে এনে ফেলল।

ফাইলের ওপরে লেখা 'জোসেফ উইনার' নামটা আরেকবার পড়ল, নিশ্চিত হবার জন্যে।

খুলতে দ্বিধা করছে।

হঠাৎ করে গরম হয়ে গেছে শরীর। শীত লাগছে। অদ্ভুত ব্যাপার। শরীর হয় গরম, লাগে শীত। চামড়ায় কাঁটা দিল। মুখের মধ্যে শুকনো।

হাতের কাঁপুনি বেড়ে গেছে।

ফাইল ফোল্ডারটা খুলতে বেশ অসুবিধে হলো। হাত কাঁপার কারণে।

অবশেষে খুলতে পারল। এক এক করে কাগজগুলো টেনে বের করে রাখল ডেস্কের ওপর। ঝুঁকে দাঁড়াল পড়ার জন্যে।

পরিচিত তথ্যগুলো জেনে নিল প্রথমে। নিজের জন্মদিন। জন্মস্থান। বাবা-মা'র নাম।

প্রথম পৃষ্ঠার তলায় নেমে গেল দৃষ্টি।

লেখাগুলো বার বার পড়তে লাগল।

'না না!' চিৎকার করে উঠল কোথায় রয়েছে সব কিছু ভুলে। 'আমি বিশ্বাস করি না!'

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

## একুশ

কোথাও কিছু একটা ভুল হয়েছে। নিজেকে বোঝাল জোসেফ।

ডেস্কের কিনার খামচে ধরেছে দুই হাতে। মনে হচ্ছে ছেড়ে দিলেই পড়ে যাবে।

পড়ে যাবে। পড়তেই থাকবে। কোনদিন আর উঠতে পারবে না।

গাঢ় নীল কালি দিয়ে পাতাটার নিচে লেখা একটিমাত্র অক্ষরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে : মৃত।

'অসম্ভব!' আবার চিৎকার করে উঠল সে। 'এই যে আমি! জীবিত!'

সবচেয়ে ওপরের পাতাটা তুলে নিয়ে একপাশে ফেলে দিল সে। দ্বিতীয় পাতায় টেপ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে খবরের কাগজের একটা কাটিং। হেড লাইনে বলা হয়েছে :

ব্ল্যাকফরেস্টের ছেলে ডুবে মরেছে
ক্লাবের পুলে

দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়ে আসছে ওর। চোখের সামনে অদ্ভুত ঝিলিমিলি। জোর করে আর্টিকেলটা পড়তে চাইল।

পারল না। চোখেই দেখছে না যেন কিছু। ভাবতে পারছে না।

কাটিংটা খুলে এনে চোখের সামনে ধরল। চোখ কুঁচকে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে তাকাল লেখাগুলোর দিকে। পড়তে পারল অবশেষে:



প্যাসিফিক সাইড কান্ট্রি ক্লাবে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে...জোসেফ উইনার নামে একটা ছেলে ডুবে মারা গেছে...লাইফগার্ড ছিল সে। সাঁতার জানত। মাথায় বাড়ি খেয়ে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল বলে আর উঠতে পারেনি...

শব্দগুলোর মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছে না জোসেফ।

লেখার ওপরে তারিখটা দেখল। এক বছরের পুরানো।

কাটিংটাতে বলছে জোসেফ মারা গেছে এক বছর আগে। অথচ দিব্যি বেঁচে আছে সে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে তার নিজের মৃত্যুর খবর।

নাহ্, কিছুই মাথায় ঢুকছে না। মানে বুঝতে পারছে না।

কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল মাটিতে।

হাঁটু দুটো পেটের কাছে জড় করে এনে দুই হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল।

কিছুতেই বুঝতে পারছে না তার মৃত্যুর খবর ছাপা হলো কেন!

## বাইশ

দুদিন পরের ঘটনা।

'কিং,' রবি ডাকল, 'ফোন রেখে দয়া করে এসে এখন খেতে বসো।'

ডাইনিং রুমের একধারে দাঁড়িয়ে রিসিভারে প্রায় মুখ লাগিয়ে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

আরও কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করল সে। তারপর টেবিলের কাছে এসে বলল, 'বাপরে, এতটা জনপ্রিয় হয়ে গেলাম কবে? খালি ফোন আসে...'

'ফোন আসে, নাকি মাকে করো? এসে দুদু খাইয়ে দিয়ে যাওয়ার জন্যে?' রসিকতা করল সুজি।

হেসে উঠল সবাই।

লাল হয়ে গেল কিং-এর মুখ। 'মাকে ফোন করি না আমি!' শুকনো স্বরে বলে বসে পড়ল চেয়ারে। প্রায় থাবা দিয়ে প্লেট থেকে তুলে নিল একটা বার্গার।

'কাকে ফোন করেছে ও, আমি জানি,' হাসতে হাসতে গেরি বলল। 'একটা ছাগলকে। ছাগলটা ছিল ওর ওস্তাদ। ঘাস-পাতা-লতা কি করে খেতে হয় শিখিয়েছে। এখন পয়সা দাবি করছে।'

রাগ ফুটল কিং-এর চেহারায়। জবাব দিল না।

'আমার মনে হয়, কিংকে এভাবে অপমান করা বাদ দেয়া উচিত আমাদের,' রবি বলল। 'সারাক্ষণ কেন এভাবে ওর পেছনে লেগে থাকা?'

'কারণ ও কিং, রাজা,' গেরি বলল। 'রাজার পেছনে প্রজারা লেগে থাকবেই।'

বার্গারটা প্লেটে ফেলে দিয়ে জ্বলন্ত চোখে গেরির দিকে তাকাল কিং। 'ওয়েইট রূমে চলো, দেখাচ্ছি তোমাকে মজা!'

হাসিটা বেড়ে গেল আরও গেরির। 'হাহ্ হাহ্! আরে বলে কি রে।'

'হ্যাঁ, চলো, ওয়েট লিফটিঙের প্রতিযোগিতা হবে,' গাল এখনও লাল হয়ে আছে কিং-এর। নার্ভাস ভঙ্গিতে টোকা দিচ্ছে প্লেটের কিনারে। 'চলো, বাহাদুর সিপাহী; দেখি তোমার কত ক্ষমতা। শুধু তুমি আর আমি।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল গেরি। কিং-এর দিকে তাকিয়ে ভুরু



নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি বলছ? তুমি সিরিয়াস?'

'অ্যাই, কি শুরু করলে! বসো,' কিছুটা ধমকের সুরেই বলল রবি। অস্বস্তি বোধ করছে ও।

কিন্তু শুনল না গেরি। জোসেফের মাথার ওপর দিয়ে হাত বাড়াল।

কিং-এর পাশে বসা ছিল জোসেফ। মাথা নামিয়ে ফেলল ঝট করে।

'ওয়েট লিফটিং কাকে বলে দেখাচ্ছি,' বলেই দুই হাতে ধরে একটানে তুলে ফেলল কিংকে।

'আরে আরে, কি করছ!' বাধা দেয়ার জন্যে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রবি। 'শান্তিতে একটু খেতেও দেবে না নাকি?'

রবির কথা যেন কানেই যায়নি গেরির। টারজানের মত করে মাথার ওপর তুলে ধরল কিংকে।

'আহ্, ছাড়ো, ছাড়ো!' চিৎকার করছে কিং।

কিন্তু ছাড়ল না গেরি। একবার হাত সোজা করে ওপরে তোলে কিংকে, আবার নামায়, ওয়েট লিফটিং যে ভাবে করে।

হাত-পা ছুঁড়ে, শরীর মুচড়ে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল কিং।

হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে সবাই, দু'একজন বাদে। খুব মজা পাচ্ছে।

'একে বলে ব্যায়াম,' হাসতে হাসতে বলল গেরি। কিছুটা নামিয়ে এনে হাত থেকে ছেড়ে কিংকে।

মেঝেতে পড়েই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিং। ঘুষি পাকিয়ে এল গেরির নাকে মারার জন্যে।

দেয়ালের মত এসে দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল রবি। দুজনকে হাত মিলিয়ে মিটমাট করে নিতে বাধ্য করল।

'এমনি এমনি,' কিং-এর দিকে তাকিয়ে বলল গেরি, 'একটু

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

মজা করছিলাম। সত্যি সত্যি লাগিনি।'

কিন্তু স্বাভাবিক হলো না আর কিং। তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'তুমি আসলে মানুষ না!'

আড়ষ্ট হয়ে গেল ঘরটা। সেটা কাটানোর জন্যে অভিনয় শুরু করল ডিউক। একজন ধনী মহিলা ক্লাবে এসেছিল বিকেলে। কি করে একহাতে একটা শিশুকে ধরে রেখে আরেক হাতে সিগারেট টানছিল, অভিনয় করে দেখাল।

ধনী মেম্বারদের কেন যেন দেখতে পারে না ডিউক। ওদের কথা উঠলেই খেপে যায়। তবে কি সে গরীবের ছেলে?

ওর অভিনয় দেখে হাসাহাসি শুরু হলো আরেকবার। জোসেফের ভাল লাগল না। সে চুপ করে রইল। ব্ল্যাকফরেস্টে যেদিন গিয়েছিল, তারপর থেকে একটাই ভাবনা তার–নিজের সম্পর্কে ভাবনা। গত গ্রীষ্মের কথা মনে করার চেষ্টা করে সর্বক্ষণ।

কিন্তু একটা কথাও মনে পড়ে না।

শুধু এটুকু বলতে পারে জোর দিয়ে, সে মারা যায়নি।

ও জানে, ব্র্যাভনের অফিসের ফাইলটায় ভুল লেখা হয়েছে কোনভাবে। ব্ল্যাকফরেস্টে ওদের বাড়িটাতে যে মহিলা বাস করছে এখন, সে-ও ভুল করছে।

কোন ধরনের অদ্ভুত ভুল।

সে বেঁচে আছে।

জেরি যে সব ভূতের কথা বলেছে, ওগুলোর কোনটা নয় সে। জীবন্ত মানুষ।

কিন্তু ভুলের ব্যাখ্যাটা কি?

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোন নিয়ে কাটিয়েছে সে গত দুদিনে। কিন্তু মা-বাবার হদিস করতে পারেনি।

রবি খুব বিবেচক। রাতে জেরি করে ফেরার জন্যে একটা কথাও বলেনি। ও নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে, কোন কারণে মন অস্থির



হয়ে আছে জোসেফের। তাকে ভাবার জন্যে, শান্ত হওয়ার জন্যে সময়ও দিচ্ছে প্রচুর।

রবি সত্যি ভাল।

জেরিও ভাল। সে-ও বুঝতে পেরেছে, খুব খারাপ সময় যাচ্ছে জোসেফের। সহানুভূতি জানিয়ে বলেছে, কারও সঙ্গে যদি কথা বলতে ইচ্ছে করে, এবং কাউকে যদি না পাওয়া যায়, তাহলে নির্দ্বিধায় যেন তার সঙ্গে বলে।

কিন্তু মাঝে মাঝেই ঘরে যখন একা থাকে দুজনে, জেরিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছে জোসেফ। যেন ও কোন ধরনের গবেষণার বস্তু, ল্যাবরেটরির আজব কোন গিনিপিগ, ওর ক্রুটের মত জোসেফকেও খাঁচায় ভরে রাখলেই যেন ভাল হতো।

জেরি হয়তো মনে করছে জোসেফ পাগল। পাগলের সঙ্গে যে ব্যবহার করা উচিত, সেটাই করছে সে-জন্যে।

মহা সমস্যার মধ্যে থেকেও সব দুশ্চিন্তা দূরে সরিয়ে মনটাকে শান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে জোসেফ।

রীমার মৃত্যুর পর এটাই প্রথম রাত্রি, যেদিন সবাই আবার স্বাভাবিক আচরণ করছে।

উঠে দাঁড়াল আবার ডিউক। পুলের ধারে একজন বুড়ো মানুষ কিভাবে পা টেনে টেনে হেঁটেছে দেখানো শুরু করল। ভাল নকল করতে পারে সে।

জোসেফের দিকে কাত হয়ে ফিসফিস করে কি যেন বলল কিং। মাথা ঝাঁকাল জোসেফ। কিন্তু পুরোপুরি বুঝতে পারেনি কিং-এর কথা।

জেরি আবার ভূতের গল্প শুরু করল। কি করে মানুষ ডুবে মারা যায় পুলের পানিতে। অভিশপ্ত হয়ে আছে ক্লাবটা।

'জেরি, দয়া করে তোমার ভূতের গল্প বন্ধ করো তো। আর

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

ভাল্লাগে না!' টেবিলের অন্য পাশ থেকে অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল গেরি।

'তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না তো?' থামল না জেরি, তার কথা সে চালিয়েই গেল। 'কিন্তু...'

'চুপ করো!' চেঁচিয়ে উঠল গেরি। 'তোমার ওই বোকা ছেলের ভূতের গল্প শুনতে শুনতে মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়েছে আমাদের সবারই। একটা আসল খুন হয়ে গেছে আমাদের এখানে। সেটা বাদ দিয়ে শুরু করেছ প্যাচাল।'

'হ্যাঁ!' গেরির সঙ্গে সুর মেলাল সুজি। 'বার বার ওসব আলোচনা করে পুরো ছুটিটাই নষ্ট করতে চাই না।'

জেরির গাল লাল হয়ে গেল। চোখ দুটো জ্বলে উঠল রাগে। টেবিলের নিচে দুই হাতের মুঠো শক্ত করে ফেলল।

'তোমার সমস্যাটা কি?' ভুরু নাচাল গেরি। 'মুখটাকে সব সময় এমন ভার করে রাখো কেন?'

জেরিকে এ ভাবে আক্রমণ করে কথা বলাটা জোসেফের ভাল লাগল না। গেরি আর সুজি, দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের ভাল না লাগলে তোমরা শুনো না। আমার খুব ভাল লাগে জেরির গল্প।'

'তাই নাকি!' চোখ টেরা করে জোসেফের দিকে তাকাল গেরি। 'তুমি নিজেই তো একটা ভূত! ভূতের গল্প আর কি শুনবে?'

'এই, তোমরা থামবে?' বাধা দেয়ার চেষ্টা করল রবি। দুই হাত তুলে সবাইকে থামার ইঙ্গিত করল।

কিন্তু কেউ থামল না। বরং একসঙ্গে চিৎকার শুরু করল।

বাহুতে একটা উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করল জোসেফ। কাত হয়ে কানের কাছে ফিসফিস করে বলল কিং, 'চলো, এখান থেকে চলে যাই। তাজা বাতাসে। দম আটকে দিচ্ছে।'



মাথা ঝাঁকাল জোসেফ। 'হ্যাঁ। চলো। এখানে থাকার চেয়ে যে কোনখানে যাওয়া ভাল।'

ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। হল থেকেও শোনা যাচ্ছে হট্টগোল।

মাথা নাড়তে নাড়তে আফসোসের ভঙ্গিতে বলল কিং, 'যদি খালি ঘুণাক্ষরেও জানতাম খাওয়ার সময়ও চুপ থাকে না এরা, ঝগড়া, তর্ক বাধিয়েই রাখে, কোন পাগলে বাড়ি থেকে বেরোত। অন্তত এখানে আসতাম না।'

পুলের দিকে এগোল দুজনে। ঢেউয়ের মৃদু শব্দ হচ্ছে পুলের পানিতে।

ভারী দম নিয়ে সন্ধ্যার আকাশের দিকে মুখ তুলল জোসেফ। অনেক বেশি সময় কাটিয়ে দিয়েছে ডিনার সারতে।

সবে অস্ত গেছে সূর্য। আকাশের নিচুতে ঝুলে থাকা মেঘের গায়ে গোলাপি আভা। দিগন্তে দেখা দিয়েছে আধখানা ফ্যাকাসে চাঁদ।

পুলের পাশ কাটাল ওরা। টেনিস কোর্টের দিকে এগোল।

ঢোলা পাজামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটছে কিং। নীল একটা শার্ট গায়ে দিয়েছে। বুকের কাছে তিনটে বোতাম খোলা।

'কি মনে হচ্ছে তোমার?' হাঁটতে হাঁটতে বলল জোসেফ। 'যা অবস্থা দেখা যাচ্ছে, পুরো গ্রীষ্মটা কি কাটাতে পারবে মনে হয় এখানে?'

'কি জানি!' কান চুলকাল কিং। 'অবস্থা তো বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না আমার।'

টেনিস কোর্ট ছাড়িয়ে এল ওরা। অন্ধকার এত বেশি হয়ে গেছে, রাস্তাটাই আর ভালমত চোখে পড়ছে না। গাছপালায় ভরা একটা জায়গায় চলে এসেছে ওরা, ছোটখাট বন বললেও হয়। এখান থেকে শুরু হয়েছে ক্লাবের গলফ কোর্স।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

পেছনে ডাক শোনা গেল।

ফিরে তাকিয়ে দেখল, ডিউক আসছে। দ্রুতপায়ে ওদের কাছে চলে এল সে। 'হাঁটতে বেরিয়েছ বুঝি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল জোসেফ।

কেন যেন ডিউকের আসাটা পছন্দ করতে পারল না কিং। বেশি মানুষ হয়ে গিয়ে আবার হট্টগোল বাধতে পারে, এই আশঙ্কাতেই হয়তো। কথাবার্তা আর জমাতে পারল না ও। কিছুটা রাগ করেই আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহন করে হেঁটে চলে গেল গেস্ট হাউসের দিকে।

'আমার আসাটা বোধহয় ভাল লাগেনি তার,' কিং-এর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল ডিউক।

জোসেফ কিছু বলল না। ডিউকের সঙ্গে সঙ্গে এগোল বুনো পথ ধরে। শান্ত এই নীরবতা খুব ভাল লাগছে তার।

ডিউকেরও লাগছে, বলল সে। জেরি, সুজি আর গেরির ঝগড়াঝাঁটি সহ্য করতে পারেনি বলেই চলে এসেছে।

বনের মধ্যে দিয়ে কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল জোসেফ। ডিউকের একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'ডিউক, একটা কথা জিজ্ঞেস করব। সত্যি জবাব দেবে?'

'কি কথা?' অবাক হলো ডিউক।

বনের মধ্যে অন্ধকার বেশি। ঝিঁঝি ডাকতে শুরু করেছে।

'ডিউক...' কিভাবে শুরু করবে, কথা খুঁজে পাচ্ছে না জোসেফ। 'গত গ্রীষ্মে, তোমার আর আমার মাঝে কি কোন আন্তরিকতা ছিল?'

অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা না গেলেও জোসেফ বুঝতে পারছে তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে ডিউক। 'জোসেফ,' কোমল স্বরে বলল সে, 'হঠাৎ করে এমনভাবে তুমি চলে গেলে, বন্ধুত্ব করার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও করতে পারিনি।'



জবাবটা অবাক করল জোসেফকে। মুখের মধ্যে শুকিয়ে যাচ্ছে আবার। 'হঠাৎ করে চলে গিয়েছিলাম?'

'হ্যাঁ।'

'কেন? বলো, ডিউক, হঠাৎ করে কেন চলে গিয়েছিলাম আমি?'

জবাব দিল না ডিউক। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলল, 'কি অন্ধকার! কিছুই দেখা যায় না। চলো, ফিরে যাই।'

দমে গেল জোসেফ। প্রসঙ্গটা এভাবে এড়াল কেন ডিউক? ভয় পেল? সে-ও তাকে ভূত ভাবতে আরম্ভ করেনি তো!

## তেইশ

পরদিন বিকেল। আরেকটা ভাপসা গরমের দিন। পুলের গভীর অংশে ডিউটি পড়েছে জোসেফের। অগভীর অংশের ওদিকটায় চোখ পড়তে দেখতে পেল পে-ফোনের রিসিভার ঝুলিয়ে রাখছে কিং। জোসেফের দিকে চোখ পড়তেই হাত নাড়ল। এদিকেই আসছে।

ঢোলা কমলা রঙের সুইম ট্রাংক পড়েছে। এতই ঢোলা, উরুর কাপড় নেমে গেছে হাঁটুর কাছে। খোলা বুকে একটা পশমও নেই। রোদে পুড়ে গোলাপি হয়ে গেছে। কুৎসিত লাগে। বাঁ কানের একমাত্র রুপালী রিঙটায় রোদ ঝিক করে উঠছে।

জোসেফের প্ল্যাটফর্মের কাছে এসে দাঁড়াল। গম্ভীর।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

'কি, কিং?' জিজ্ঞেস করল জোসেফ।

'কাল অমন করে চলে এলাম বলে কিছু মনে করোনি তো?'

'না। কেন করব?'

'আসলে...ডিউকটাকে আমি দেখতে পারি না।'

'সে তো বোঝাই গেছে। কিন্তু দেখতে পারো না কেন? সে তো খারাপ না।'

'কি জানি কেন পারি না। কিছু কিছু মানুষকে কেউ কেউ কোন কারণ ছাড়াই অপছন্দ করে, এটাও তেমনি।'

কিছু বলল না জোসেফ।

বাচ্চাদের পুলের দিকে তাকাল দুজনেই। রবারের ভেলায় ভাসছে তিনটে বাচ্চা ছেলে। একটা বীচ বল ছুঁড়ে ওদের গায়ে লাগানোর চেষ্টা করছে অন্য আরেকটা ছেলে।

জোসেফের দিকে ফিরল আবার কিং। 'সন্ধ্যায় কি করবে আজ? চলো, শহরে যাই। সিনেমা দেখব...'

'নাহ্। ইদানীং সিনেমা আমার একদম ভাল্লাগে না।' কিং-এর সঙ্গ ভাল লাগছে না জোসেফের। ওর মধ্যে একটা গায়েপড়া স্বভাব আছে, যেটা বিরক্তিকর।

'ঠিক আছে, তাহলে অন্য কিছু,' প্ল্যাটফর্মের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল কিং।

চুপ করে রইল জোসেফ। আসলে কোন কিছুই করতে ভাল লাগবে না তার, যতক্ষণ না রহস্যগুলোর সমাধান করতে পারছে।

খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে ব্র্যান্ডন। চিৎকার করে কিংকে ডেকে বাচ্চাদের পুলে পাহারা দিতে যেতে বলল।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল জোসেফ। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না ওর। তারচেয়ে বসে বসে চুপ করে ভাবা অনেক ভাল, এ মুহূর্তে।

কিংকে বাচ্চাদের পুলের দিকে যেতে দেখছে সে। কি মনে করে চোখ ফেরাতেই চমকে গেল। কখন নীরবে এসে কাছে



দাঁড়িয়েছে একজন মোটা মহিলা। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

কি দেখছে?

মহিলা মাঝবয়েসী। বেঁটে। গোল মুখ। কালো কোঁকড়া অতিরিক্তি পাতলা চুল। কালো সুইম স্যুটের ওপরে উজ্জ্বল হলুদ একটা শার্ট পরেছে, কোণা দুটো বেঁধে নিয়েছে কোমরের কাছে। কাঁধে ঝোলানো হলুদ রঙের একটা বড় বীচ ব্যাগ।

'তুমি...' কথাটা শেষ করল না মহিলা। ভীষণ চমকে গেছে। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

জোসেফও তাকিয়ে রইল। মহিলা কি তার পরিচিত?

মনে করতে পারছে না।

'তুমি সেই ছেলেটা না?' গাল লাল হয়ে গেছে মহিলার। দৃষ্টি কঠিন হয়ে গেল আরও। সরু হয়ে এল চোখের পাতা। 'তুমি...ঠিক হয়ে গেছো?'

দ্বিধায় পড়ে গেল জোসেফ। কি বলতে চায় মহিলা?

'হ্যাঁ, ঠিকই তো আছি আমি,' জবাব দিল সে।

'কিন্তু...' আবার কিছু বলতে গিয়েও বলল না মহিলা। গালের কাছে হাত নিয়ে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইল তার দিকে। দ্বিধায় পড়ে গেছে। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'সরি। আমি ভেবেছি...না, ভুল হয়েছে আমার!'

দ্রুতপায়ে চলে গেল মহিলা।

কি বলতে চাইল মহিলা? বলল না কেন? আমাকে দেখে এতটা চমকেই বা গেল কেন—ভাবছে জোসেফ। কথাই বেরোচ্ছিল না মুখ দিয়ে। যেন ভূত দেখছে।

'আমি বেঁচে আছি!' মহিলার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল সে। 'শুনছেন? আমি জোসেফ উইনার! আমি বেঁচে আছি!'

জবাব পাওয়া গেল না। কারণ মহিলা নেই কাছাকাছি। তার

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

ডাক শুনতে পেল না।

## চব্বিশ

ডিনারের সময় টানটান উত্তেজনা সবার মধ্যে। আগের রাতের মত ঝগড়া-বিবাদ তর্কাতর্কি চায় না আর কেউই। অপ্রীতিকর কিছু যাতে না ঘটে সে-চেষ্টা করছে সবাই। তিন বাচ্চার মা এক ধনী মহিলা কি করেছে পুলের ধারে, অভিনয় করে দেখাল ডিউক। গেরি শোনাল তার ফুটবল জীবনের ইতিহাস। সবাই হাসার চেষ্টা করছে, হাসি আসছে না। কথা বলতে চাইছে, জমছে না। কেউ তর্ক শুরু করলেও বাকি সবাই মিলে চেপে ধরে থামিয়ে দিচ্ছে তাকে।

জোসেফ একেবারে চুপ। মহিলা দেখা দিয়ে যাওয়ার পর মনের অবস্থা তার আরও শোচনীয়। মনের এই চাপ আর সে সহ্য করতে পারছে না।

জেরির দিকে তাকাল। যদি ওকে বলে দেয়, সে একজন মৃত লাইফগার্ড, কি ভাববে জেরি? যদি বলে প্রমাণ আছে—অফিসে নিয়ে গিয়ে ফাইল খুলে খবরের কাগজের কাটিংটা দেখিয়ে দেয়?

কাউকে কিছু বলল না সে। বলতে পারল না।

ঘটনাটার একটা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা না পাওয়া পর্যন্ত বলতে পারবেও না।

পত্রিকায় কেন এ রকম একটা মিথ্যে খবর ছাপল সেটা



জানতে হবে আগে।

ডিনারের পর বেরিয়ে চলে এল সে। পুলের কাছে এসে দাঁড়াল। ভীষণ গরম পড়েছে। আকাশের রঙ ফ্যাকাসে নীল। বহুদূরে আকাশের সীমানায় ভেসে বেড়াচ্ছে কিছু হালকা মেঘ। কালো মেঘ। ছড়িয়ে পড়লেই বৃষ্টি নামবে। গলফ কোর্সের ওপাশে গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে অস্ত যাচ্ছে টকটকে লাল সূর্য।

পুলের পাড়ে বসে সঙ্গে করে আনা একটা বই পড়ার চেষ্টা করল জোসেফ। কিন্তু মন বসাতে পারল না। একটা লাইনও ঢুকল না মগজে।

অস্থিরতা, অস্বস্তিতে ভরে আছে মন। পিঠে লাগছে লাউঞ্জ চেয়ারের শক্ত হেলানটা।

উঠে হাঁটতে শুরু করল। এগিয়ে চলল গলফ কোর্সের দিকে।

গেস্ট হাউস পার হয়ে ছোট বিল্ডিংটার কাছে চলে এল যেটাতে ব্যায়াম করা হয়। কানে এল কণ্ঠস্বর। রাগত কণ্ঠ।

রাস্তায় বেড়া দিয়ে রাখা পাতাবাহারের ঝোপের ওপর দিয়ে উঁকি দিল সে। অস্তগামী সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ে পরিচিত সব কিছুকেই কেমন অপরিচিত, অবাস্তব করে তুলেছে।

লাল রোদ চোখে লাগছে। তার ভেতর দিয়েই সুজি আর গেরিকে দেখতে পেল সে। ওয়েইট রুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দুজনে।

'শয়তান কোথাকার!' গালাগাল করছে সুজি। 'শুয়োর! কুত্তা! আগে জানলে তোকে আমি খুন করতাম! মেয়েমানুষ দেখলে আর হুঁশ থাকে না তোর। যাকে দেখিস তার পেছনেই লাগিস।'

'সুজি, শোনো! শান্ত হও!' বোঝানোর চেষ্টা করছে গেরি।

শুনল না সুজি। আরও জোরে চিৎকার করে উঠল।

কোনমতেই থামছে না ঝগড়া। গেরি যতই বোঝানোর চেষ্টা করে, সুজি ততই উত্তেজিত হয়।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল সূর্য। লম্বা লম্বা ছায়া পড়ল মাটিতে।

'তোকে আমি খুন করব একদিন! দেখিস!'

ওদের ঝগড়া শুনতে আর ভাল লাগল না জোসেফের। নিজের মন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে এমনিতে। অন্যের ঝগড়া কি আর সহ্য হয়।

আবার হেঁটে চলল সে যেদিকে যাচ্ছিল।

*

রাতে ঘরে ফিরে এসে আবার বাবা-মাকে ফোন করার চেষ্টা চালাল। সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। একঘেয়ে যান্ত্রিক কণ্ঠে ভেসে আসে রেকর্ড করা মেসেজ। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে চোখে পানি এসে গেল তার।

বুঝতে পারছে অনন্তকাল ধরে চেষ্টা চালালেও বাবা-মা'র কোন খোঁজ পাবে না আর সে।

বিছানার কিনারায় বসে ফোনটার দিকে তাকিয়ে রইল। আকুল হয়ে চাইতে লাগল বাজুক, বেজে উঠুক। রিসিভার কানে ঠেকালেই যাতে শুনতে পায় মা'র সুরেলা গলা, 'জোসেফ, কেমন আছিস, বাবা? কি যে ঝামেলায় জড়িয়েছিলাম, খোঁজ নিতে পারিনি। তুই কেমন আছিস?'

কিন্তু আশা করাই সার হলো। ফোন আর বাজল না।

ব্রুটের খাঁচাটার দিকে তাকাল সে। খাঁচার ভেতরে দেয়ালে দেয়ালে ঠোকর খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। বেরোনোর পথ খুঁজছে। ইঁদুরটার পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের অনেক মিল খুঁজে পেল সে।

বিদ্যুৎ চমকের মত ঝিলিক দিয়ে গেল আইডিয়াটা।

তাই তো, আগে মনে পড়েনি কেন?

থাবা দিয়ে তুলে নিল রিসিভার। তার এক খালু, আঙ্কেল ব্রাইটনকে ফোন করলেই তো জবাব পাওয়া যায়। নম্বরটাও জানা



আছে।

দ্রুত নম্বরগুলো টিপে চলল সে। রিঙ হতে লাগল ওপাশে। বারো বার বাজার পরও যখন কেউ তুলল না নিরাশ হয়ে আবার রিসিভারটা ক্রেডলে ফেলে দিল সে।

আর কি করবে?

প্যাসিফিক সাইডে এসেছে দুই হপ্তার কাছাকাছি হতে চলল। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কেউ তার খোঁজ নিচ্ছে না। কেউ একটা চিঠি লিখছে না।

কেন নিচ্ছে না?

জবাবটা মাথায় আসতে ঠাণ্ডা ভয়ের স্রোত শিহরণ তুলে নেমে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। সবারই ধারণা, সে মৃত। পানিতে ডুবে মরে গেছে।

এগারোটা পর্যন্ত একভাবে বসে রইল সে। জেরি এখনও ফিরছে না। চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে বোধহয়। জোসেফও দিতে পারত। যদি মনে শান্তি থাকত।

সময় আর কাটে না। ওয়াকম্যানে গান শোনার চেষ্টা করল। বই পড়তে চাইল। সব বৃথা। কোন কিছুতেই মন বসাতে পারছে না।

বারোটার কয়েক মিনিট পর, সবে অস্থির তন্দ্রাটা লেগে এসেছে চোখে, এই সময় কি জানি কেন ভেঙে গেল ঘুমটা।

ঘুটঘুটে অন্ধকার।

বিমূঢ়ের মত উঠে বসল বিছানায়। দরজার বাইরে থেকে ডাকছে সেই রহস্যময় ফিসফিসে কণ্ঠটা : 'জোসেফ... বেরোও!... বেরিয়ে এসো!...কত আর ঘুমাবে?'

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

## পঁচিশ

'কে?' চিৎকার করে ডেকে জিজ্ঞেস করল জোসেফ।

বিছানায় বসে থেকেই পা নামাল মাটিতে। উঠে টলমল পায়ে এগিয়ে চলল বন্ধ দরজার দিকে।

নীরব হয়ে আছে হলের মধ্যে।

'কে ওখানে?' আবার জিজ্ঞেস করল জোসেফ। দম বন্ধ করে কান পেতে রইল জবাব শোনার আশায়।

'জোসেফ, প্লীজ, এসো!' মোলায়েম ফিসফিসে কণ্ঠস্বর।

বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে জোসেফের। গরমের মধ্যেও গায়ে চাদরটা জড়িয়ে চোখ বোলাল অন্ধকার ঘরের মধ্যে। জেরি কোথায়?

'জোসেফ, প্লীজ। জোসেফ...'

টান দিয়ে দরজা খুলে হলওয়েতে মাথা বের করে দিল জোসেফ।

কেউ নেই।

বাতাস ভীষণ গরম। ভাপসা গন্ধ। বেরিয়ে এসে আস্তে করে পেছনে লাগিয়ে দিল দরজাটা। 'কে?'

জবাব নেই।

'জেরি?' ডাক দিল জোসেফ।

জবাব নেই।



ঘাড়ের কাছে শিরশির করে উঠল তার। নাইটগাউনের কলার তুলে দিল। কোমরের বেল্ট বেঁধে নিল শক্ত করে।

'জোসেফ, প্লীজ, এসো!' পুলে বেরোনোর দরজার কাছ থেকে শোনা গেল ডাকটা।

পিছু নেবে?

উচিত হবে না।

কিন্তু থামাতে পারল না নিজেকে।

জটিল এই রহস্য ভেদ করতে হলে যে কোন ঝুঁকি নিতে হবে তাকে।

ফিসফিসে কণ্ঠকে অনুসরণ করে কাঁচের দরজাটার কাছে এসে দাঁড়াল সে। বাইরে কালো আকাশের ছায়া প্রতিফলিত হচ্ছে পুলের পানিতে। ফ্লাডলাইটের আলোয় চকচক করছে পানি।

দরজা খুলে বাইরে বেরোল সে। গরম বাতাসের ঘূর্ণি যেন তাকে ঘিরে পাক খেয়ে চলল। হ্যাঁচকা টান মারছে নাইটগাউন ধরে। পুলের ওপাশে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে গাছের ডাল। পাতায় নাড়া দিয়ে বিচিত্র ফিসফিসে সুর তুলছে।

পুলে যাওয়ার মাঝপথে থেমে গেল সে। গাছগুলো যেন ফিসফিস করে সাবধান করছে ওকে ; এসো না...এসো না...এসো না...

কেঁপে উঠল শরীর। তাকিয়ে আছে পুলের পানির দিকে। তার মনে হলো নীল শার্ট পরা ছেলেটাকে দেখতে পাবে এখনই। মুখ ডুবিয়ে ভাসছে।

কিন্তু শূন্য পুল।

'জোসেফ, এসো, প্লীজ!' আবার শোনা গেল অনুরোধ, বাতাসের কোমল ফিসফিসানির মত।

দ্বিধা করতে লাগল সে।

সত্যি শুনছে? নাকি কল্পনা?

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

নিজের মনের ভেতর থেকে আসছে না তো?

না!

গেস্ট হাউসের পেছনে টেনে নিয়ে এল তাকে ডাকটা। অন্ধকার ডাইনিং রুমের পাশ কাটিয়ে এল। তারপর দূরের রুমগুলোর।

'জোসেফ, জলদি করো!'

ডাকটা কোথায় টেনে নিয়ে যেতে চায় ওকে?

সামনে মাটিতে এক চিলতে আয়তাকার আলো এসে পড়েছে। কোনখান থেকে পড়ল দেখার জন্যে চোখ তুলে দেখতে পেল ওয়েইট রুমের জানালা দিয়ে আসছে।

আলো কেন?

থেমে গিয়ে কান পাতল। বাতাসে বড় বেশি টানাটানি করছে নাইটগাউনের কাপড় ধরে। এটা পরে আসাটাই ভুল হয়ে গেছে। প্যান্ট পরে আসা উচিত ছিল।

'জোসেফ, প্লীজ, এসো!' ডাক শোনা গেল ওয়েইট রুমের দরজা থেকে।

সেদিকে এগোল সে। খালি পায়ে লাগছে ভেজা ভেজা, ঠাণ্ডা ঘাস।

'কে ওখানে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডেকে জিজ্ঞেস করল সে। 'কি চাও?'

টান দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল সে।

সিলিঙে লাগানো সবগুলো আলো জ্বলছে। ভেতরটা দিনের মত উজ্জ্বল। বাতাস গরম। আঠা আঠা। ঘামের গন্ধে ভরা।

কালো রঙের ওয়েইটগুলো সব জমা করে রাখা একপাশের দেয়াল ঘেঁষে। রূপালী ওয়েইট মেশিনগুলো ঝকঝক করছে উজ্জ্বল আলোয়।

এক কদম আগে বাড়ল সে। দৃষ্টি ঘুরছে চতুর্দিকে। 'অ্যাই,



কেউ আছো?' ছোট্ট ঘরটায় অতিরিক্ত জোরাল হয়ে বাজল ডাকটা। কর্কশ। 'কে ওখানে?'

নীরবতা।

গেরিকে দেখতে পেল সে। দুটো ওয়েইট মেশিনের মাঝখানে চিত হয়ে আছে।

'গেরি, এত রাতে এখানে কি করছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল জোসেফ।

দ্রুত এগোল গেরির দিকে। মোজাইক করা মসৃণ মেঝেতে ভেজা পা পিছলে যেতে চায়।

আচমকা তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার গলা চিরে।

নিষ্প্রাণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে গেরি। ফাঁক হয়ে আছে মুখ। নীরবে সাহায্যের আবেদন জানানোর ভঙ্গিতে।

গুঙিয়ে উঠল জোসেফ।

একটা বারবেল পড়ে আছে গেরির গলায়। দুটো ভারের মাঝখানের দণ্ডটা এমন করে চেপে আছে, দম বন্ধ হয়ে গেছে গেরির। ঘাড়ের হাড়ও ভেঙে গিয়ে থাকতে পারে।

মারা গেছে গেরি।

হাঁপাতে হাঁপাতে নিচু হয়ে গলার ওপর ঝুঁকে বারবেলের ডাণ্ডাটা চেপে ধরল জোসেফ। অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন আর সরানোর কোন মানে হয় না।

আতঙ্কিত জোসেফ যেন ঘোরের মধ্যে করে চলেছে কাজগুলো। ঠিক করছে না বেঠিক করছে তা-ও ভাবছে না।

বারবেলটা তোলার জন্যে টান দিয়েছে, এই সময় পেছনে শোনা গেল পদশব্দ। বারবেল ছেড়ে দিয়ে ঘুরে তাকাল জোসেফ।

'ব্রাডন! আপনি!'

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

## ছাব্বিশ

লাল আলো ঘোরাতে ঘোরাতে হুইসেল বাজিয়ে এসে হাজির হলো পুলিশ। গম্ভীর মুখে কাজ শুরু করল। ওয়েইট রূমের ভেতরে-বাইরে ছড়িয়ে পড়ল। কথা বলছে নিচু স্বরে।

কয়েকটা চেনা মুখ দেখতে পেল জোসেফ। রীমা যেদিন খুন হয়েছিল, সেদিনও এসেছিল ওরা। তাদের মধ্যে রয়েছে মহিলা অফিসার গ্রেগ। ব্র্যান্ডনের সঙ্গে কথা বলার সময় দ্রুত লিখতে লাগল নোটপ্যাডে।

বাকি লাইফগার্ডদেরও জড় করা হয়েছে। একপাশের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। বিষণ্ণ। গম্ভীর।

কাঁদতে শুরু করেছে সুজি। দেয়ালে হেলান দিয়ে। দুই হাতে মুখ ঢেকে।

জেরিকেও খুঁজে পাওয়া গেছে। ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য হয়ে আছে চেহারা। চোখ আধবোজা। চুল ভেজা। পুলের কিনার দিয়ে হাঁটতে গিয়ে নাকি পিছলে পড়ে গিয়েছিল।

এককোণে দাঁড়িয়ে আছে রবি আর কিং। কিংকে উদভ্রান্ত লাগছে। নার্ভাস ভঙ্গিতে বার বার টোকা দিচ্ছে দেয়ালের গায়ে।

ডিউক দাঁড়িয়ে আছে জোসেফের প্রায় গা ঘেঁষে। ভয় পাচ্ছে, পড়ে যাবে জোসেফ। তাহলে যাতে ধরে ফেলতে পারে।

'শুতে যাচ্ছিলাম,' গ্রেগের প্রশ্নের জবাবে ব্র্যান্ডন বলছে।



'ওয়েইট রূমে আলো চোখে পড়ল। এত রাতে আলো জ্বলার কথা নয়। দেখতে গেলাম। ভেতরে গিয়ে দেখলাম জোসেফকে। প্রথমে বুঝতে পারিনি কি করছে। এগিয়ে গিয়ে দেখি গেরির গলার ওপর থেকে বারবেল তুলছে।'

জোসেফের দিকে তাকাল গ্রেগ। দৃষ্টিটা আটকে রইল দীর্ঘ এক মুহূর্ত। তাকিয়ে থাকতে পারল না জোসেফ। চোখ সরিয়ে নিল।

আমাকে কি অভিযুক্ত করছে—ভাবল সে। কেঁপে উঠল। গ্রেগ কি ভাবছে আমিই গেরিকে খুন করেছি? ব্র্যান্ডনও কি তা-ই ভেবেছিল?

গেরির লাশের দিকে তাকাল সে। বারবেলটা সরানো হয়েছে। লাশটাও সরিয়ে এনেছে। এখনও আতঙ্কিত ভঙ্গিতে মুখ ফাঁক করে নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চোখ দুটো।

কালো একটা মাকড়সাকে গুটি গুটি কপালের দিকে এগিয়ে যেতে দেখল জোসেফ। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। মাকড়সাটাকে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে হলো।

গেরি সরাতে পারবে না। ওর হয়ে কাজটা করে দেয়ার ইচ্ছে হলো জোসেফের।

ওর হাত চেপে ধরল ডিউক, 'অ্যাই, তোমার খারাপ লাগছে?'

'না,' খসখসে গলায় জবাব দিল জোসেফ। 'দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে।'

মাকড়সাটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। কপাল থেকে গালে নামল ওটা। তারপর ঘুরে এগোল নাকের দিকে। ঢুকে পড়ল নাকের ফুটোয়।

তীব্র একটা গোঙানি বেরিয়ে এল জোসেফের মুখ থেকে। বোঁ করে চক্কর দিয়ে উঠল মাথাটা।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

*

আধঘন্টা পর। সবাইকে কমন রূমে যেতে বলল পুলিশ। কেউ কাউচে, কেউ চেয়ারে গিয়ে বসল ওরা। অফিসার গ্রেগ ওদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। চামড়ার একটা আর্মচেয়ারে পা তুলে শরীরটাকে কুঁকড়ে বসল জোসেফ।

নীল একটা উলের চাদর ওকে এনে দিয়েছে রবি। শরীরে জড়িয়ে নিয়েছে সে ভালমত। গরম লাগছে এখন। তবু কাঁপুনি বন্ধ হচ্ছে না।

রান্নাঘর থেকে গিয়ে এক কাপ গরম চা এনে দিল ওকে ডিউক। চুমুক দিতে গেল। হাতের কাঁপুনির চোটে ঠিকমত লাগাতেই পারছে না ঠোঁটে।

শান্ত হও, জোসেফ। শান্ত করো নিজেকে। বোঝাল সে। কেউ তোমাকে খুনী ভাবছে না এখনও। শক্ত হও।

দুই হাতে কাপটা ধরে চুমুক দিল সে। গরম বাষ্প লাগছে মুখে। আরাম লাগছে তাতে।

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল তার দিকে চেয়ে আছে অফিসার গ্রেগ। নিচের ঠোঁট কামড়াচ্ছে। 'আবার সেই রহস্যময় শব্দটা শুনেছ?' কোন ভাবাবেগ নেই প্রশ্নটাতে। অতি সাধারণ। যেন চায়ে লেবু দেয়া হয়েছে কিনা, জিজ্ঞেস করছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে চাদরটা আরও ভাল করে টেনে দিল গায়ে।

'কার গলা চিনতে পারোনি নিশ্চয়,' প্রশ্ন নয়, যেন সাধারণ আলোচনা। নিচের ঠোঁট কামড়ে চলেছে গ্রেগ।

'না,' ঢোক গিলল জোসেফ।

'অনুসরণ করলে কেন?'

নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল জোসেফের। বন্ধ করল। গ্রেগের চোখ থেকে চোখ সরাল না আর। 'জানি না।'

প্যাড নামাল গ্রেগ। 'কেন গেলে? আগের বার ওই কণ্ঠটা



তোমাকে একটা খুন হওয়া মেয়ের লাশের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। এবারও যখন ডাকল, যেতে দ্বিধা হয়নি?'

চোখ বন্ধ করল জোসেফ। 'যেতে বলল, গেছি। এমন অনুরোধ শুরু করল, না গিয়ে পারলাম না। আমাকে তাড়াতাড়ি করতে বলল। আমি...'

চোখ মেলল সে। রাগ চেপে রাখতে পারল না আর, 'আমার কথা আপনি বিশ্বাস করছেন না, না?' চিৎকার করে উঠল সে। 'আপনি ভাবছেন বানিয়ে বলছি আমি। আপনি ভাবছেন গেরিকে আমি খুন করেছি, দুটো খুনই আমি করেছি।'

'আরে, থামো, থামো,' হাত তুলে থামতে বলল গ্রেগ।

'গেরিকে খুন করার কোন কারণ নেই আমার,' চিৎকার করে বলল জোসেফ। 'কোনই কারণ নেই।'

'কারও তো আছে,' দরজার কাছ থেকে বলল একটা পুরুষ-কণ্ঠ। একজন তরুণ পুলিশ অফিসার। লাল টুকটুকে গাল। সোনালি কোঁকড়া চুল বেরিয়ে আছে ক্যাপের তলা দিয়ে। গ্রেগের পাশে এসে দাঁড়াল। 'কারও জন্যে কারণ আছে। সেই কারণ থাকাতেই কোন একজন একের পর এক খুনগুলো করে যাচ্ছে।'

বিড়বিড় করে গ্রেগকে কি বলল সে। তারপর চোখের পাতা সরু করে তাকাল আবার জোসেফের দিকে।

'গ্র্যান্ট, মৃত্যুর সময়টা জানা গেছে?' জিজ্ঞেস করল তাকে গ্রেগ।

'জনসন বলছে, অন্তত এক ঘণ্টা আগে খুন হয়েছে ছেলেটা। প্রথমে ভারি কিছু দিয়ে মাথার পেছনে বাড়ি মেরেছিল। বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাওয়ার পর নিশ্চয় বারবেলটা চাপিয়ে দিয়েছে তার গলায়। দম আটকে মারা গেছে তখন,' জোসেফের দিকে তাকিয়ে থেকেই জবাবটা দিল গ্র্যান্ট।

কেঁপে উঠে আবার চাদরের নিচে লুকানোর চেষ্টা করল

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

জোসেফ।

'তোমাকে এত চেনা চেনা লাগছে কেন?' জোসেফের দিকে দুই কদম এগিয়ে এল গ্র্যান্ট।

প্রশ্নের জবাবে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল জোসেফের : কারণ আমি এক বছর আগে এখানে এসেছিলাম!

কিন্তু করল না। বরং মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে বলল, 'জানি না কেন চেনা লাগছে। আগেও এখানে লাইফগার্ডের চাকরি করে গেছি, সেজন্যে হতে পারে।'

'তুমি কি এখানকার স্থানীয় লোক?' চড় মেরে চওড়া কপাল থেকে একটা মাছি তাড়াল গ্র্যান্ট।

জবাব দিতে যাচ্ছিল জোসেফ, কিন্তু জেরিকে প্রশ্ন শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে গ্রেগ, 'গেরির সঙ্গে জোসেফের সম্পর্ক কেমন ছিল? ঝগড়া-বিবাদ করেছে নাকি?'

কি জবাব দেয় শোনার জন্যে গ্রেগের দিক থেকে ঘুরে জেরির দিকে তাকাল জোসেফ।

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল জেরি। অস্বস্তি বোধ করছে। মাথায় হাত বোলাল। তারপর বলল, 'জোসেফ যা বলেছে সত্যি কথাই বলেছে। গেরিকে খুন করার কোন কারণ নেই ওর।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রবির দিকে ঘুরতে গেল গ্রেগ, কিন্তু জেরির কথা শেষ হয়নি। সে বলল, 'একটা কথা বোধহয় বলা দরকার।' মাথায় এখনও হাত বোলাচ্ছে সে।

'কি?' ভুরু নাচাল গ্রেগ।

গ্র্যান্ট তাকিয়ে আছে জেরির দিকে।

'ডিনারের পর হাঁটতে বেরিয়েছিল জোসেফ,' জেরি বলল। 'ওয়েইট রুমের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল গলফ কোর্সের দিকে। ওর সঙ্গে আমিও যাব বলার জন্যে ডাকতে যাচ্ছিলাম। এই সময় ঝগড়া শুনলাম। জোরে জোরে কথা বলছিল গেরি আর সুজি।



সুজি ওকে খুন করার হুমকি দিচ্ছিল বার বার...'

জেরি কথা শেষ করার আগেই চিৎকার করে উঠল সুজি, 'ঝগড়া করেছি, সত্যি! কিন্তু আমি ওকে খুন করিনি! আমি খুন করিনি!' একটু থেমে বলল, 'জোসেফকে গলফ কোর্সের দিকে এগোতে আমিও দেখেছি। কিন্তু সামান্য কিছুদূর গিয়েই আবার ফিরে এসেছিল ওয়েইট রুমের দিকে। চুপচাপ সরে গিয়েছিল একপাশের অন্ধকার ছায়ায়। ওর হাঁটাচলাটা মোটেও স্বাভাবিক মনে হয়নি আমার। কেমন উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা, যেন মাথাটা ঠিকমত কাজ করছিল না ওর!'

## সাতাশ

পালাতে হবে। জোসেফ ভাবছে।

পুলিশের তদন্তের কারণে আবার পুরো একটা দিন বন্ধ রাখতে হয়েছে ক্লাব। প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা খুঁজেছে পুলিশ, সূত্রের আশায়; আর অনন্তকাল ধরে যেন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেছে একেকজনকে।

ক্লাব আবার খোলার পর স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছে ওরা। কিন্তু কোনভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। রোবট হয়ে গেছে যেন একেকজন। যান্ত্রিক চালচলন।

খাওয়াটা হচ্ছে এখন সবচেয়ে অস্বস্তির কাজ। ডিনারের পর যার যার মত শহরে চলে গেল। কেউ কারও কাছে সহজ হতে

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

পারছে না। এড়িয়ে চলছে। ঘটনাটা নিয়ে কোন রকম আলোচনার মধ্যে যাচ্ছে না।

মাঝে মাঝেই লক্ষ করেছে জোসেফ, আড়চোখে তার দিকে তাকানো হচ্ছে। যেই সে তাকায়, অমনি চোখ সরিয়ে নেয়।

ওদের ভাবনাটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না তার।

ওরা সন্দেহ করছে, রীমা আর গেরিকে সে-ই খুন করেছে।

গেরির মৃত্যুর চারদিন পরের ঘটনা এটা। ডাইনিং রুমের টেবিলে বসে সবাইকে উৎসাহ দেয়ার চেষ্টা করল ব্র্যান্ডন। বলল, সমস্ত ঝামেলার অবসান হয়েছে। ছুটিটা এরপর ভালই কাটবে।

কেউ বিশ্বাস করল না তার কথা। জোসেফ অন্তত করল না।

রবি জিজ্ঞেস করল, দুজন তো কমে গেল; তাদের জায়গায় লোক নেয়া হবে কিনা।

ব্র্যান্ডন জানাল, চেষ্টা চলছে।

ও বলল, পুলিশ এখন ভাবছে রাতের বেলা বেড়া ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকে কেউ খুন দুটো করে গেছে।

কিন্তু মেনে নিতে পারল না জোসেফ। ওর স্থির বিশ্বাস, খুনী ওদের মধ্যেই কেউ।

এই টেবিলে বসা মানুষগুলোর মধ্যে কোনও একজন।

কথাটা এই প্রথম মাথায় এল। আসার সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তিকর সম্ভাবনাটা ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিতে চাইল।

সে নিজে যে খুনী নয়, এটা তারচেয়ে ভাল আর কেউ জানে না; পুলিশ যতই সন্দেহ করুক।

তাহলে কে? টেবিলে বসা প্রতিটি মুখের ওপর দৃষ্টি ঘুরতে লাগল তার। ব্র্যান্ডন, রবি, সুজি, কিং, ডিউক, জেরি...এদের মধ্যে কোন একজন ভয়ঙ্কর খুনী। মারাত্মক বিপজ্জনক। ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে।

সুতরাং পালানো দরকার।



ওই মুখগুলোর কাছ থেকে দূরে। ক্লাব থেকে দূরে। লাইফগার্ডের চাকরি থেকে দূরে। সব কিছু থেকে দূরে।

রবির গাড়িটা আরেকবার ধার নিল সে। বলতেই চাবিটা দিয়ে দিল রবি। তবে তার আগে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জোসেফের মুখের দিকে, মোলায়েম গলায় বলল, 'সাবধানে থেকো।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে হাইওয়েতে বেরিয়ে এল জোসেফ। কোথায় যাবে? জানে না। কেয়ারও করে না।

গাড়ির সবগুলো জানালা নামিয়ে দিয়েছে। ক্রমাগত গরম বাতাস এসে ঝাপটা মারছে শরীরে। ভাপসা গরম। মুহূর্তে আঠা করে দেয় চামড়া। ভীষণ অস্বস্তিকর।

এটাকেও কেয়ার করল না এখন সে। বরং গরম বাতাস মুখে লাগাটাই যেন অনেক আরামের।

গ্যাস পেডালে পায়ের চাপ বাড়িয়ে দিল সে। মুহূর্তে ছোট্ট করোলাটার গতি তুলে দিল সত্তর মাইলে।

নির্জন হাইওয়ে। গাড়িঘোড়া প্রায় নেই। একটা মাত্র ট্রাক আর গোটা দুয়েক ভ্যানের পাশ কাটাল। রাস্তার দুই ধারে ছড়ানো চষা জমি। অস্তগামী সূর্যের আলোয় লাল।

গাড়ির ভেতর দিয়ে গর্জন করে প্রবাহিত হতে লাগল গরম বাতাস।

রেডিওর সুইচ অন করার জন্যে হাত বাড়াল। রিয়ারভিউ মিররে চোখ পড়তেই হাতটা থেমে গেল। একটা মুখ।

পেছনে বসে আছে।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

## আটাশ

চাকার তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তুলে নিয়ন্ত্রণ হারাল গাড়িটা।

পেছনে একটা ট্রাকের রাগত হর্ন শোনা গেল।

ঘাসে ঢাকা এবড়ো-খেবড়ো মাটিতে গাড়ি নেমে যাওয়ার প্রচণ্ড ঝাঁকুনি, ছাতে মাথা ঠুকে গেল তার। থেমে গেছে যেন হৃৎপিণ্ডটা। ওই অবস্থাতেই স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে আবার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এল গাড়িটাকে। রাস্তার ওপর ফিরিয়ে আনল। থামিয়ে দিল।

'কিং!' রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকিয়ে ভাঙা, খসখসে গলায় চিৎকার করে উঠল সে, 'তুমি এ ভাবে চুরি করে এলে কেন!'

'সরি,' হাসিটা চওড়া হলো কিং-এর। 'তোমাকে ভয় দেখাতে চাইনি, বিশ্বাস করো।'

'ভয় তো ভয়, আরেকটু হলে খুনই করে ফেলেছিলে! আমাকে তো মারতেই, নিজেও মরতে!' আবার চিৎকার করে উঠল জোসেফ। 'কেন এসেছ?'

সীটের ওপর দিয়ে সামনে ঝুঁকল কিং। তার গরম নিঃশ্বাস লাগছে জোসেফের ঘাড়ে। ভীষণ বিরক্ত লাগল। সরে গেল ঝটকা দিয়ে।

স্টিয়ারিঙে দুই হাত রেখে নিজেকে শান্ত করতে চাইল। মাথা গরম করে গাড়ি চালালে দুর্ঘটনা ঘটতে বাধ্য। কিন্তু কোনমতেই



রাগ কমাতে পারছে না। ইচ্ছে করছে ওর বেজিমার্কা মুখটায় ঘুষি মেরে থ্যাবড়া বানিয়ে দেয়। মুছে দেয় শয়তানি হাসি।

'আসতে ইচ্ছে করল,' জবাব দিল কিং। 'তা ছাড়া ভাবলাম আমি এলে তোমার মন ভাল লাগবে। হাসাহাসি করে মন ভাল করতে পারব।'

'মন আরও খারাপ করেছ!' চিৎকার করে উঠল জোসেফ। 'খুন করে খুশি করতে চেয়েছিলে, তাই না!'

'কি বলছ তুমি জোসেফ, শান্ত হও। আমি তোমার পক্ষে।'

'আমার পক্ষে মানে?'

'কে কি ভাবল তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না,' জবাব দিল কিং। 'আমি জানি, তুমি খুন করনি।' উঁচু স্বরে খলখল করে হাসল সে। বিরক্তিকর হাসি। শুনলেই পিত্তি জ্বলে যায়।

হাসি শুনেই মেরুদণ্ডের ভেতরে কেমন শিরশির করে উঠল জোসেফের।

'এ রকম করেই হাসানোর চেষ্টা করছ নাকি আমাকে?'

হাসি তো দূরের কথা, ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে জোসেফের।

সীট ডিঙিয়ে এসে প্যাসেঞ্জার সীটে বসল কিং। 'শোনো, আমাকে দেখে বিরক্ত হওয়ার কিছু নেই। আসলে কেন এসেছি, বলি। একা থাকতে ভাল লাগছিল না। যখন দেখলাম তুমি বেরোচ্ছ, একটা ফ্রি-রাইড নিয়ে নিলাম। তখন বললে হয়তো সঙ্গে নিতে না আমাকে। তাই চুরি করেই আসতে হলো। শহরে যাওয়ার জন্যে। চলো। দুজনে মিলে অনেক মজা করতে পারব।'

'দেখো, কিং, আমার মনটা ভাল নেই...'

কিন্তু জোসেফকে কথা শেষ করতে দিল না কিং। খপ করে কব্জি চেপে ধরল। 'আমি বলছি, আমি সঙ্গে গেলে তোমার ভাল লাগবে, দেখো।'

কব্জিতে চাপটা শক্ত হলো।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

'ছাড়ো!' ঝাড়া দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল জোসেফ। এক ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল নিজের পাশের দরজা। তারপর ঘুরে এসে হ্যাঁচকা টানে খুলল পেছনের দরজা। কিঙের দিকে আঙুল নেড়ে বলল, 'বেরোও!'

'জোসেফ!' অবাক হয়ে গেছে কিং। চোখ বড় বড় হয়ে যাওয়ায় সাদা অংশটা অনেক বেরিয়ে পড়েছে।

গরম বাতাসের ঝাপটা মেরে পাশ দিয়ে চলে গেল একটা বড় ট্রাক।

'বেরোও!' চিৎকার করে উঠল জোসেফ। 'দেখো, শেষবারের মত সাবধান করছি। না বেরোলে ঘাড় ধরে বের করে এনে ট্রাকের নিচে ছুঁড়ে ফেলে দেব।'

'জোসেফ, তুমি শুধু শুধু...'

ওর হাত চেপে ধরল জোসেফ। একটানে বের করে নিয়ে এল গাড়ি থেকে। ছুঁড়ে ফেলল ঘাসের ওপর।

চিত হয়ে পড়ল কিং। বিস্ময়ের ঘোরটা কাটতে উঠে বসল। চোখ লাল করে দাঁতে দাঁত চেপে হিসিয়ে উঠল, 'কাজটা ভাল করলে না, জোসেফ! মস্ত ভুল করলে! এর জন্যে পস্তাতে হবে তোমাকে!'

## উনত্রিশ

জোসেফের জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছে রবির। মাঝরাত হতে আর দেরি



নেই। এখনও আসছে না জোসেফ।

কিং-এরও খবর নেই। ডিউকের ধারণা, সে শহরে চলে গেছে। তবে বেরোতে দেখেনি তাকে কেউ।

'অ্যাই রবি, অন্যমনস্ক কেন? বল ধরো,' জেরি বলল।

পানি থেকে হাত তোলার আগেই একটা রবারের বল তার মাথায় ড্রপ খেয়ে চলে গেল। হেসে উঠল সবাই।

দ্রুত সাঁতরে বলের কাছে চলে গেল রবি। পানির ওপর ভেসে থেকে ডুবে ডুবে যেন লুকোচুরি খেলছে ওটা। তুলে নিয়ে যতটা সম্ভব জোরে জেরির দিকে ছুঁড়ে মারল। হাসতে হাসতে সহজেই ধরে ফেলল জেরি।

'দেখি, এদিকে মারো!' চিৎকার করে বলল সুজি। নীল একটা বিকিনি পরেছে, দিনের বেলা যেটা কখনও পরে না। বেশ সুন্দরী লাগছে তাকে।

সুজির দিকে বলটা ছুঁড়ে মারল জেরি। ধরার জন্যে হাতও উঁচু করল সুজি। কিন্তু মাঝখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়ল ডিউক। বলটা ধরে ফেলে হাসতে লাগল।

হাসাহাসি করছে সবাই। স্বাভাবিক মেজাজে ফিরে আসছে। দেখে ভাল লাগল রবির। গেরির মৃত্যুর পরের বিষণ্ন, গম্ভীর, ভারী পরিবেশ ভাল লাগছিল না তার।

এত রাতে পানিতে এসে নামার কারণ, সাংঘাতিক গরম। ঘরে থাকতে মনে হচ্ছিল গরম বাষ্পের মধ্যে রয়েছে।

ডিউক আর রবি কয়েক ঘণ্টা ধরে পোকার খেলেছে। এত গরম, বিছানায় যেতেই ভয় লাগছিল। শেষমেষ এসে তাই পানিতে নেমেছে। শরীর শীতল করার জন্যে। ওদের দেখাদেখি একে একে সুজি, ব্র্যান্ডন আর জেরিও নেমেছে।

দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে ওরা। ছেলেমানুষের মত চিত হয়ে ভেসে থাকার প্রতিযোগিতা করছে। বল ছুঁড়ে মারছে এদিক

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

ওদিক।

এত রাত হয়ে গেল, জোসেফ ফিরে না আসাতে দুশ্চিন্তা বাড়তে লাগল রবির। পেটের মধ্যে থেকে থেকেই এক ধরনের অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছে।

ডাইভিং বোর্ডে গিয়ে উঠল রবি। অস্বস্তিটা দূর করার জন্যে, অন্যমনস্ক হওয়ার জন্যে ঝাঁপ দিতে যাবে, এই সময় গাড়ির শব্দ শোনা গেল। ফিরেছে অবশেষে জোসেফ।

গাড়ি থেকে নেমে গেস্ট হাউসের দিকে যাচ্ছিল, চিৎকার করে ডাক দিল রবি। 'জোসেফ, শুনে যাও।' ডাইভিং বোর্ড থেকে মাটিতে নেমে এল সে।

দ্বিধা করছে জোসেফ।

ডিউকও ডাক দিল, 'আরে এসো না।'

'কাপড় পরা তো,' জবাব দিল জোসেফ।

'তাতে কি?'

এগিয়ে গেল রবি। 'কি হয়েছিল?'

গাড়ির চাবির রিঙটা আঙুলে ঢুকিয়ে ঘোরাচ্ছে জোসেফ। 'কিং।'

'কিং মানে? কি হয়েছে ওর? কোথায়?' ঘাবড়ে গেছে রবি।

'আসছে। হেঁটে হেঁটে।' শুকনো গলায় জবাব দিল জোসেফ।

'বুঝলাম না!'

'চুরি করে পেছনের সীটে বসে আমার সঙ্গে চলে গিয়েছিল। পেছন থেকে হঠাৎ এমন ভাবে চমকে দিল, আরেকটু হলে অ্যাক্সিডেন্ট করেই বসেছিলাম,' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল জোসেফ। 'এমন রাগ লাগল, রাস্তায় ঘাড় ধরে নামিয়ে দিয়েছি। হাতে-পায়ে ধরে কাউকে যদি রাজি করাতে পারে, লিফট পাবে; নয়তো হাঁটা ছাড়া গতি নেই। তবে চিন্তা নেই, চলে আসবে।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে রবি বলল, 'নাহ্, কিংকে



নিয়ে আর পারা গেল না। এত বেশি ফাজিল!'

'জোসেফ, কাপড় বদলে এসো,' ডেকে বলল ডিউক। 'পানিতে এসে নামো। শরীর জুড়িয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, পানিটা সত্যি চমৎকার,' ব্র্যান্ডন বলল। 'চলে এসো।...আরে আরে, তোমরা আবার কি শুরু করলে!'

জেরি আর সুজি পানি ছিটাচ্ছে একে অন্যকে। তারপর হাঁসের মত ডুব মারল সুজি।

ব্যাপারটা আকর্ষণীয় মনে হলো জোসেফের। রবির দিকে তাকিয়ে বলল, 'চট করে কাপড়টা বদলে আসি আমি। যা গরমের গরম, বাপরে বাপ! চামড়া জ্বলে যাচ্ছে। পানিতে না নেমে ঠাণ্ডা হবে না।'

গেস্ট হাউসের দিকে চলে গেল জোসেফ।

চিন্তিত ভঙ্গিতে গেটের বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল রবি। কিং আসে কিনা দেখছে।

সাঁতার প্রতিযোগিতা শুরু করেছে ওদিকে ব্র্যান্ডন আর ডিউক। শরীরটা ডিউকের চেয়ে ব্র্যান্ডনের ছোট হলেও সাঁতারু হিসেবে অনেক ভাল।

ওদের সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্যে আবার পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রবি। কিন্তু সাঁতারে দুজনের কারও সঙ্গেই পারল না সে।

পানি থেকে উঠে ডাইভিং বোর্ডের দিকে এগিয়ে চলেছে সুজি আর জেরি। কি কথা নিয়ে যেন হাসাহাসি করছে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এসে হাজির হলো জোসেফ। কালো সুইম স্যুট পরে এসেছে। কোন রকম দ্বিধা না করে নেমে পড়ল পুলের গভীরতম অংশে।

ডুব দিয়ে ভেসে উঠতেই রবি জিজ্ঞেস করল, 'কেমন?'

'দারুণ!' জবাব দিল জোসেফ।

'এর চেয়ে ভাল আর হতে পারে না,' জোসেফের কথার

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

প্রতিধ্বনি করল যেন ডিউক।

শরীরের ওপর চাপ না ফেলে আস্তে আস্তে সাঁতরে চলল জোসেফ। খুব ভাল সাঁতারু সে, জোসেফের সাঁতরানোর কায়দা দেখেই বুঝে ফেলল রবি।

ব্র্যান্ডন ডাকল রবিকে, 'কি, একবারেই শখ উধাও? আরেক দফা হয়ে যাক, এসো।'

ওর দিকে এগিয়ে গেল রবি।

পুলের কিনারে হাসাহাসি করছে সুজি আর জেরি। জেরিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল সুজি। আরও জোরে হেসে উঠল। ভুস করে মাথা তুলে থাবা দিয়ে সুজির পা ধরে ফেলল জেরি। মারল হ্যাঁচকা টান। সুজিও পানিতে পড়ে গেল।

দাপাদাপি, পানি ছিটানো, সেই সঙ্গে হাসাহাসি, চেঁচামেচি-চিৎকার চলল সমানে।

ওদের সঙ্গে যোগ দিল ডিউক, ব্র্যান্ডন আর রবি। জোসেফের দুশ্চিন্তাটা মাথা থেকে চলে যাওয়ায় আবার মন খুলে হাসতে পারছে রবি।

পুলের কিনারে পানি থেকে উঠতে যাচ্ছিল জেরি, পা ধরে টান মেরে আবার তাকে ফেলে দিল সুজি।

পানিতে পড়ার ঝপাং শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ একটা চিৎকারে চমকে গিয়ে ঘুরে তাকাল সবাই।

কে চিৎকার করছে বুঝতে বেশ খানিকটা সময় লাগল রবির।

চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছে জোসেফ। অদ্ভুত, কলজে-কাঁপানো সে-চিৎকার। তীক্ষ্ণ, চড়া, যেন ফাঁদে পড়া কোন জানোয়ারের চিৎকার।

সবার আগে জোসেফের কাছে পৌঁছে গেল ডিউক। বাকিরাও পৌঁছল। টেনে-হিঁচড়ে জোসেফকে নিয়ে গেল অগভীর অংশের দিকে।



'জোসেফ! জোসেফ!' ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে লাগল রবি। 'কি হয়েছে তোমার?'

কিন্তু চিৎকার করেই চলেছে জোসেফ। পাগল হয়ে গেছে যেন। বদ্ধ উন্মাদ। রবির কথা যেন কানেই ঢোকেনি।

'জোসেফ!' ওর কাঁধ ধরে আবার ঝাঁকি দিল রবি। 'এই জোসেফ, হয়েছে কি?'

থেমে গেল চিৎকার। কেঁপে উঠল থরথর করে। গুঙিয়ে উঠল, 'আমি জোসেফ নই!'

সবাই ঘিরে এসেছে তাকে।

'কি হলো ওর? কি বলছে?' জেরি জানতে চাইল।

'আমি জোসেফ নই!' আবার বলল সে।

'জোসেফ, বড় করে দম নাও,' ব্র্যান্ডন বলল। 'গরমে মাথা গরম হয়ে গেছে। ভালমত দম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে...'

'আমি জোসেফ নই!' চিৎকার থেমে গেছে। গোঙানিও। দ্রুত সামলে নিচ্ছে সে। 'আমার স্মৃতিশক্তি...ফিরে আসছে আবার...সুজি যখন জেরির পা ধরে টান মারল, তখন।'

জোরে জোরে শ্বাস টানছে জোসেফ। তালে তালে ওঠানামা করছে বুক।

'জোসেফ...' কোমল গলায় বলল ব্র্যান্ডন, 'জোসেফ, শোনো...'

'কিন্তু আমি জোসেফ নই! জোসেফ মরে গেছে!' উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থাটা কেটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। তবে খুব দুর্বল বোধ করছে। সেটা মানসিক কারণেও হতে পারে।

অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল জেরির মুখ থেকে।

ভয় পেয়ে গেল রবি। জোসেফ পাগল হয়ে গেছে ভেবে।

'আমি জোসেফ নই। মুসা। মুসা আমান। এক বছর আগে জোসেফ উইলারকে আমিই খুন করেছিলাম।'

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

রবির দিকে তাকাল ব্র্যান্ডন। 'ঘরে নিয়ে যাও ওকে। শান্ত করার চেষ্টা করো। নাহলে ডাক্তার ডাকতে হবে।...আমি ঘরেই থাকব। দরকার মনে করলে ডেকো।'

## ত্রিশ

গেস্ট হাউসের কমন রুমে মুসাকে প্রায় ধরে ধরে নিয়ে এল রবি আর ডিউক। দুজনেই খুব আন্তরিক ব্যবহার করছে ওর সঙ্গে। ওর কাঁধে বড় একটা তোয়ালে জড়িয়ে দিয়েছে রবি। দৌড়ে গিয়ে মুসার ঘর থেকে পাজামা আর ঢোলা শার্ট এনে দিল ডিউক।

অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে মুসার। উত্তেজিত, দ্বিধাগ্রস্ত, ভীত। একসঙ্গে এত কিছু!

তবে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেও। এই জন্যে যে সে এখন জানে সে কে। ও জোসেফ উইনার নয়। সেই মৃত লাইফগার্ড নয়।

আগের গ্রীষ্মে ঘটেছিল ঘটনাটা। আতঙ্কে ভরা এক গ্রীষ্ম, যার রেশ আজও কাটেনি।

এক বছর অনেক দীর্ঘ সময়। কিন্তু স্মৃতিতে এখনও জ্বলজ্বলে, স্পষ্ট সব কিছু, মনে হচ্ছে যেন কালকের ঘটনা।

চামড়ায় বাঁধানো গদিওয়ালা কাউচটাতে ওর সঙ্গে প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে রবি আর ডিউক। রবি জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চাও?'

'হ্যাঁ, বলব,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জবাব দিল মুসা। বললে মনের



ভার পাতলা হবে ভেবেই রাজি হলো সে।

'গত বছর এখানে লাইফগার্ডের কাজ করে গেছ তুমি?' রবি জানতে চাইল। তার চোখ মুসার চোখে স্থির।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল মুসা। 'জোসেফ উইনারও লাইফগার্ড ছিল। লাইফগার্ড ডরমিটরিতে ও আমার রুমমেট ছিল। স্কুল থেকেই বন্ধুত্ব। ওদের বাড়িতে বহুবার গেছি আমি। আমার মতই নিগ্রো ছিল। ও এসেছিল ব্ল্যাকফরেস্ট থেকে। আমি রকি বীচ।'

পাজামার পকেটে হাত ঢোকাল সে। জোসেফ উইনারের চেহারাটা ভাসছে মনের পর্দায়। 'খাতির মোটামুটি খারাপ ছিল না ওর সঙ্গে আমার। এক বিকেলে ক্লাব খোলার পর অতি সাধারণ কথা নিয়ে ঝগড়া বেধে গেল আমাদের।'

'কি কথা?' কালো ভেজা চুলে আঙুল চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করল ডিউক।

'মনে পড়ছে না এখন। তবে খুব সাধারণ কোন ব্যাপার,' মুসা বলল। 'পুলের কিনারে দাঁড়িয়েছিলাম দুজনে। খানিক আগে যেখানটায় জেরিকে টান মেরে ফেলে দিয়েছিল সুজি। কথা কাটাকাটি করতে করতে হঠাৎ ওর কি হলো কে জানে, ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। বোকা হয়ে গেলাম। ও যে এমন করবে, কল্পনাই করিনি। কিছুক্ষণ মাথায় খানিকটা গোলমাল হয়েছিল, সেরেও গিয়েছিল জানতাম, কিন্তু পুরোপুরি সারেনি সেদিন বুঝতে পারলাম।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল সে। স্মৃতিটা খুব উজ্জ্বল। সে-জন্যেই ভয়ঙ্কর। 'নীল একটা শার্ট পরা ছিল জোসেফের। ওকে সরানোর জন্যে ধাক্কা মারলাম। কোন ক্ষতি করতে চাইনি, কেবল সরাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু...' পরের দৃশ্যটা মনে হতেই কেঁপে উঠল সে। কথা আটকে গেল।

'পানিতে পড়ে গিয়েছিল সে?' জানতে চাইল রবি।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'শানের মধ্যে পড়ে গিয়ে মাথায় বাড়ি খেয়েছিল। ডুবে গিয়েছিল পানিতে।...কিন্তু ব্যাপারটা ছিল নিছক একটা দুর্ঘটনা। একেবারেই দুর্ঘটনা। ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা।'

শার্টের হাতা দিয়ে চোখ মুছল সে। নিঃশ্বাস ভারী হয়ে গেছে। বুকের মধ্যে বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ডটা।

'মরে গিয়েছিল?' জানতে চাইল ডিউক।

আবার মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'হ্যাঁ। পানিতে নেমে ওকে তুলে এনে ওর অবস্থা দেখে বোকা হয়ে গিয়েছিলাম। মাথা ফেটে গেছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। পুলের কিনারে শুইয়ে রেখে দৌড় দিলাম ডাক্তার ডাকতে।'

চোখের সামনে সব ঘোলাটে, অস্পষ্ট হয়ে আসছে জোসেফের–ঘর, আসবাবপত্র, দেয়ালে লাগানো ডাইভিং পোস্টার, সব।

'ফিরে এসে আগের জায়গায় পাওয়া গেল না ওকে,' বলল সে। 'আমি চলে যাওয়ার পর বোধহয় জ্ঞান ফিরেছিল। ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল আবার পানিতে। তোলার কেউ ছিল না। নিজে নিজেও উঠতে পারেনি। কিংবা আবার বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল। মোট কথা, বাঁচতে পারেনি সে আর।...তারপর বহুদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছে আমাকে,' মুসা বলল।

'থাক, মুসা,' রবি বলল, 'তোমার কষ্ট হলে বলার দরকার নেই।'

মাথা নাড়ল মুসা, 'না, বলতে দাও আমাকে। মনটা হালকা হোক।'

উঠে গিয়ে কোলের ওয়াটার কুলার থেকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি এনে দিল ওকে ডিউক। কৃতজ্ঞ হয়ে গেল মুসা। ঢকঢক করে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলল। তারপর আবার বলতে লাগল, 'মানসিক



রোগের হাসপাতালে পাঠানো হলো আমাকে। কারণ...জোসেফের মৃত্যুর পর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার...অদ্ভুত এক রোগ, নিজেকে জোসেফ ভাবতে আরম্ভ করেছিলাম।'

বিস্ময় দেখা গেল রবি আর ডিউক দুজনের চোখেই। আবার দেয়ালের দিকে নজর ফেরাল মুসা। গড়গড় করে বেরিয়ে আসতে শুরু করল মনের কথাগুলো, 'আমি ভাবতাম আমিই জোসেফ। রোগটা হওয়ার কারণ, ডাক্তাররা বলেছেন, এত দুঃখ পেয়েছিলাম, এত অপরাধবোধে ভুগছিলাম, এতটাই বেশি, যে মগজ সে-চাপ সহ্য করতে পারেনি। কি জানি ঘটে গিয়েছিল মগজের মধ্যে, একদিন নিজের কাছে নিজে হয়ে গেলাম জোসেফ। জোসেফের ঘর থেকে তার অনেক কাপড়-চোপড় আর ব্যবহারের জিনিস নিয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে করে। পরতাম ওগুলো। ব্যবহার করতাম। ভাবতাম, ওগুলো বুঝি আমারই। তাতে আরও বেশি করে জোসেফ বনে গেলাম। এখন মনে পড়ছে, ওখান থেকেই জোগাড় করেছিলাম আই-ডি কার্ডটা। ঘষা খাওয়া ছবি, তা ছাড়া দুজনেই নিগ্রো বলে চেহারাটা আলাদা করতে পারনি তোমরা। বুঝতে পারনি ছবিটা আমার নয়।

'যাই হোক, কয়েক মাস ধরে হাসপাতালে পড়ে রইলাম। ঠিক কতদিন, মনে করতে পারব না। সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলাম। আবার মুসা হতে শুরু করলাম–মাঝে মাঝে মুসা হতাম, আবার জোসেফ হয়ে যেতাম। মগজ থেকে আমার অপরাধবোধ সাফ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন ডাক্তাররা। বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, ওটা খুন নয়, দুর্ঘটনা। মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। এর জন্যে দুঃখ করে করে আমার সারাটা জীবন ধ্বংস করে দেয়ার কোন যুক্তি নেই।'

মাথা নিচু করে শুনছে রবি। ওর সদা হাসিখুশি মুখে বিষণ্ণতার ছাপ। কাউচের হাতলে ধীরে ধীরে টোকা দিচ্ছে ডিউক।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

মুসার দিকে তাকাচ্ছে না সে-ও।

'যখন দেখল, আমি ভাল হয়ে যাচ্ছি, আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল হাসপাতাল থেকে,' বলল মুসা। 'প্রায় একটা বছর স্কুলে যেতে পারিনি। গত বছরের গ্রীষ্মের ছুটির পর সেই যে স্কুল ছেড়েছি, আর যাইনি। জোসেফ বনে থাকার ঘোরে কোনদিক দিয়ে যে উড়ে চলে গিয়েছিল সময়টা, টেরই পাইনি। বাড়ি ফিরতে পেরে খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু...'

ঢোক গিলল সে। বলার জন্যে অস্থির হয়ে উঠে মনে করেছিল বলাটা কতই না সহজ। কিন্তু বড় কঠিন। বার বার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

লম্বা দম নিল। 'হাসপাতালওলারা বেশি তাড়াতাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল আমাকে। আরও কিছুদিন আটকে রাখা উচিত ছিল, একশো ভাগ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত।...পালালাম। এক সকালে কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে।'

অবাক হলো ডিউক। 'তুমি যে এসেছ তোমার বাবা-মা জানেন না?'

মাথা নাড়ল মুসা। বাবা-মা'র চেহারাটা কল্পনা করল। উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় তাদের অবস্থা কি হয়েছে আন্দাজ করে দুঃখ পেল।

'চুরি করে বেরিয়ে পড়লাম,' বলল সে। পকেট থেকে হাত বের করে ফেলল। তালু ঘেমে গেছে। শার্টে মুছে নিয়ে হাত দুটো আড়াআড়ি রাখল বুকের ওপর। 'আবার জোসেফ হয়ে গেলাম আমি। বাস ধরে সোজা চলে এলাম এখানে। নিজেকে জোসেফ ভাবাতেই এখানে এসেছি।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'কেন ফিরেছি? নিজেই জানি না। হয়তো সুপ্ত, অবচেতন মন আমাকে তাগাদা দিচ্ছিল কোন কারণে, যেখানে জোসেফ খুন হয়েছে সেখানে ফিরে আসতে।'

মুসার কথা শেষ। কাউচে হেলান দিল সে। পানি ঠেকাতে



পারছে না চোখের।

ভারী স্তব্ধতা যেন চেপে বসল ঘরের মধ্যে। কেউ কথা বলছে না। কেউ নড়ছে না।

অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করল জোসেফ। মুসার দিকে ফিরল। ওর কালো চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অন্তর ভেদ করতে চাইছে মুসার। 'একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না,' দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গিতে বলল ডিউক, 'বাকি দুজনকে খুন করলে কেন? গেরি আর রীমা?'

বরফ শীতল একটা শিহরণ বয়ে গেল যেন মুসার মেরুদণ্ড বেয়ে।

'কি বলছ! আমি খুন করব কেন?'

## একত্রিশ

ডিউকের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মুসা। প্রশ্নটা প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিয়ে থামিয়ে দিয়েছে ওকে।

রবির চোখে বিস্ময়।

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে ডিউকের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল মুসা, 'না, আমি খুন করিনি ওদের! করলে মনে করতে পারছি না কেন?'

'তুমি নিজে কে, সেটাই তো মনে করতে পারো না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল ডিউক। 'হয়তো তুমিই ওদের খুন করেছ। তারপর স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে সব।'

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

'না! মনে করতে না পারলে কি হবে, আমি খুন করিনি!' কোমরে দুই হাত রেখে দাঁড়াল মুসা। 'কিন্তু তোমার কেন মনে হলো আমি ওদের খুন করেছি? কেন করব? কোন কারণ নেই...'

থেমে গেল কথা শেষ না করেই।

একটা কথা মনে পড়েছে।

ডিউকের সামনে দাঁড়িয়ে ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মুসা বলল, 'এক মিনিট, ডিউক। তুমি বলেছিলে সেই গ্রীষ্মে তুমি এখানে ছিলে। আমাকে চিনতে পেরেছিলে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু...' ঝিক করে উঠল ডিউকের কালো চোখ। গাল লাল হয়ে গেল।

'কেন তাহলে আমাকে মুসা বলে ডাকলে না? আমার নাম যখন জোসেফ বললাম, কেন কিছু বললে না?'

এমন করে দুই হাত তুলল ডিউক, যেন ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবে মুসাকে। 'আমি আসলে মনে করতে পারিনি।...সরি...সত্যি আমি দুঃখিত।'

'কিন্তু, ডিউক...' মুসা বলতে গেল।

'মুসা, দেখো, ওই গ্রীষ্মে সাংঘাতিক খারাপ অবস্থা গেছে কিছুদিন ক্লাবটাতে,' ডিউক বলল। 'সবে তখন এসেছি আমি। কয়েক দিন হয়েছে মাত্র ক্লাব খুলেছে। সবাই নতুন জায়গায় অভ্যস্ত হতে আরম্ভ করেছে। হঠাৎ করেই একজন লাইফগার্ড মারা গেল, আরেকজনকে সরিয়ে নেয়া হলো। তোমাকে নিয়ে যেতে দেখেছি বটে আমি, কিন্তু নাম-পরিচয় কিছুই আর জানা হয়নি। তারপর তো কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। জানার কথা আর মনেই এল না।'

ওর মুখের দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে মুসা।

উঠে দাঁড়াল রবি। 'ব্র্যান্ডনকে জানানো দরকার।' জানালা দিয়ে পুলের দিকে তাকাল। বাইরেটা শান্ত। 'সবাই বোধহয় ঘরে



শুতে চলে গেছে। ব্র্যান্ডনকে জাগাতে হবে। ব্যাপারটা সিরিয়াস মনে হচ্ছে আমার। শেষে হয়তো বলবে আগে জানালে না কেন আমাকে।'

'বাড়িতে ফোন করতে হবে আমার,' মুসা বলল। 'অনেক কষ্ট দিয়েছি, আর না। মাকে ফোন করে এক্ষুণি বলে দিতে হবে যে আমি ভাল আছি।'

'ব্র্যান্ডনের অফিসের ফোনটাই ব্যবহার করতে পারবে,' ডানের একটা দরজা দেখাল রবি। মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল। কাঁধে ফেলল তোয়ালেটা। 'তুমি ভাল হয়ে যাওয়াতে আমার খুব খুশি লাগছে, জোসেফ...মানে, মুসা!'

একই ভাবে বসে আছে ডিউক। মুসার দিকে তাকাল। 'আমি আসব?'

'আমাকে সাহায্য করতে?' মাথা নাড়ল মুসা, 'না, তোমার আর কষ্ট করে দরকার নেই। অনেক করেছ। অনেক ধন্যবাদ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল ডিউক। রবির সঙ্গে বেরিয়ে গেল। রবি যাবে ব্র্যান্ডনের সঙ্গে কথা বলতে।

মুসা চলল ব্র্যান্ডনের অফিসে, বাড়িতে ফোন করতে। এতটাই উত্তেজিত সে, ঠিকমত চিন্তা করতে পারছে না। সব যেন ধোঁয়াটে।

মাকে কি বলবে? কি ঘটেছে, কি করে বোঝাবে?

জানে, ওর কণ্ঠ শুনেই মা কান্নায় ভেঙে পড়বে। প্রথমে কাঁদবে কিছুক্ষণ। তারপর বকাবকি করবে। তারপর লাইফগার্ডগিরি বাদ দিয়ে জলদি জলদি বাড়ি ফিরে যেতে বলবে। আর বাবার সঙ্গে কথা বলতেই ভয় লাগছে তার। কি জবাব দেবে?

মা আর বাবা নিশ্চয় ভেবে বসে আছে কোথাও মরে পড়ে আছে সে। ভাবতেই বুকের মধ্যে আবার কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল তার। একটা নোট পর্যন্ত রেখে আসেনি। কোথায় যাচ্ছে, কোন

হদিসই রাখেনি।

ইস্, কি কষ্টটাই না দিয়েছে!

ভীষণ অন্যায় করেছে!

ব্র্যান্ডনের অফিসে ঢুকতে বুকের কাঁপুনি আরও বেড়ে গেল। সুইচ টিপে ছাতের আলোটা জ্বেলে দিল। ডেস্কের সামনে গিয়ে হাত বাড়াল ফোনের দিকে।

রিসিভার তোলার আগেই পদশব্দ কানে এল। ফিরে তাকিয়ে দেখল, দরজায় ডিউক দাঁড়িয়ে আছে।

'মুসা, তুমি ঠিক আছো তো?' জিজ্ঞেস করল সে। 'ভাবলাম, মনের যা অবস্থা তোমার কিছু যদি হয়ে যায়। দেখতে এলাম।'

'থ্যাংকস,' জোর করে মুখে হাসি ফোটাল মুসা। 'না, আমি ঠিকই আছি। স্মৃতি ফিরে আসার পর এখন অনেক ভাল। ভয়টা বরং এখন মাকে কি করে বোঝাব...'

কথা শেষ হওয়ার আগেই ফোন বেজে উঠল।

আচমকা শব্দ চমকে দিল মুসাকে।

ঘরে ঢুকল ডিউক। 'এত রাতে কে?'

রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল মুসা। মহিলা কণ্ঠে প্রশ্ন হলো, 'এটা কি নর্থ বীচ কাউন্টি ক্লাব?' মানসিক অবস্থা ভাল না মহিলার কথা শুনেই বোঝা গেল।

ব্র্যান্ডনের স্পীকারফোনটা অন করা। তাতে মুসা আর ডিউক দুজনেই শুনতে পেল মহিলার কথা।

'হ্যাঁ, বলুন?' জবাব দিল মুসা।

'আমি মিসেস হ্যানসন,' মহিলা বলল। 'আরও আগে জানাতে পারিনি আপনাদের, সরি। আপনারা নিশ্চয় ভেবে অবাক হচ্ছেন, এখনও কেন ডিউক কাজে যোগ দিতে গেল না।'

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে মুসা, 'মানে?'

মহিলার কম্পিত কণ্ঠ ভেসে আসছে খুদে স্পীকারে, 'যাবার



মত অবস্থা নেই তার।'

'বুঝলাম না! আপনি বলছেন ডিউক আসছে না...'

'আর কোনদিন যেতে পারবেও না সে। ও খুন হয়েছে!' ফুঁপিয়ে উঠলেন মিসেস হ্যানসন। 'ক্লাবে যেদিন যাবার কথা, তার আগের দিন। আরও আগেই জানানো উচিত ছিল আমার, আপনারা নিশ্চয় খুব ঝামেলায় পড়েছেন। কিন্তু আমার উপায় ছিল না। সুযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাই ফোন করলাম...একটুও দেরি করিনি...'

দীর্ঘ নীরবতা। মহিলার ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসছে মুসার। নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

অবশেষে আবার বলল, 'ডাক্তাররা আমাকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। সময় কিভাবে গেছে জানতাম না আমি। দিন না রাত, বুঝতে দেয়া হয়নি।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে,' গলা কাঁপছে মুসার। 'আমি বুঝতে পেরেছি...'

'দেখুন, আমি সত্যি দুঃখিত,' কাঁদতে শুরু করল মহিলা। 'ডিউক...আমার এত ভাল ছেলেটা মরে গেল...কত আশা ছিল ভাল লাইফগার্ড হবে...কিন্তু...'

কান্নার চোটে কথাই বলতে পারল না আর মহিলা। কেটে গেল লাইন।

ফোনের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। হতবাক। মাথায় কিছু ঢুকতে চাইছে না। দরজার দিকে তাকাল ডিউকের সঙ্গে কথা বলার জন্যে।

কিন্তু ডিউক নেই।

দৌড়ে এসে হলে ঢুকল মুসা, 'ডিউক!'

পদশব্দ কানে এল। দৌড়াচ্ছে। হলের শেষ মাথায় ছায়ার মত ছুটে হারিয়ে যেতে দেখল ডিউককে।

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

'ডিউক?'

পেছনে দৌড় দিল মুসা। মহিলার বুকভাঙা কান্না কানে বাজছে।

কেন বলল ডিউক মারা গেছে?

শেষ মাথায় চলে এল মুসা। হাঁপাচ্ছে। ছায়াটা যেদিকে গেছে সেদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না।

কাঁচের দরজাটা দিয়ে পুলের দিকে বেরোনো যায়। সেদিকেই গেল নাকি?

দরজা খুলে বাইরে বেরোল সে। গরম, নিথর রাত। শূন্য পুল। সাদা ফ্লাডলাইটের আলোর নিচে পানি চিকমিক করছে। কেউ নেই। লাইফগার্ডেরা যারা ছিল কিছুক্ষণ আগে, সবাই ঘুমাতে গেছে।

'ডিউক?' ডাক দিল মুসা। কিন্তু ভালমত স্বর বেরোল না। তার কণ্ঠ থেকে বেরোনো কোলাব্যাঙের ডাকের মত ঘড়ঘড়ে শব্দটা কঠিন চত্বরে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে দিল যেন নীরব রাত্রিতে।

পুলের দিকে এগিয়ে গেল। কয়েকটা অনিশ্চিত পদক্ষেপ। খুঁজে বেড়াচ্ছে ডিউককে। চোখ কুঁচকে রেখেছে তীব্র আলো থেকে বাঁচানোর জন্যে।

লাফ দিয়ে এসে সামনে পড়ল ছায়াটা। পথরোধ করে দাঁড়াল। কালো চোখের তারা যেন জ্বলছে। কঠিন মুখভঙ্গি। চোয়াল খুলছে আর বন্ধ করছে।

'ডিউক, ওই মহিলা কি বলল?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'কেন বলল ডিউক মারা গেছে?'

'এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না,' কর্কশ গলায় জবাব দিল ডিউক। 'লাইফগার্ড হওয়াটা খুব জরুরী ছিল আমার জন্যে। ও মরেছে বলেই আমি লাইফগার্ড হতে পেরেছি।'



এক পা এগিয়ে এল ডিউক। ওর গায়ের ছায়া পড়ল মুসার গায়ে। 'এখন তোমাকেও মরতে হবে, মুসা।'

## বত্রিশ

তারপরেও যেন মাথায় ঢুকতে চাইল না মুসার। বিশ্বাস করতে পারল না। ভয়ের চেয়ে বেশি হলো রাগ। চিৎকার করে উঠল, 'তুমি আমাকে খুন করতে চাও!'

ডিউকের কালো চোখ জোড়া তার ওপর স্থির। পাতাও ফেলছে না। কথা বলল যখন, খুব শান্ত শোনাল। 'তোমাকে খুন করা ছাড়া উপায় নেই, মুসা। তুমি অনেক বেশি জেনে ফেলেছ। তোমাকে মারার ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই।'

'তুমি...তুমি গেরি আর রীমাকে খুন করেছ?' পিছাতে গিয়ে ডেক চেয়ারের ওপর পড়ে গেল মুসা। ভয় পাচ্ছে না। ডিউকের হাতে ছুরি বা পিস্তল নেই। যত শক্তিশালীই হোক, খালি হাতে ওকে খুন করার সাধ্য ডিউকের হবে না। তবে ভয় পাওয়ার ভান করতে হবে। সমস্ত কথা বের করতে হবে।

মাথা ঝাঁকাল ডিউক। 'হ্যাঁ, করেছি। এখন এ কথাটাও জেনে গেলে। তোমাকে না সরিয়ে দিয়ে কি করব বলো? খুব শীঘ্রি তোমার স্মৃতিশক্তি পুরোপুরি ঠিক হয়ে যাবে। তখন আমি কে সেটাও মনে পড়ে যাবে তোমার।'

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

বলার সঙ্গে সঙ্গেই ডিউক আসলে কে মনে পড়ে গেল মুসার।

যেন একটা ভারী পর্দা সরে গেল চোখের সামনে থেকে। আঁধার কেটে গেল।

'তুমি ডিউক নও,' বিড়বিড় করে বলল মুসা। 'তুমি টুকি।'

ঠিক। টুকিই। আপনমনে মাথা দোলাল মুসা। মনে পড়ে গেছে।

ওর নাম ছিল আসলে টুয়ার্ক হবসন। খানিকটা তাচ্ছিল্য করেই লাইফগার্ডরা ডাকত টুকি।

'গত বছরও তুমি এসেছিলে এখানে,' টুকির দিকে হাত তুলে বলল মুসা। মনে পড়ে যাচ্ছে। সব পরিষ্কার মনে পড়ে যাচ্ছে। 'চাকরি করতে এসেছিলে। তবে লাইফগার্ড না।'

তিক্ত হাসি ফুটল টুকির ঠোঁটে। 'মনে তাহলে পড়েই গেল। আমি আসার আগের বছর, মানে দুই বছর আগের গ্রীষ্মে রান্নাঘরে ঠিক এই কাজটাই করেছে রিচি। আমার বন্ধু ছিল। দুনিয়ায় একমাত্র বন্ধু। জানের জান দোস্ত। লাইফগার্ড হওয়ার জন্যে পাগল ছিল!' হাসির সঙ্গে রাগ মিশে গিয়ে দাঁত অর্ধেক বেরিয়ে পড়ল ওর। ভয়ঙ্কর লাগল তাতে। 'কিন্তু হতে হলো রান্নাঘরের বয়-বেয়ারা।

'যাদের খুন করেছি–রীমা আর গেরি, দুই বছর আগে কি শয়তানিটাই না করেছে রিচির সঙ্গে? সেই বছরও ওরা এখানে লাইফগার্ড ছিল।' রাগে গলা চড়ে যাচ্ছে টুকির। 'কি যে অপমান করত রিচিকে? অপদস্থ করত। রিচি আমাকে সব বলেছে।

'লাইফগার্ডের কাজ পাইয়ে দেয়ার লোভ দেখিয়ে তাকে নিয়ে মজা করত ওরা! নিরীহ, গোবেচারা, ভালমানুষটাকে কষ্ট দিত!' রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে যাবে যেন টুকির। 'বলত, লাইফগার্ড হতে হলে প্রচুর প্র্যাকটিস দরকার। গেরি আর



রীমা রাতে ওকে পুলে নিয়ে গিয়ে প্র্যাকটিসের নামে পঞ্চাশবার, একশোবার ডুব দেয়াত। পানির নিচে ডুব দিয়ে থেকে দশ-পনেরো মিনিট দম আটকে রাখার নির্দেশ দিত–যা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়; পুলের পানির নিচে ডুবে থেকে থেকে ফুসফুস ফেটে যাওয়ার জোগাড় হতো তার, মাথায় রক্ত চাপ দিয়ে শিরা ফাটিয়ে দেয়ার জোগাড় করত, তা-ও লাইফগার্ড হওয়ার আশায় মাথা তুলতে চাইত না সে। তারপর যখন আধমরা হয়ে উঠে আসত, হাসাহাসি করত ওরা। ওদের সঙ্গে যোগ দিত তোমার রুমমেট জোসেফ। সে-ও এসেছিল দুই বছর আগে।'

মানতে বাধ্য হলো মুসা, সত্যি অত্যাচার করেছে ওরা।

'পুরো ব্যাপারটা কি ছিল তাহলে?' ভুরু নাচাল টুকি। 'রসিকতা! নিষ্ঠুর রসিকতা! ওদের কথামত সব করার পর আরও হাসাহাসি করতে লাগল ওরা, হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল–রিচি একটা বোকা ছাগল। লাইফগার্ডের কাজটাজ কিছু না, বোকা পেয়ে তাকে নিয়ে মজা করেছে ওরা। রিচির মুখে এ সব শুনতে শুনতে মাথায় আগুন ধরে যেত আমার। ভাবতাম, সুযোগ পেলে অবশ্যই প্রতিশোধ নেব আমি। তাই সুযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জোসেফকে সরিয়ে দিয়েছি দুনিয়া থেকে। নরকে গিয়ে যত পারে শয়তানি করুক এখন।'

হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা। 'জোসেফ! কি বলছ? ওকে তো আমি...দুর্ঘটনা ছিল ওটা।'

'তোমার ধাক্কা দেয়াটা দুর্ঘটনা ছিল,' টুকি বলল। 'কিন্তু পানিতে পড়ে ও মারা যায়নি। পুরো ঘটনাটা আমি দেখেছি। তুমি ডাক্তার ডেকে আনতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে আমি ঠেলে পানিতে ফেলে দিয়েছিলাম ওকে। দিয়েই সরে গেছি। তখনও বেহুঁশ ছিল বলে আর উঠতে পারেনি।'

~*SumoN*~ Email:anmsumon@yahoo.com

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল মুসার। তাহলে খুনটা সে করেনি, দুর্ঘটনাক্রমেও নয়।

বলার নেশায় পেয়েছে যেন টুকিকে, বলেই চলেছে, 'যাই হোক, গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হলে বাড়ি ফিরে গিয়ে অপমানের জ্বালায় দগ্ধ হতে থাকল রিচি। তারপর একদিন গাড়ির নিচে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল...'

'তাই নাকি!' আফসোস করে বলল মুসা, 'ওর জন্যে সত্যি আমার কষ্ট লাগছে। আমি সত্যি দুঃখিত।'

'তোমার দুঃখ পাওয়ার আসলে কিছু নেই। তুমি তো আর খারাপ ব্যবহার করনি আমাদের সঙ্গে,' টুকি বলল। 'যাই হোক, রিচি যেদিন মারা গেল, সেদিন আবারও প্রতিজ্ঞা করলাম, ওর খুনের প্রতিশোধ আমি নেব। যারা যারা দায়ী, তাদের কাউকে ছাড়ব না। ঠাণ্ডা মাথায় প্ল্যান করলাম। গত বছর এসে আর কোন কাজ না পেয়ে রান্নাঘরেই চাকরি নিলাম। জোসেফকে শেষ করলাম। বাকি দুজন আসেনি, তাই ছুটির শেষে কিছুটা মন খারাপ করেই বাড়ি ফিরলাম। তবে নিরাশ হলাম না। জানতাম, সে-বছর আসেনি, এ বছর আসবে, কিংবা তার পরের বছর; যখনই আসুক, খাঁড়া নিয়ে হাজির হব আমি।

'এ বছর আসার সীজন শুরু হওয়ার আগে খোঁজ নিয়ে জানলাম, গেরি আর রীমা আসছে। আমিও আসতে চাইলাম। কিন্তু কোন জায়গা খালি নেই, কাজ পেলাম না। চাকরি ছাড়া এখানে এসে দুজনকে শেষ করার সুযোগ পাব না। ভাবতে ভাবতে ডিউকের কথা মনে পড়ে গেল। গত বছর সে-ও আমার সঙ্গে কম দুর্ব্যবহার করেনি, ওর মা তাকে যত ভাল ছেলেই বলুক। মনে মনে খেপেই ছিলাম ওর ওপর। যখন জানলাম, সে-ও আসবে, ঠিক করে ফেললাম কি করব। ডিউককে খুন করে তার ছদ্মবেশে



এসে হাজির হলাম। প্রতিশোধও নেয়া হলো, তার জায়গায় লাইফগার্ড হিসেবে ঢুকে পড়ারও সুযোগ পেলাম। ব্র্যান্ডন নতুন বলে কিছু বুঝতে পারল না। তুমিও পাগল। চিনতে পারলে না। পার পেয়ে গেলাম আমি। সুযোগমত খুন করলাম রীমা আর গেরিকে।'

চুপ করে রইল মুসা। কথা খুঁজে পেল না।

'আমাকে পাগল ভাবছ তো? উন্মাদ খুনী? ভাবো,' মাথা নাড়ল টুকি, 'আমার তাতে কিছু যায় আসে না। আমার কাজ আমি করেছি। রিচির আত্মা শান্তি পাবে।'

'কিন্তু, টুকি...'

'এবার তোমার পালা, মুসা,' একঘেয়ে কণ্ঠে বলল টুকি। 'কোন দোষ করনি, তা-ও তোমাকে মরতে হবে। এটা তোমার দুর্ভাগ্য।' এক মুহূর্ত থামল টুকি। তারপর বলল, 'আসার পর তোমাকে দেখে খুশি হয়েছিলাম আরও একটা কারণে। কেন জানো? খুনগুলো করব আমি, আগের বারের মতই দোষটা পড়বে তোমার ঘাড়ে। আমি পার পেয়ে যাব। একবার খুন করেছ, তারপর পাগল হয়েছ; পাগলা খুনীকে দিয়ে সব সম্ভব—আরও খুন সম্ভব, পুলিশ তা-ই ভাবত। কিন্তু সব ভজঘট হয়ে গেল তোমার স্মৃতি ফিরে আসাতে। আমার কাজটা জটিল হয়ে গেল।' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল টুকি, 'এখন তোমাকে খুন করার পর হয়তো অত সহজে আর রেহাই পাব না, বাঁচতে পারব না। যা হয় হোক, আর আমি কেয়ার করি না।'

এগিয়ে এল টুকি।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা।

পুলের পাড়ে চলে এসেছে দুজনে। মুসার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল টুকি, সেই সেদিনের মত, জোসেফ যেভাবে পড়েছিল। শুরু হলো

ধস্তাধস্তি। সেদিনের মত টুকিও যদি পানিতে পড়ে মাথায় বাড়ি খেয়ে মরে, এই ভয়ে তাকে ধাক্কা মারারও সাহস হলো না মুসার। কেবল আত্মরক্ষা করতে লাগল।

দুই হাতে ঠেকাতে ঠেকাতে মরিয়া হয়ে গেস্ট হাউসের দিকে তাকাতে লাগল মুসা। রবি আর ব্র্যান্ডন কই? বেরোচ্ছে না কেন এখনও?

ধাক্কা দিয়ে মুসাকেই পানিতে ফেলে দিল টুকি। তারপর সে নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে। মুসার মাথা চেপে ধরে ডুবিয়ে রাখতে চাইল পানিতে।

কিন্তু অত সহজ হলো না কাজটা। শক্তি মুসার গায়েও কম নেই। কিন্তু হাত কথা শুনছে না তার। জোসেফের অ্যাক্সিডেন্টের পর ফোবিয়া হয়ে গেছে তার। কোন অবস্থাতেই পাল্টা আঘাত হানতে পারছে না। যদি মরে যায় টুকি?

সে খুনী নয়, এই কথাটা জানার পর মানসিকভাবে আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে সে।

টুকির হাত থেকে বাঁচার জন্যে মরিয়া হয়ে পানিতে ডুব দিয়ে ডিগবাজি খেল সে। ডুব সাঁতার দিয়ে সরে গেল কয়েক গজ। ভেসে উঠে ফিরে তাকানোরও প্রয়োজন বোধ করল না। সাঁতরাতে শুরু করল উল্টো দিকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই উন্মাদটার কাছ থেকে সরে যাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল।

কিন্তু পিছু ছাড়ল না টুকি। আহত জানোয়ারের মত চিৎকার করে পিছু নিল মুসার। খুব ভাল সাঁতরায়। কিন্তু মুসার সঙ্গে পারা তার কর্ম নয়। টুকি ধরতে পারল না ওকে কিছুতেই।

পুলের উল্টো ধারে চলে এসেছে মুসা। আর কয়েক গজ পরেই তীর। ওপরে উঠে পড়তে পারলে আর তাকে ধরার সাধ্য হবে না টুকির।



তবে খুব বেশি কষ্ট করতে হলো না আর। মাথা তুলতেই চোখে পড়ল দৌড়ে আসছে রবি আর ব্র্যান্ডন।

*

'ও ডিউক নয়,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা। 'ওর নাম টুয়ার্ক হবসন। আগের বছর গ্রীষ্মে রান্নাঘরে কাজ নিয়েছিল। লাইফগার্ডেরা তাচ্ছিল্য করে ওকে টুকি বলে ডাকত। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে গত বছর জোসেফকে খুন করেছে ও, এ বছর করেছে গেরি, রীমা আর ডিউককে। জিজ্ঞেস করে দেখো।'

কিন্তু কারও দিকে নজর নেই টুকির। ওকে শক্ত করে ধরে রেখেছে রবি আর ব্র্যান্ডন। ছাড়া পাওয়ারও চেষ্টা করছে না সে। শরীর ঢিল করে দিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে হা-হা করে হেসে উঠল। চিৎকার করে বলল, 'রিচি, তোমার খুনের প্রতিশোধ আমি নিয়েছি। জোসেফ, গেরি, রীমা, ডিউক—একটাকেও ছাড়িনি। সব কটাকে জাহান্নামে পাঠিয়েছি। এবার তুমি খুশি তো, বন্ধু আমার! তোমার আত্মা শান্তি পাচ্ছে তো? তোমার মন শান্ত হয়েছে?' আবার হা-হা করে হেসে উঠল টুকি।

এরপর থেমে থেমে চিৎকার আর অট্টহাসি চলতেই থাকল তার।

দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না আর মুসা। পরিশ্রম, সেই সঙ্গে ভয়াবহ মানসিক চাপ কাহিল করে দিয়েছে ওকে। বসে পড়ল শান বাঁধানো চত্বরে। শেষে চিত হয়ে শুয়েই পড়ল।

হই-চই, হট্টগোল। চোখ বুজে রেখেছিল মুসা। টের পেল কে যেন পাশে এসে বসেছে। চোখ খুলে দেখে, জেরি। মুসাকে চোখ মেলতে দেখে ওর একটা হাত চেপে ধরল, 'মুসা, আমি দুঃখিত। আমাকে মাপ করে দাও, ভাই।'

বুঝতে পারল না মুসা। 'কি করেছ? কি মাপ করব?'

'আমি বুঝে গিয়েছিলাম, তুমি ভূতের ভয় পাও। আরও বেশি ভয় দেখানোর জন্যে রাতের বেলা ফিসফিস করে ডেকে তোমাকে ঘর থেকে বের করে এনেছিলাম। যাতে পরদিন তুমি সবাইকে বলতে পারো, হলঘরে সত্যি সত্যি ভূত আছে।'

'ও, ফিসফিসানিটা তাহলে তোমার কাজ!'

'হ্যাঁ, প্রথম দিন আমিই বের করেছি তোমাকে। তারপর কেটে পড়েছি। কল্পনাই করিনি, তুমি গিয়ে পড়বে রীমার লাশের কাছে,' জেরি বলল। 'রীমা খুন হয়ে যাওয়ার পর ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ভয়ে ভয়ে ছিলাম খুব। যদি কোনভাবে জানাজানি হয়ে যায় ফিসফিসানিটা আমার কাজ, পুলিশের সন্দেহ পড়ত আমার ওপর।'

'তারপরেও গেরি যেদিন খুন হয়েছে, আবার ওরকম করে ডাকলে কেন?'

'সেদিন আর আমি ডাকিনি। ডিউক, মানে টুকিকে দেখেছি দরজার সামনে। ওকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হলো। সরে গেলাম। দেখি, ও ডাকতে শুরু করেছে। তারমানে আমাকে প্রথম দিন ডাকতে দেখেছিল সে। তুমি যে ঘর থেকে বেরিয়েছিলে, তা-ও দেখেছিল। দ্বিতীয় দিন তাই কায়দাটা ধরল। বুঝে গিয়েছিল, ভাল চালাকি। ডেকে ডেকে তোমাকে সেদিনও টেনে নিয়ে গিয়েছিল লাশের কাছে। তোমাকে দিয়ে লাশটা আবিষ্কার করিয়েছিল, যাতে সবার সন্দেহ তোমার ওপর পড়ে।'

'দেখেও তাহলে বললে না কেন?'

'ওই যে, ভয়,' লজ্জিত কণ্ঠে বলল জেরি। 'ডাকার শয়তানিটা তো আমিই শুরু করেছিলাম। বলতে গেলে যদি আমিও সন্দেহের তালিকায় পড়ে যাই...আমাকে মাপ করে দাও, মুসা। আমার শয়তানির জন্যে অনেক ভোগান্তি হয়েছে তোমার।'



আবার চোখ বুজল মুসা। তারপর খুলল। বলল, 'যা করেছ, করেছ। পুলিশ জিজ্ঞেস করলে এবার সত্যি কথাগুলো বলে দিয়ো, তাহলেই হবে। টুকির বিরুদ্ধে যাবে তোমার সাক্ষী।'

মুসার হাত ধরে টান দিল জেরি। 'চলো, ওঠো, ঘরে যাবে। নিয়ে যাই তোমাকে। বারো ঘণ্টার একটা টানা ঘুম দরকার তোমার।'

হঠাৎ কি মনে হতে ঝটকা দিয়ে উঠে বসল মুসা। 'খাইছে! আসল কাজটাই তো করা হয়নি!'

মুসাকে ওভাবে উঠে বসতে দেখে চমকে গিয়েছিল জেরি। কাজের কথা শুনে জিজ্ঞেস করল, 'কি কাজ?'

'মা'কে ফোন করা!'

'ও। চলো, তোমার সঙ্গে যাব। তোমার যা অবস্থা, একা যেতে কষ্ট হবে।'

'চলো।'

উঠে দাঁড়াল মুসা।

-: শেষ :-